

ভগবান্ শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেব

সৎকথা

স্বামী অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজ)
উপদেশামৃত



স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ফাল্গুন—১৩২৯

[মূল্য ।।৵০ দশ আনা

প্রকাশক
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ ;
উদ্বোধন কার্য্যালয় ;
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

"বসুমতী" প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের

শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ আমাকে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে কয়েক বৎসর সেবকরূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশগুলি শুনিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। তাহার কতকগুলি উদ্বোধন পত্রিকায় 'সৎকথা' নামে ধারাবাহিকরূপে কয়েক বৎসর বাহির করি। এক্ষণে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সাধারণের উপকার হইবে, বিশ্বাস করি। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী শিবানন্দ ও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী সারদানন্দ মহারাজদ্বয়ের অনুমত্যনুসারে উপদেশগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য প্রয়াসী হইলাম। ইহার মধ্যে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি অসামঞ্জস্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমারই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মালিন্যহেতু হইয়া পড়িয়াছে; কারণ, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ-অবস্থায় উপদেশ দিতেন, সেই জন্য তাঁহার কথা ঠিক্ ঠিক্ ধরা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন ইহাতে লোকের কল্যাণ হয়। ভক্তি-উপহারস্বরূপ ইহা আপনার করকমলে প্রদত্ত হইল। আশা আছে, অকিঞ্চনের উপহার গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা,
১৩২৯, ফাল্গুন।

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত—
সিদ্ধানন্দ।



শ্রীমৎ অদ্ভুতানন্দ স্বামী

(লাটু মহারাজ)

নিবেদন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় 'সৎকথা' আজ পুস্তক-আকারে ভক্তবৃন্দের হস্তে উপহারস্বরূপ দিতে সমর্থ হইলাম। অনেক দিনের বাসনা ভগবানের দয়ায় পূর্ণ হইতে চলিল।

এই অবসরে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) একটি কথা স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে। তাহা এই:—পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমি প্রথম অনুরুদ্ধ হই—স্বামী-শিষ্য-সংবাদ-লেখক মান্যবর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক। তিনিই আমায় বিশেষভাবে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরঋণী।

তখন হইতে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের উক্তিগুলি সাধ্যমত লিখিয়া রাখিতে যত্নবান্ হই। কিন্তু উহা তাঁহাকে গোপন করিয়াই লিখিতে হইত, কারণ, তিনি উহা বিন্দুমাত্রও পছন্দ করিতেন না।

তখন গ্রীষ্মকাল—রাত্রে ছাদের উপর বসিয়া মধ্যে মধ্যে ডায়েরী (রোজনাম্চা) লিখিয়া থাকি। তিনি ইহা জানিতে পারেন, কিন্তু কিছুই বলেন নাই। একদিন হঠাৎ আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'তুমি বই ছাপাবে, তা' আমি জানি!' তখন রাত্রি বারটা।

আমার মনে কিন্তু তখন ওরূপ কোন ভাব ছিল না। তাঁর কথা-গুলি আমার ভাল লাগিল এবং উহা বেশ তত্ত্বপূর্ণও বটে;—সময়ান্তরে বসিয়া পাঠ করিলে আনন্দ পাইব—এইরূপ ভাব লইয়াই লিখিতাম। কিন্তু ঐ কথা শুনিবার পর আমারও মনে উক্তিগুলি যাহাতে ধারা-বাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণে আসে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

আমি এ কথা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজী মহারাজকে পত্র দ্বারা জানাই এবং তিনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

অতঃপর পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের কথামৃত তাঁহার বর্ত্তমানকালেই "সৎকথা" নামে সন ১৩২৩ সালের উদ্বোধনের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করি। তদবধি উহা ধারাবাহিকরূপে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। সে কথা উক্ত পত্রিকার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সম্বন্ধেও কথা আছে।

পূজ্যপাদ লাটু মহারাজকে তাঁহার নিজ জীবনের কোন কথা বলিতে আমরা কোন দিন শুনি নাই। এ কথা পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী প্রমুখ—তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও একবাক্যে বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী লেখা একপ্রকার অসম্ভব। তবে, আমরা বিশেষ চেষ্টায় আছি; যদি সুবিধা হয়, পরে উহা সকলের গোচরীভূত করিতে চেষ্টা করিব। এখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা। সে জন্য তাঁহার শ্রীমুখে যে সকল কথা তাঁহার নিজ জীবনসম্বন্ধে ঘটনাক্রমে শুনিতে পাইয়াছি, উহা কোনরূপ বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও—'সৎকথায়' সন্নিবেশিত করিলাম। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আর এক কথা:—সৎকথা তাড়াতাড়ি ছাপা হওয়ায় ভাল করিয়া classification (শ্রেণীবদ্ধ) করা হয় নাই। তদ্ব্যতীত এত অল্প কথা শ্রেণীবদ্ধ (classified) করাও সম্ভবপর নহে। অতএব শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার যদি সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন উহা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী (Proprietor)

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এই 'সৎকথা' বিনামূল্যে ছাপাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আশা করি, 'সৎকথা' সকলের সৎপথের সহায়ক হইবে। ইতি—

ফাল্গুন—১৩২৯ সাল
কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—'সৎকথা'র বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৺কাশীধামে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের স্মৃতি-মন্দিরে যাইবে।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ



বিগত ১১ই বৈশাখ, সন ১৩২৭ সাল, ইংরাজী ২৪শে এপ্রিল, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৺কাশীধামে মহাসমাধিযোগে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুরুপদপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিনী ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়—বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। তথাপি তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ দুইচারি কথা লেখা আমাদের কর্ত্তব্য। ছাপড়া জিলায় কোন দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'লাটু'।* বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ইনি চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতা আগমন করেন, এবং শিমলার ৺রামচন্দ্র দত্তের গৃহে সাধারণ হিন্দুস্থানী বেয়ারারা যে সকল কায করিয়া থাকে, সেই সকল কায করিতে নিযুক্ত হন। রামবাবু তখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন। সুতরাং মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত লাটুকে দিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফলমিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। অন্তর্দ্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর কিন্তু তাঁহার জনৈক ভক্ত ভৃত্যবেশে উপস্থিত হইলেও শ্রীযুত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে

---

* স্বামী অদ্ভুতানন্দের পূর্ব্বনাম ছিল—রাখতুরাম চৌধুরী (?); ডাক্ নাম—লাটু।

আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত লাটুও কি জানি কেন, এই অপরিচিতের প্রতি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন এবং রামবাবু ফলমূল পাঠাইলে তিনি সানন্দে সেগুলি ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেন—হয় ত দু-একদিন তাঁহার নিকট রহিয়াই গেলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন 'নহবতে' থাকিতেন। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও বাড়ীর চাকরবাকরের নিকট স্ত্রীলোকেরা লজ্জাসঙ্কোচ করে না। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীও তাই বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেন না; বরং তাঁহাদ্বারা জল আনা, ময়দা ঠেসা, বাজার করা প্রভৃতি ছোটখাট কাযগুলি করাইয়া লইতেন। শ্রীযুত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন রামবাবুর নিকট শ্রীযুত লাটুকে নিজের কাছে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রামবাবু এবং লাটু উভয়েই সানন্দে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীযুত লাটু সেই দিন হইতে ঠাকুরের নিকট থাকিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত লাটু বড় কীর্ত্তন ভালবাসিতেন। তাঁহার রামবাবুর বাটীতে অবস্থানকালে আমরা ইহার পরিচয় পাই। শুনা যায়, রাস্তা দিয়া কীর্ত্তনসম্প্রদায় যাইলে তিনি কাযকর্ম্ম ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন এবং বহুক্ষণ তাহাতে মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্য-অবহেলার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও সহ্য করিতে হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সংকীর্ত্তন হইত

এবং শ্রীযুত লাটু ও অন্যান্য ছেলেরা তাহাতে যোগ দিয়া মহা-উল্লাসে নৃত্যাদি করিতেন। ছেলেদের অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, এদের একটু ভাবটাব হোক্।" আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অভ্যাসে ফল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই শ্রীযুত লাটুর ও অপর কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল।

এইরূপে ঠাকুরের পূত সঙ্গে ও তাঁহার আন্তরিক সেবায় শ্রীযুত লাটু দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যানধারণাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীযুত লাটু তখন সমস্ত দিন খাটিয়া-খুটিয়া সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সে কি রে, সন্ধ্যায় ঘুম কি রে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি ত ধ্যান-ধারণা কর্‌বি কখন্?" ব্যস্, ইহাই যথেষ্ট। সেই দিন হইতে তিনি যে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অভ্যাসরক্ষা করিয়াছিলেন। কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পরে তিনি আজীবন্ প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। গীতার সেই ভগবদুক্তি—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

তাঁহার জীবনে আক্ষরিক অর্থেও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। উত্তরকালে তাঁহাতে যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফল।

এইরূপে সারারাত্র ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন। যখন ঠাকুর অসুস্থ

হইয়া শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে ছিলেন, তখনও তিনি বরাবর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে যখন ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যমণ্ডলীকে সন্ন্যাস ও গেরুয়াবস্ত্র দান করেন, তখন ইনিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন তাঁহার যুবক ত্যাগী শিষ্যগণ কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া গিয়া পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন—কি এখনই সংসার ত্যাগ করতঃ সাধন-ভজনে রত থাকিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে চলিবেন, এই সংশয়দোলায় দোদুল্যমান,তখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুত লাটু, তারক ও বুড়ো-গোপাল এ তিন জনের বাড়ীঘরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান না থাকায় তাঁহাদের থাকিবার জন্য বরাহ-নগরে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহাই হইল, বরাহনগর মঠের সূত্রপাত। অতঃপর ক্রমেই শ্রীযুত নরেন্দ্র-প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী একে একে এখানে আসিয়া সমবেত হন এবং সকলে মিলিয়া ভগবান্ লাভের তীব্র ব্যাকুলতায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্র ধ্যান, জপ, কীর্ত্তনাদিতে ডুবিয়া থাকেন। এইখানেই স্বামিজী সকলকে লইয়া যথাবিধি বিরজা হোম করেন এবং সকলকে সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। এই সময়েই শ্রীযুত লাটুর অদ্ভুতচরিত্র—তাঁহার অদ্ভুত ভাব, ধ্যানধারণায় অদ্ভুত অনুরাগ ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ স্মরণ করিয়া স্বামিজী তাঁহাকে 'অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

অতঃপর তিনি আলমবাজার মঠ, বেলুড় মঠ, কলিকাতায় 'বলরাম-মন্দির' ও অন্যান্য স্থানে অনেকদিন অতিবাহিত করেন এবং স্বামিজীর প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কিছুদিন তাঁহার সহিত আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। স্বামিজী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মঠ,

মিশন প্রভৃতি নানাবিধ লোকহিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই আহ্বানে অনেকেই তাঁহার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ ইহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি যে ভাবে আজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ধ্যান-ধারণা-কীর্ত্তনাদি উচ্চাঙ্গের কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত প্রচার, সেবা প্রভৃতি রজঃপ্রধান বাহ্যকর্ম্মের কিছুতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিলেন না। তিনি বরাবর ধ্যান-ধারণাদি লইয়াই রহিলেন।

তিনি আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু মনোযোগ-সহকারে বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন এবং সহজেই তাহাদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি যে সহজেই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারিতেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্রের যাহা গূঢ়ার্থ, তাহা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কাজেই শাস্ত্রোক্ত কোন কথাই তাঁহার নিকট নূতন ঠেকিত না। একবার জনৈক সাধু তাঁহাকে কঠোপনিষদ্ শুনাইতেছিলেন। যেমন তিনি পাঠ করিলেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ॥"

তখন তিনি, "প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ" অর্থাৎ ধানের শিষটা যেমন অতি সন্তর্পণে ধৈর্য্যসহকারে খড় হইতে পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিবে," এই কথাটি শুনিয়া বড়ই খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই ঠিক বলেছে।" তাঁহার এইরূপ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সহজে এই দুর্ব্বোধ্য কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

মোট কথা, তিনি অপরের নিকট শুনিয়া-শুনিয়া সমস্ত বিষয়েই এমন

একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার এমন একটি সুন্দর উত্তর দিতেন—যাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া যাইত। তাঁহার মীমাংসা হয় ত অপরের সহিত না মিলিতে পারে, কিন্তু তিনি যে দিক্ হইতে প্রশ্নটির উত্তর দিতেন, সেই দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে উহা যে বাস্তবিকই খুব বুদ্ধিমানের মত উত্তর, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। উদ্বোধনের পাঠকবর্গও ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে 'সৎকথা' শীর্ষক যে সকল অমূল্য উপদেশ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেগুলি ইঁহারই প্রদত্ত উপদেশ ও কথাবার্ত্তা হইতে সঙ্কলিত। শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুত অতুল বাবু বলিতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের Miracle যদি দেখিতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় Miracle আমি আর কিছু দেখিনে।" পূজ্যপাদ স্বামিজীও বলিতেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক-জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জ্জিতবুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা, ধ্যান ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটিমাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক্ রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার

অন্তর্নিহিত শক্তির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

লাটু মহারাজের একটি বিশেষত্ব ছিল—সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলামেশার ভাব। তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিত ও তাঁহার নিকট হইতে ছোলাভাজা, হালুয়া প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্য ভিড় করিত। তিনি খুব সরল, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন।

শেষজীবন তিনি বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে অতিবাহিত করিবার জন্য ৺কাশী গমন করেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সারারাত্রি ধ্যান-ধারণা করিতেন অথচ আহার-বিহারে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না—সর্ব্বদাই যেন একটা ভাবে থাকিতেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট বড় একটা শুনা যাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ভক্তবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথামৃত পান করিত। অবশেষে তিনি সকলকে প্রসাদ দিয়া বিদায় দিতেন।

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নামমাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাঁহার বৃদ্ধ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গত ২।৩ বৎসর হইতে তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তিনি শরীরের দিকে আদৌ নজর দিতেন না। 'শরীরধারণ বিড়ম্বন' এই কথাটি প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। ইদানীং অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন—ইচ্ছা হইত ত কাহারও সহিত কথা কহিতেন, নতুবা চুপচাপ থাকিতেন। দেহত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ে একটা ফোস্কা হইয়া ঘা হয়। তিনি উহার বিশেষ কোন যত্ন লইতেন না। উহা ক্রমে বিষাক্ত হইয়া 'গ্যাংগ্রিণে'

পরিণত হয়। উপর্য্যুপরি চারিদিন প্রত্যহ ২।৩টা করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র করা হইয়াছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার একটুকু বিকার নাই—যেন অপর কাহারও শরীরের উপর অস্ত্রচালনা করা হইতেছে! এরূপ দেহজ্ঞানরাহিত্য মানুষে সম্ভবে না! তাঁহার মন জীবজগৎ, এমন কি, নিজের অতি প্রিয় দেহ ছাড়িয়া উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে সেই পরমানন্দময় সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিত—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" তাঁহার শেষ-সময়ের সংবাদ নিম্নোদ্ধৃত পূজনীয় তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রে পাঠকবর্গ আরও সুন্দররূপে অবগত হইবেন—

"প্রিয়বর—

* * * লাটু মহারাজের অন্তিম-সংবাদ আপনি তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন লিখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন। ভ্রূমধ্যবদ্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম, অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্ব্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর লড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে। তাহাতে বলিলেন, শরীর গেলেই ত ভাল। আমি বলিলাম, তোমার ওকথা বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন করিবেন, সেইরূপ হইবে। তাহাতে বলিলেন, তা ত জানি, তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্ত্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন। প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প—বলিত, তবে আমিও কিছু

খাইব না। অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প—বলিল, খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না। লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, "মৎ খা"—একেবারে মায়ানির্ম্মুক্ত উক্তি!

পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচর ১০২.৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্য দিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎসহায়েরও আসিবার কথা স্থির ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম, লাটু মহারাজ বারটা দশ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ—কে তার করিতে বলিয়া আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬নং হাড়ার বাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডান্‌দিক্ চাপিয়া পাশ-বালিসে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল, সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন—কেবল, অধিক প্রশান্তভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম-

সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে বসাইয়া যথারীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয়, তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা—কি প্রসন্নতা—কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণই বটে! প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন-প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে ৺গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ব্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জলসমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই পরমকালে লাটু মহারাজের এই পরমানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক

সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য—তাঁহার লাটু মহারাজ! * * *"

উদ্বোধন, ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

সূচিপত্র।

সৎকথা

শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভ্রাতাগণ।

১। ঠাকুর—স্বামিজীকে আদর্শ ক'রে চল। শ্রীশ্রীমা—ঠাকুরের মহাশক্তি। এঁদের ভিতরই সব দেবতা। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বলেছেন ও দেখেছেন। আবার সন্দেহ কি? এমন আদর্শ আর কোথায় পাবে? সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতরও সেই একই শক্তি। নানা ভাবে লীলা কর্ছেন। সবই ইষ্টের লীলা—এঁরা যে লোকশিক্ষক। কে বোঝে,—যে বোঝে, সেই মজে। মাকে চিরদিনই মার মতই দেখ্তাম। মা আমাদেরই মা, এতে আর সন্দেহ কি আছে? আমাদের ঠাকুর আমাদেরই বাপ—যথাসর্ব্বস্ব। আর কোন ভয়-ভাবনা ছিল না। বাপ-মার কাছে যেন ছোট খোকার মত থাক্তাম। সাধন-ভজন কর্তাম, খাবার সময় খেতাম। সাধন-ভজনে বিলম্ব হ'লে "নানা ছল ক'রে" ঠাকুর এসে খাওয়াতেন। বেশী ধ্যান কর্লে ঐরূপ কর্তেন, ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আন্তেন।

২। ঠাকুর মা কালীর প্রসাদী ফল যোগীনকে (স্বামী যোগানন্দ) রোজই রাখতে বল্তেন। যোগীন ভাবলে—হাজার হোক্, ভট্টাচার্য্য বামুন, সংস্কার যাবে কোথা? ফলটলের মায়া ছাড়তে পারেন নি।

যোগীনের মনে এই কথা যেমন হওয়া, অমনি ঠাকুর বল্লেন, বামুনেরা তাদের "অবিদ্যার" জন্য নিয়ে যাবে ; তোরা খাস্, তবুও সার্থক। যোগী-নের মনে আপশোষ হলো, কি কর্‌লুম, খামোখা এঁর উপর সংশয় করেছি ; ইনি ত আমাদের জন্যই প্রসাদ রাখতে বলেন।

৩। ঠাকুর আমাকে, রাখাল মহারাজকে ভিক্ষা কর্‌তে বল্‌তেন প্রায়ই বল্‌তেন,— ভিক্ষার অন্ন বড় পবিত্র। আমি ও রাখাল মহারাজ একদিন ভিক্ষা কর্‌তে গেলাম। যাবার সময় ঠাকুর ব'লে দিলেন, কেউ গালি দিবে, কেউ আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, কেউ পয়সা দিবে, তোরা সব নিবি। প্রথমে এক জন আমাদের ভিক্ষা কর্‌তে দেখে তেড়ে এসেছিল। বল্লে, এমন ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে আবার ভিক্ষা কচ্ছো ? কাজ ক'রে খেতে পার না ? রাখাল মহারাজ ভয় পেয়েছিলেন। আমি বল্লাম, ঠাকুর ত আগেই এই সব কথা ব'লে দিয়েছেন ; ভয় পাচ্ছো কেন ? তার পর এক জন স্ত্রীলোক আমাদের দেখে বল্লে—তোমরা কি দুঃখে ভিক্ষা কচ্ছো বাবা ? তোমাদের অভাব কি ? আমরা তখন সব বল্লেম। তখন সে খুব খুসী হয়ে একটা সিকি দিলে এবং সূর্য্যনারায়ণের দিকে তাকিয়ে আমাদের খুব আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লে, তোমরা যে জন্য বেরিয়েছ, ভগবান্ তোমাদের আশা পূর্ণ করুন। আর অনেকেই চাউল, পয়সা, সব দিলে, আমরা সেইগুলো এনে ঠাকুরের কাছে দিলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, কেমন ক'রে ভিক্ষা কর্‌লি বল্ ? আমরা তখন সব বল্লেম। ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বল্লেন,—ঠিক করেছে, দেখ, আমার সঙ্গে সূর্য্যনারায়ণের যোগ আছে ; একদিন মাথার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, একটা লোক হঠাৎ এসে বল্লে,—"তোমার ও মাথার ব্যারাম নয়। সূর্য্য-নারায়ণের সহিত তোমার যোগ আছে" বলেই চ'লে গেল। তখন আমি

হৃদেকে বল্লাম, দেখ্ ত লোকটা কোথায় গেল? হৃদে ফটক পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বল্লে, "দেখতে পেলাম না।" তার পর ঠাকুর বল্লেন,—এ সব দৈবী ঘটনা। ঠাকুর স্বামিজীকে ও ভবনাথকে রান্না কর্‌তে বল্লেন, সে দিন রবিবার। ঠাকুর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্‌লেন,—খুব খুসী। যখন রান্না শেষ হয়েছে, পঙ্গত হবে, এমন সময় এক বাউল এসে উপস্থিত। ঠাকুর বল্লেন, এখন হবে না, যদি বাঁচে, তবে পরে পাবে। বাউল রেগে চ'লে গেল। স্বামিজীর মনে হচ্ছে, অনেক জিনিষ রান্না হয়েছে, খেতে দিলেন না কেন? কি কৃপণ! ঠাকুর বল্লেন,—ও বাউল, কত কি করেছে! ও এমন কি কর্ম্ম করেছে যে, তোদের সঙ্গে ব'সে খাবে? তোরা সব শুদ্ধ, ওর সঙ্গে খাবি কি ক'রে? তখন স্বামিজী বুঝতে পাল্লেন, কেন ঠাকুর তাঁকে বারণ কচ্ছেন। তখন আমরা সঙ্গগুণের অর্থ কি বুঝলেম্। সাধনের সময় যার তার সঙ্গে মিলামিশা, খাওয়া-দাওয়া ঠিক নয়। ভাবের হানি করে। তিনি এ সব বিষয়ে খুব নিয়ম মেনে চল্‌তেন এবং আমাদের সব সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন।

৪। তিনি যে অবতার, তা স্বামিজী বলেছেন, আমি আর কি বল্‌ব। তিনি আমার গুরু, পিতা। স্বামিজীই তাঁকে বুঝেছিলেন। তিনি যে কে? আমি তাঁকে কি জানি, কি বুঝি বল্‌ব যে। তিনি স্বামিজীকে তাঁর প্রচারের জন্য এনেছিলেন ও তাঁকে তিনি শক্তি দিয়েছিলেন। তবে ত স্বামিজী তাঁকে প্রচার কর্‌তে পেরেছিলেন। যারা তাঁকে কায়মনে ডাকবে, তিনি অবশ্য তাদের দয়া কর্‌বেন, জোর ক'রে বল্‌ছি।

৫। শশী মহারাজ এমনি আরতি কর্‌তেন যে, ঠাকুরঘরটা জম্‌জম্ কর্‌তো। আরতির সময় ঠাকুর-ঘরে সকলকেই যেতে হোতো।

আরতির সময় গুরুস্তোত্র পাঠ করা হোতো। ভোগের জন্য বাজারের উৎকৃষ্ট ফল আস্‌তো; কিন্তু আয় কিছু ছিল না। লোকে বল্‌তো যে, এরা কয় ঘড়া মোহর পেয়েছে? নৈলে এত স্ফূর্ত্তি ক'রে ভোগ লাগায়? ঠাকুরকে কোন্‌ জিনিষটা ভোগ দেবে, এই চিন্তাই তার ছিল। শশী মহারাজ দিনরাত পূজো নিয়ে থাকতেন এবং আর সমস্ত কাজও নিজে করতেন। আমাদের বল্‌তেন—তোমরা খাওয়ার জন্য ভেবো না। স্বামিজী রাতভোর ধ্যান করতেন। কালি মহারাজ কখনও ধ্যান করতেন, আর কখনও বা পড়তেন। ঠাকুর যে সব ব'লে গিয়েছিলেন, সেই সব কথা বইএর সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। ধ্যান, জপ, গানবাজনায় কত রাত কেটে যেতো। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের রাত্রিতে কম খেতে দিতেন। রাত্রিতে বেশী খেলে ধ্যান-জপ কি ক'রে কর্‌বি? বেশী খেলেই ঘুম আস্‌বে। দিনে বারুদ-ঠাসা খেতে হয়, আর রাত্রে সামান্য তিনি বল্‌তেন। ঠাকুর যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "রাত্রে কি খাস্‌?" তিনি বল্লেন, "আধ সের আটার রুটি আর এক পোয়া আলুর চচ্চড়ি।" ঠাকুর ঐ কথা শুনে বল্লেন,—"তোকে আমার সেবা কর্‌তে হবে না। তুই চ'লে যা, অত যোগাতে পার্‌বো না।" যোগানন্দ দিনে সেবা ক'রে রাত্রে চ'লে যেতো।

৬। যেমন ঠিক ঠিক গুরু মেলা শক্ত, তেমনি ঠিক ঠিক শিষ্য মেলাও শক্ত। ঠাকুরের মত গুরু দুর্লভ বৈ কি! তিনি বল্‌তেন, তোরা কত বড় হবি হ' না। খুব বড় হবি ত একটা অবতারের মত হ'। আর কত বড় হবি? তাঁর খুব দয়া, তিনি জোর ক'রে বল্‌তেন, বিয়ে করিস্‌ নে, বিয়ে না কল্লে ধর্ম্ম এক দিন না এক দিন বুঝতে পার্‌বি। তিনি যার ধর্ম্ম হবে, তাকে আদর কর্‌তেন। আর গরীব দেখলেই খেতে দিতেন।

৭। বরানগর মঠে হয় ত আমরা বেশ গল্প কর্‌ছি, আর এমন সময় সুরেশ মিত্র এসে হাজির। অমনি স্বামিজী ছাদে তাড়াতাড়ি উঠে যেতেন। সুরেশ মিত্র বল্‌তো,—"তোমরা অত সঙ্কোচ কর কেন? তিনি দয়া ক'রে দেওয়াচ্ছেন ব'লে দিচ্ছি। তোমরা অন্যরূপ ভাব কেন?" দেখ, সুরেশ মিত্র কেমন নিরহঙ্কার, আর গুরু-ভাইদের প্রতি তার কত ভালবাসা! এমনটি প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। স্বামিজী বল্‌তেন, মঠ-ফঠ যা দেখছিস্, ঐ সুরেশ মিত্রের জন্যই ত হ'লো।

৮। ভূপতি ভাইয়ের পবিত্র জীবন। সে ত্যাগী, লেখাপড়াও বেশ জানে, অঙ্কে খুব অধিকার আছে। কাশীতে যোগীনের সঙ্গে থাক্‌তো আর সাধনভজন কর্‌তো। কাশীর বেগুণ খুব ভাল দেখে এক দিন ভূপতি ভাই বেগুণের জন্য পয়সা ভিক্ষা চাচ্ছিল। কাছে একটিও পয়সা ছিল না তাই। পেছনে যোগীন ছিল; সে ধম্‌কিয়ে ভূপতিকে বল্লে— এই তুই সাধু হবি—না? কাশীতে খুব কঠোর করেছে।

৯। তিনি ত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ছিলেন, কিন্তু দেশলাইর কাঠি বেশী খরচ হ'লে কি যে বক্‌তেন, তা তোরা কি বুঝবি। তামাক খাবার সময় দেশলাই ধরালে গালি দিতেন। বল্‌তেন—রান্না হচ্ছে, আগুন নিয়ে আয়, আলস্য করিস্ কেন? কুড়েমিতে কি ধর্ম্ম হয়? কুড়ের কোনও কালে ধর্ম্ম হয় না। স্বামিজী বেশ বল্‌তেন—কর্ম্মে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে ঝুড়িয়ে পুড়িয়ে। কেবল লম্বা লম্বা কথা, কাজের সময় নেই, আবার ধর্ম্ম লাভ কর্‌তে এসেছে? ধর্ম্ম লাভ কি এত সোজা রে?

১০। বড়লোক হলেই যদি ধর্ম্ম হোত, তা হ'লে কলকেতার অনেক বড়লোক ছিল, আগে তাদের হোত। আমাদের ঠাকুর বড় গরীব

ছিলেন। একদিন ঠাকুরের ভারী খিদে পেয়েছে। ঠাকুর রামলাল দাদার মাকে বল্‌লেন—রামলালের মা, দেখ ত ঘরে কি আছে? আমার ভারী খিদে পেয়েছে। রামলাল দাদার মা বল্লেন—ঠাকুরপো, ঘরে কিছুই ত নেই, তবে পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ আছে। ঠাকুর খুব খুসী হয়ে তাই খেলেন। তোমাদের কোন মুরোদ নেই, কেবল ফাঁকা কথা, যাকে ভগবান্ ব'লে লোকে পূজা কচ্ছে, তিনিই পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ খেলেন।

১১। গিরিশ ঘোষ বলেছিল যে, বুড়ো বয়সে ঠাকুর আমাকে কৃপা কল্লেন। যদি জোয়ান বয়সে কৃপা কর্‌তেন, তা হ'লে সন্ন্যাস কি জিনিব একবার দেখিয়ে দিতুম।

১২। উদ্বোধনে ধর্ম্মকথা শুনতে পাচ্ছি। ভগবদ্‌কৃপায় তোমার শরীর সুস্থ থাকুক, এই একান্ত প্রার্থনা। যত দিন যাচ্ছে, ততই তাঁর কৃপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তোমাদের মহিমা বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তুমি মাতা-ঠাকুরাণীর সেবা কচ্ছো, বড়ই ভাগ্যের কথা। তিনিই করাচ্ছেন, তা ঠিক্। তবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেছেন, "যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিই"—এই তাঁর দয়া। তোমার শরীর ধন্য। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার ও শশী মহারাজের বিষয় আমাকে বলেছিলেন। শশী, শরতের বাপ-মা-ভাই আছে, কোন অভাব নেই, ভগবান্ পাবার জন্য ব্যস্ত। আরও তোমাদের বিষয় আমাকে অনেক বলেছিলেন। সে সব সাক্ষাৎ বল্‌ব। তুমি আমার ইহকালের ভাই, পরকালের ভাই, এই কথাটি ভুলো না।

১৩। আপনারা মঠে তাঁর (ঠাকুরের) উৎসবে গিয়েছিলেন শুনে বড়ই খুসী হলেম। এ উৎসব রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র দ্বারা তিনি থাকতেই

করিয়েছিলেন। সব ভক্তেরা রবিবার গিয়েছিলেন। তিনি অবতারের বিষয়, তিথি, জন্মবৃত্তান্ত বল্‌তে লাগ্‌লেন। ভক্তেরা সকলে জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনার জন্মতিথি কবে? ঠাকুর ধম্‌কে দিলেন; তা শুনে কি হবে? তার পর তিনি বল্‌লেন, ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। উনি বল্‌তেন, রাম আমার আব্দারে ছেলে। তার পর ঠাকুর বল্‌তে লাগ্‌লেন,—যার জন্মতিথির দিন, তাঁকে সেই দিন ভাল কাপড়, ভাল জিনিষ খাওয়াতে হয়, পুকুরে লেঠা মাছ ছেড়ে দিতে হয়। ঐ দিনে মাছ, মাংস খেতে নাই। রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র বল্‌লেন যে, আমারাও উৎসব করব। তখন দেড় শত দু শত লোক হ'ত। ভাল কীর্ত্তন, গান-বাজনা, পদাবলী হ'ত। স্বামিজী গানবৈঠকী কর্‌তেন। যা জিনিষ বাঁচিত, গরীবদের দেওয়া হ'ত। তাঁর উৎসবে আনন্দ হবারই কথা। আমি আজ আপনাকে জানালেম। যত্ন ক'রে রেখে দিবেন। তামসিকতা যায়— তাঁর নাম, ধ্যান গুণগানে। ঐ সব কর্‌তে কর্‌তে আপনি যায়।

১৪। বিদ্যার দ্বারা পরমাত্মার কাছে যাওয়া যায়। কালী, দুর্গা, সীতা প্রভৃতি বিদ্যা এঁরা শিবের কাছে পৌঁছায়ে দিয়ে থাকেন। এঁদের ভিতর কোন হিংসা, দ্বেষ, রাগ নাই। এঁদের সর্ব্বদাই সাহায্যের ইচ্ছা, সকলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঠাকুর বল্‌তেন, রাধার একটু হিংসা ছিল। তিনি একাই কৃষ্ণকে পাবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সীতার সে ভাব ছিল না, তিনি রামের কাছে সকলকে পাঠিয়ে দিতেন।

১৫। হৃষীকেশ খুব তপস্যার স্থান। সাধুরা সর্ব্বক্ষণই ধ্যান, জপ করে। আহারের চেষ্টায় পাছে সময় নষ্ট হয়, সে কারণ তৈয়ারী অন্ন পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত আছে, এ খুবই ভাল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যে সিদ্ধিলাভ

করেছেন, ওটা দৈবাৎ। সাধুরা বলেন, তা না হ'লে এ দিক (বাঙ্গালা দেশ) তপস্যার স্থান নয়।

১৬। ঠাকুর বল্‌তেন, তোতাপুরী সমস্ত রাত ধ্যান কর্‌তেন। দিনে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাক্‌তেন। লোকে ভাবত, ঘুমিয়ে আছে; বাস্তবিক কিন্তু ধ্যান কর্‌তেন।

১৭। গুরু, ইষ্ট এক। তোদের সংশয় বলেই না বিড়বিড় করি, আমার শরীর খারাপ না হ'লে কাউকে দরকার ছিল না। কি করি, শরীর নিয়েই না যত ঝঞ্ঝাট। বিবেকানন্দ থাক্‌লে কি আমাদের কিছু ভাবতে হতো? ঠাকুর বল্‌তেন, আমি সন্ন্যাসীর রাজা।

১৮। দুর্গাচরণ ডাক্তার রাত্রি দশটার সময় এসে হৃদে হৃদে ক'রে ডাক্‌ছে। ঠাকুর তখনই হৃদেকে বলতেন, ওরে দোর খুলে দে। হৃদে তখনই দোর খুলে দিত। ডাক্তারবাবু ঠাকুরকে আপাদমস্তক দেখে একটি কথাও না ব'লে চ'লে যেতেন আর হৃদেকে ব'লে যেতেন, ওখানে যেও। অর্থাৎ কিছু দিবে। ডাক্তারই জানেন, তিনি ঠাকুরকে কি চোখে দেখেছিলেন।

১৯। আমরা তাঁর সন্তান, কেহ যদি আমাদের পাগল বলে, তবু তো একবার ঠাকুরের নাম নেবে। বল্‌বে ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছেলেটা পাগল হয়েছে। ঠাকুরের নাম নিলেই আমাদের আনন্দ।

২০। তোমাদের আপন বলেই না এত গালি দিয়া থাকি। যদি তোমরা না বুঝ, ভোগ। আমি প্রত্যক্ষ দেখছি, তিনি আছেন। আমি কি মিছে বল্‌ছি? তিনি আমাদের ধ'রে রেখেছেন। ঠাকুরের উপদেশমত চল্‌তে হয়, তা না হ'লে কি বুঝবে? (আত্ম-চরিত)

২১। ঠাকুরকে কি ভগবান্ ব'লে মনে হতো, তা হ'লে কি তাঁর সেবা করা যায়? না তাঁর ধারে থাকা যায়? বাপ ব'লে মনে হতো, কোন্

চিন্তাই নাই, নিস্পরোয়া (নির্ভর) মাঝে মাঝে কলকাতা যেতুম। মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌তো। আবার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের কাছে এসে পড়তুম। (আত্ম-চরিত)

২২। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে অবতার ব'লে সমস্ত বাঙলার ও উড়িষ্যার সর্ব্বসাধারণ লোকেরা মান্‌লে দেখ। তাদের কেমন উন্নতি। আর যাঁরা বিশ্বাস কল্লেন না, তাঁদের কি দুর্দ্দশা। পরমহংসদেবকে মানুক আর না মানুক তাতে আমার কি? যে বিশ্বাস কর্‌বে, তারই সদ্‌বুদ্ধি হবে।

২৩। মুক্তি ত তাঁর (ঠাকুরের) হাতে। বাসনা—যেন জন্মে জন্মে বিবেকানন্দের মত গুরু-ভাই পাই। আগে বুঝতে পারে নি, আমাকে এত করেছে, তবু তাকে সময় সময় গালি দিয়েছি; কিন্তু কিছু মনে করে নি। এখন সে সব মনে হ'লে কি দুঃখ হয়—তা আর কা'কে বল্‌বো? আমি তাকে পূজো করি বৈ কি? দেখ, আমার শরীর বেশ ছিল, বেশ স্ফূর্ত্তি ছিল, কারও তোয়াক্কা রাখতুম না। দিনের বেলায় গঙ্গার ধারে প'ড়ে থাকতুম, আর রাত্রে "বসুমতী" প্রেসে।

তাঁর (ঠাকুরের) নীচেই বিবেকানন্দের ভালবাসা। বিবেকানন্দ ভাই চ'লে গেল, হঠাৎ শরীর ভেঙ্গে গেল, আর কোন কারণ নেই। এ কথা এত দিন বলি নি। আজ তোমাদের বল্‌ছি। তাই মনে হয়—এ শরীর আর সার্‌বে না।

আজকাল ত খুব নাম প'ড়ে গেছে; বিবেকানন্দ ভাই থাক্‌লে কত স্ফূর্ত্তি হতো—আমি বলেছিলাম, মঠ-ফট ক'রে কি হবে? বিবেকানন্দ ভাই বলেছিল—মঠ তোর আমার জন্য নয়; এই সব ছেলেদের জন্য। যদি পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, তবুও কল্যাণ। মঠে ডাল-ভাতের

কোন অভাব হবে না—তাঁর কৃপায়। এখন দেখতে পাচ্ছি, সে যা বলেছে, তা সব ঠিক।

আমেরিকা হ'তে আসার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই খেতিস্ কোথা? তুই ত বিগড়ে থাকতিস্। আমি বল্লুম, বসুমতীর উপেন মুখুয্যে আমাকে খেতে দেয়। স্বামিজী উপেন বাবুকে খুব আশীর্ব্বাদ কল্লেন।

মঠে একবার হুকুম হলো, ভোর চারটায় উঠে সবাইকে ধ্যান করতে হবে। ঘণ্টা নেড়ে সকলের ঘুম ভাঙ্গান হোত। আমি একদিন সকালে উঠে গামছা কাপড় কাঁধে ফেলে চ'লে যাচ্ছি দেখে, স্বামিজী বল্লে—কোথায় যাচ্ছিস্? আমি বল্লুম, তুমি বিলেত থেকে এসেছ, কত নূতন নূতন আইন চালাবে, আমি ও সব মান্‌তে পারবো না। মন কি ঘড়ি ধরা যে, ঘণ্টা বাজলো, আর মন ব'সে গেল; আমার এমন হয় নি। তোমার যদি হয়ে থাকে ভালই। তাঁর কৃপায় কলকেতায় আমার দুটো অন্নের সংস্থান হবে। তখন স্বামিজী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন—তোকে যেতে হবে না। তোদের জন্য ও সব নিয়ম নয়। এরা সব নূতন—এদের যাতে একটা ভাব স্থায়ী হয়, তারই জন্য। তখন বল্লুম, তাই বল। (আত্ম-চরিত)

২৪। ধ্যান, জপ ক'রে উঠেই ওকে মারছে, গালি দিচ্ছে, এ আবার কি রকম? স্বামিজী ঠাকুরের কোন সন্তানকে বলেছিলেন, তোর ধ্যান না করা ছিল ভাল। তার রাগ ছিল বেশী, কিন্তু গুরু-ভাইদের উপর অগাধ ভালবাসা ছিল। আমাদের মধ্যে কাহাকেও যদি বাহিরের লোক এসে কিছু বল্‌তো, তবে সে শুনতে পেলে আর রক্ষা ছিল না। কোন লোকের কিছু বল্‌বার জো ছিল না।

২৫। স্বামিজী শশী মহারাজকে বলেছিলেন, "শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস্?" শশী মহারাজ বলেছিলেন, হাঁ, তোমাকে খুব ভালবাসি। স্বামিজী বল্লেন, "যা বল্‌বো, তাই কর্‌বি? তবে যা, চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানার মোড় থেকে পাঁউরুটি নিয়ে আয়, আর বিকালে ৫টার সময় নিয়ে আস্‌বি, যখন সব আফিসের ছুটী হবে, রাস্তায় খুব লোক চল্‌বে।" বিকালে ৫টার সময় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) পাঁউরুটি নিয়ে এল। আলমবাজারের মঠে শশী মহারাজের যখন ঠাকুর পূজোয় মন ব'সে গেছে, হঠাৎ স্বামিজী বল্লেন, তোকে মান্দ্রাজ যেতে হবে। অমনি চ'লে গেল। কোন কথা নেই, ওজর আপত্তি কিছুই কর্‌লে না। সাধু হয়ে শশী কাশী পর্য্যন্ত দেখবার অপেক্ষা করলে না, গুরু-ভাইএর উপর অগাধ ভালবাসা। (শশী মহারাজ)

২৬। কারুর খুব রাগ হ'লে ঠাকুর বল্‌তেন, ওকে ছুঁস নি, চণ্ডালে স্পর্শ করেছে। চণ্ডাল ছুঁলে যেমন অস্পৃশ্য হয়, ক্রোধের বশীভূত হ'লে মানুষ সেরূপ হয়।

২৭। যখন ভাল লাগ্‌ত না, এদিক্ ওদিক্ যেতে ইচ্ছা কর্‌তো, ঠাকুর দেখেই বুঝতে পার্‌তেন। ওরে দক্ষিণেশ্বরের এমন প্রসাদী অন্ন ছেড়ে কোথা যাবি? মন উচাটন করিস্ নি, বাইরে গেলে খাওয়ার কত কষ্ট জানিস্ ত? তবে মাঝে মাঝে বল্‌তেন, কলকেতা ঘূরে আয়। কল্‌কাতায় গিয়ে দু'চারদিন পরেই আবার চ'লে আস্‌তুম। কলকেতাও ভাল লাগ্‌ত না, ঠাকুরের কাছে থাকার মত অত স্বাধীনতা কোথা পাবো? একে বলে গুরুর দয়া। আমার মনে কখনও সংশয় হতো না, যে এঁর হুকুম কেন শুনি? এও গুরুর দয়া বৈ কি? (আত্ম-চরিত)

২৮। ভাস্করানন্দ স্বামী বলেছিলেন, কোথাও ঘূরো না, ঘূর্‌লে কিছু

পাবে না। আমি যোগেন প্রভৃতি তাঁর বাগানে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম। আমাদের অল্পবয়স দেখে ভাস্করানন্দ খুব খুসী হয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন ও যত্ন করেছিলেন। বল্‌লেন, "ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমাদের দয়া কর্‌বেন। এক জায়গায় ব'সে তাঁকে ডাক। আমার দুঃখের কথা শোন। আমি হেঁটে হেঁটে চারধাম করেছি। (কেদার-বদরী, জগন্নাথ, দ্বারকানাথ, রামেশ্বর) তখন রেল ছিল না; কি কষ্ট বুঝতেই পাচ্ছো। এত ঘুরেও আমার কিছুই হয় নাই। যে দুঃখ, সেই দুঃখই রয়ে গেছে। তখন এই বাগানে এসে প্রতিজ্ঞা কল্লুম, 'হয় ভগবান লাভ হবে, না হয় শরীর যাবে।' যা হোক্, এখন আমার কিছু আনন্দ লাভ হয়েছে।" তিনি হাতে ছড়ি নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগলেন। তখন তাঁর মূর্ত্তির পূজা হচ্ছিল। খুব খুসী। আমাদের বল্লেন, "উহা কেয়া হোতা হ্যায়?" আমি বল্লাম, আপ নারায়ণ হ্যায়, আপকো পূজা হোতা হ্যায়। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেয়াবাৎ!" যেন বালকের ভাব।

২৯। ঠাকুরের খাবার তৈরী। ঠাকুর হঠাৎ বাহিরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কোন লোকের বাড়ীতে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এলেন। হৃদে এদিকে তাঁকে না দেখে ডাকাডাকি কচ্ছে। উনি এসে বল্লেন, ওদের বাড়ীতে খেয়ে এলাম। হৃদে দুঃখ ক'রে বল্লে—কি দুর্ভাগ্য আমার! এমন চব্যচোষ্য প্রসাদ তৈরী। কোথা খেতে গেলে মামা? ঠাকুর বল্লেন, যখন পরমহংস অবস্থা হয়, তখন এমনি হয়ে থাকে, কোথায় খাবো তাঁর কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তিনি মাধুকরী অন্ন বড় ভালবাসিতেন, পবিত্র ও সাধনভজনের সহায় বল্‌তেন।

৩০। ঠাকুর যখন ৺মথুর বাবুর সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, মথুর বাবু তখন অনেক টাকা খরচ করে গরীবদের খাইয়েছিলেন। ঠাকুর

মথুর বাবুকে এত টাকা খরচ কর্‌তে দেখে বলেছিলেন—যদি তোমার শাশুড়ী (রাসমণি) কিছু বলে ? মথুর বাবু বলেছিলেন, বেটীর কিছু বলবার মুরোদ নেই ; বিষয় বাড়িয়ে দিয়েছি।

মথুর ঠাকুরকে বলেছিলেন—বাবা, এমন কি কর্ম্ম করেছি যে, আর জন্ম হবে না, তাই যতটুকু পারা যায়, সৎকাজ করা যাক্। ঠাকুর বলেছিলেন, শালা বড় চতুর, সেয়ানা।

মথুর বাবুকে তাঁর কুলগুরু বলেছিলেন যে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার ইষ্ট সাথে সাথে থাক্‌বে, এক সঙ্গে খাবে ইত্যাদি। তার পর ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়ায় সব মিলে গেল। আগের কুলগুরুরা সব কেমন ছিল। বলার উদ্দেশ্য,—যে কর্ম্ম করবে, তারই হবে ; সে গৃহস্থই হউক আর সাধুই হউক। গৃহস্থদের সংসারের জ্বালা এবং মায়া সব ভুলিয়ে দেয়—এই দোষ। (মথুর-বাবু)

শ্রীশ্রীমা।

১। মা কখন কখন ৺বলরাম বাবুর বাটী আস্‌তেন। আমি বাহিরের ঘরে থাকতুম ; আমাকে এসে কেউ কেউ বল্‌তো, মশায়,মা উপরে এসেছেন। আমি বল্‌তুম, তা কি হবে ? আমার মনের ভাব না বুঝতে পেরে অনেকেই চটে যেত। উদ্বোধনেও যেতাম না ব'লে জিজ্ঞাসা কর্‌তো, কেন যান না ? মঠে থাকতুম না ব'লে অনেকে জিজ্ঞাসা কর্‌তো, কেন থাকি না ? আমি বল্‌তুম—আমার ঠাকুর কি কেবল ওখানেই আছেন, এখানে নাই ? আমি যেখান থেকে ডাক্‌বো, তিনি সেইখানেই প্রকাশ হবেন ; এটুকু আমার বিশ্বাস।

২। মঠ হবার পরই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদধূলি আনিয়া স্থাপন করেন। তাহা আজও বেলুড় মঠে পূজা হয়। আর মঠ যত দিন থাক্‌বে, তত দিনই তাঁর পূজো হবে। মা ঠাকুরাণী যে কি, তাহা একমাত্র স্বামিজী বুঝেছিলেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তাহা আর কেহ বুঝে না। আর কা'কেই বা বলি। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে অনেক তপস্থার দরকার। তোরা কেবল মুখে মুখে মা ঠাকুরুণকে মানি বলিস্! তাঁকে কি মানিস্? তাঁকে মানিতে হইলে তপস্থা কর্‌তে হয়, তবে তাঁর দয়া হয়। সেই দয়ায় তাঁকে বুঝা যায়। তখন তাঁকে মানি বল্‌লে সার্থক। তাঁকে মানা কি মুখের কথা?

৩। তোমরা ত রাজ-হালে আছ, মা কত কষ্টে না দিন কাটিয়েছেন। সামান্ত একটু স্থানে কত দিন কাটালেন, কেউ জান্‌তে পার্‌ত না। কখন্ গঙ্গাস্নান ক'রে থেতেন, কেউ টেরও পেতেন না। মাকে আদর্শ কর, আমার কাছে এলে কি হবে? সাক্ষাৎ মা রয়েছেন। আমি তাঁকে জান্‌বার জন্ত এখানে ব'সে আছি। বহুভাগ্য যে মার উপদেশ পেয়েছ। মার মত বৈরাগ্য কোথায়? দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না। শেষে টের পাবে। এখন ধ্যান জপ না কর্‌লে শেষে বুড়োবয়সে মালা ঠক্ ঠক্ কর্‌লে কি হবে? কেবল বক্ বক্ ক'রে বেড়ালে কি ধর্ম্ম হয়? এক স্থানে ব'সে ধ্যান জপ কর। কর্ম্মই প্রধান।

৪। মাকে আর বল্‌বো কি? মা সব জান্‌ছেন। আমার **দক্ষিণেশ্বরের সেই মা!** মার দয়ার কি তুলনা আছে? মা কি তোদের কাছ থেকে কিছু আশা করেন? কোন আশা নেই, কেবল এইটুক তাঁর অহেতুকী দয়া—যদি সকাল-সন্ধ্যায় একটু নাম করে এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, সংসারের জ্বালা হ'তে রক্ষা পায়—তাই স্থান দেন।

এই ছেলেটাকে দেখ্ছো, কথা বলতে জানে না, কোথা বাড়ী, তার ঠিক নেই—একেও কৃপা কল্লেন।

বেইমান হস্ নি ; তোরা ক্ষুদ্র জীব ; মার উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই নেই ; কেবল মুখে মা, মা করিস্! অমন মাতৃভক্তি আমি চাই না। তোদের মত মাতৃভক্তি আমার নাই।

তুমি আমার কাছে এত দিন আছ,আমি এত লোককে চিঠি লিখি—তুমিও জিজ্ঞাসা কর্তে পার, মাকে কেন লিখি না? কেন লিখি না জান? মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জান্ছেন। তাঁকে লোক-দেখান চিঠি লিখে কি হবে? যিনি আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন, তাঁকে চিঠি দেওয়ার কি দরকার? যারা বুঝে না, তাদের চিঠি দিতে হয়। যদি বেই-মানি করি, তবে ভুগ্তে হবে। দেখ মার কত দয়া, যদি কেউ মার কাছে বলে, "মা, আমি ডাক্তার হব, উকিল হব।" মা বলেন—তা বেশ ত, তাই হয়ো। কেউ বিয়ে কর্ব বল্লেও মা প্রায় সম্মতি দিতেন। মা জানেন, ওর ভিতর-ভিতর ইচ্ছা আছে ; বারণ কল্লে কি হবে?

আমি মার কথা যেখানে-সেখানে বলি না, ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা ব'লে থাকি। সকলে বুঝবে না, উল্টো বুঝবে, তাই। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়ীতে, যখন মা সেখানে থাকৃতেন, সেখানে যোগীন মহারাজ এক দিন ছিলেন না, সেই দিন আমাকে বাজার কর্তে বলায় আমি বলেছিলাম, আমার দ্বারা ও সব হবে না ; তোমাদের হাঙ্গামা পোয়াতে পারবো না ; যাই, যোগীনকে ডেকে দিই গে। মা বল্লেন, যেয়ে কাজ নেই, থাক্। এ রকম কত উৎপাত কর্তুম, মা কিন্তু কখনও বিরক্ত হতেন না। মার কি অতুল সহ্যগুণ, তার তুলনা নেই। লোকে এত বিরক্ত করে, কিন্তু মা কখনও বিরক্তি দেখান না।

৮। আমি যদি মার কাছে না গেলাম, আমায় মা কি পর হ'য়ে যাবেন? মাকে কি মনে করি জিজ্ঞাসা কচ্ছো? তিনি মা লক্ষ্মী, আবার কখনও তিনি সীতা।

ধ্যান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম।

১। পূজোতে মনটা ব'সে গেলেই খুব হ'ল। পূজা—তাঁর জিনিষ তাঁকে দেওয়া। যে ভগবানকে ভোগ না দিয়ে খায়, সে চোর। শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পূজা কর্‌লেই সেখানে ঠাকুর থাকেন, তা না হ'লে তিনি পালিয়ে যান। পূজা, ধ্যান, জপ কর্‌লে হিংসা চলে যায়। সাধুরা ইচ্ছা করেন, শরীরটা ভাল থাকুক বেশ—ধ্যান-জপ করি। কিন্তু ধ্যান-জপ করা অতি শক্ত কাজ, একটা হুকুম মানবার ক্ষমতা নেই, ধ্যান-জপ কর্‌বে কি? ধ্যান-জপ কর্‌লে নিজের দোষটা বুঝতে পারা যায় এবং পরের জন্য প্রাণ কাঁদে। যারা ধ্যান-জপ কর্‌বে, তারা রাত্রে কম খাবে। রাত্রই ধ্যান-জপের প্রশস্ত সময়। কারণ, তখন চারিদিক্ নিস্তব্ধ থাকে। বেশী খেলে হাঁসফাঁস করে মন ধ্যান-জপে ভাল বসে না।

২। ভগবানকে যে ভালবাসে, সেই ধন্য। মানুষ আজ ভালবাসবে, হয় ত কাল আবার ঘৃণা কর্‌বে। কারণ, মানুষের ভালবাসায় স্বার্থ আছে, কিন্তু ভগবানের ভালবাসায় স্বার্থের গন্ধ মাত্র নেই। মানুষের নিরানব্বইটা উপকার কর, কিন্তু একটা অপকার কল্লেই মানুষ ঘৃণা কর্‌বে। আর ঈশ্বরের নিকট নিরানব্বইটা অপরাধ ক'রে আর একটি-বার ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কল্লেই তিনি আশ্রয় দেবেন।

পূজো কি জানিস্? তাঁকে কি দিব, সবই তো তাঁর। ভাল ভাল জিনিষ যা দিবি, তাঁর ছাড়া তো আর কারুর নয়। তবে ঠাকুর বল্‌তেন, যেমন এক জন বড়লোক তাঁর নিজের বাগানে গেছেন। বৈঠকখানায় বসে আছেন, মালী-টালি সব বাগানের কাযে ব্যস্ত আছে, এমন সময় দরোয়ান এসে বল্‌লে, বাবু আপনার জন্য কাল থেকে একটি গাছপাকা পেঁপে তুলে রেখে দিয়েছি, আপনি নেন। বাবু জানে বাগান তাঁর, গাছ তাঁর, পেঁপেও তাঁর, কিন্তু দরোয়ান যে শ্রদ্ধা ক'রে পেঁপে রেখেছিল, বাবু কি দরোয়ানের সেই শ্রদ্ধা দেখবেন না; পূজা করাও যে সেই রকম।

৩। তিনি (ঠাকুর) বলেছেন, কিছু খেয়ে-দেয়ে পূজা কর্‌লে কোন দোষ নেই। তা না হ'লে পেট চুঁই-চুঁই কর্‌বে, পূজো কেমন ক'রে কর্‌বে? কেবল খাবার দিকে মন থাকবে। কিছু খেয়ে তার পর পূজোয় বস্‌লে মনটা স্থির হয়, আর খাই-খাই ভাব থাকে না।

৪। বাহিরে ভক্তি, ভিতরে কপটতা, এ ভারী খারাপ। ওখান থেকে ভগবান্ অনেক দূরে। এরা একটা-না-একটা স্বার্থ নিয়ে ভক্তি করে, তাই এদের কিছু উন্নতি হয় না। এ জন্য তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, মন মুখ এক করে ভক্তি কর্‌তে হয়। লোক-দেখান ভক্তিতে কিছু ফল হয় না। ও সব পাটোয়ারী বুদ্ধি, ওখান থেকে ভগবান্ অনেক দূরে। লোক-দেখান ভক্তি বেশী দিন থাকে না; সময়মত স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তাই যা কর্‌বে, তা ঠিক ঠিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্‌বে। যে অমনি করে, সেই ঠিক ঠিক ভক্ত।

৫। এখন আমার সেবা কর্‌তে কষ্ট হচ্ছে, শেষে একটা কথার জন্য

তোরা কাঁদবি। শরীর চ'লে গেলে ছবিতে ফুল দিলে আর কি হবে? শরীর থাকতে থাকতে সেবা করলে তার কল্যাণ হবে।

একদিন ঠাকুর প্রাতে শৌচে যাচ্ছিলেন, পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে। দেখলেন, পঞ্চবটীর তলায় বসে কেদার ধ্যান কচ্ছে। ঠাকুর যেতে যেতে আপনার মনে মনে গুণ গুণ করে বলতে লাগলেন, "কেদার যার ধ্যান কচ্ছো, সে এক গাড়ু জলও পায় না!" (ঠাকুর)

৬। সংসারই বল আর ধর্ম্মই বল, শ্রদ্ধা ও প্রীতি না হ'লে কিছুই হয় না। উপরোধে কি কোন কায হয়? প্রীতি থাকলে আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না, ক্রমশঃ ভগবানে মন বসে যায়। প্রীতিই হলো প্রধান।

৭। আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছে, এ জগতে আর কেউ নেই। তা হ'লে চিত্ত শুদ্ধ হবে। একেই বলে ধ্যান।

৮। তিনি (ঠাকুর) বলতেন, বিয়ে ক'রে কি পাপ করেছিস্—ভয় কি রে? আমি আছি, আমার দয়া থাকলে কোন ভয় নেই। তবে বিয়ে করে মুগ্ধ হওয়া খারাপ।

ত্যাগ ও বৈরাগ্য।

১। যে ধর্ম্মে যত ত্যাগী জন্মায়, সেই ধর্ম্ম তত শ্রেষ্ঠ।

২। ঈশ্বর লাভ করতে হলে ঠিক ঠিক ত্যাগ চাই, ভগবান্ ত্যাগীকে খুব ভালবাসেন। ত্যাগের ভাব না এলে ভগবান্ লাভ হয় না। ত্যাগ বলতে গেলে—ধন, মান এ সব ত ত্যাগ করতে হবেই, এমন কি দেহটাও —যা এত আদরের সামগ্রী, সে দেহটাকেও সময় সময় ভুলে যেতে হবে। ভোগের ইচ্ছা একটু থাকলে ত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না। বাসনাপূর্ণ

মন কখনও কি ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত ধারণা কর্‌তে পারে? যে মান চায়, তার কাছে ভগবান বহু দূরে।

৩। অভাব থাক্‌লে মানুষ ঠিক ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারে না। কিন্তু মানুষের অভাবের সীমা নেই। অভাববোধ এমনি জিনিষ, যত মনে কর্‌বে, আমার অভাব আছে, ততই দেখ্‌বে—অভাব বাড়ছে! সেই জন্য যারা ভগবান্‌কে পেতে চায়, তাদের নিবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত।

৪। ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হ'তে গেলে অনেক হাজার জন্মের সাধনার দরকার। তারা কত জন্ম রাজত্ব করেছে, রাজ্যসুখ ভোগ করেছে, তবে বিতৃষ্ণা এসেছে—তার পর না সন্ন্যাসী হয়েছে?

৫। সামান্য সুখভোগ, মান, যশ, টাকা-কড়ির জন্য লোক পাগল হয়, ঐ সকল লাভ কর্‌বার জন্য কত কুমতলবই না করে। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে, তিনি কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য রাজত্ব পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলেন। আবার তপস্যা কর্‌তে কর্‌তে যখন সিদ্ধাই আস্‌তে লাগ্‌ল, তখন তিনি বল্লেন, "তপস্যা না করেই রাজত্ব পেয়েছিলাম, এখন কি আবার তপস্যা করে ঐ সকল ভোগ কর্‌তে হবে?" এই ব'লে তিনি সিদ্ধাই-টিদ্ধাই তাড়িয়ে দিলেন।

বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হ'তে পার্‌লে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ভগবান্ লাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে হয়। মুক্তি ক'টা লোকের হয়? রামপ্রসাদ বলেছেন,"ঘুড়ী লক্ষের দু'টো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" অর্থাৎ ভগবান নিজেই মুক্ত ক'রে দেন, আবার নিজেই মুক্ত পুরুষকে আদর করেন এবং বাহবা দেন। (বুদ্ধদেব)

৬। ভগবান্ বলেছেন, বিষয়-বাসনা ছাড়্‌লে আমাকে পাবে—বিষয় পেতে হ'লে আমাকে পাবে না, দুই-ই এক সঙ্গে পাবে না।

৭। কোন বিষয় জোর ক'রে ত্যাগ হয় না।

৮। ত্যাগ না হলে তাঁকে বুঝবার যো নাই।

৯। যাঁরা ভগবানের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, ভগবান্ তাঁদের প্রতি বড়ই খুসী হন। তাঁদের আত্মা বড়ই সুখে থাকে। সংসারীরা তাঁকে ঘৃণা করেন, কিন্তু ভগবান্ খুব আদর করেন যে, আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছ।

১০। চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান্ বল, বিষ্ণুর অবতার বল—লেখা-পড়ায় খুব পণ্ডিত—তিনিই ভিক্ষে ক'রে খেয়েছেন, তা জীবের কা কথা। তিনি মেয়েদের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন। যে সাধু হবে, সে ঐ সব ত্যাগী-মহাপুরুষদের জীবন দেখ্‌বে। (চৈতন্যদেব)

১১। তোরা ত্যাগী, ত্যাগী বলে অহঙ্কার করিস্। কিসের তোরা ত্যাগী? তোদের কি আছে যে, তোদের ত্যাগ হবে? ত্যাগী ছিলেন, বুদ্ধদেব। তিনি রাজার ছেলে। কোনও অভাব ছিল না। তবু সত্য জান্‌বার জন্য সব ত্যাগ করেছিলেন। ত্যাগের একমাত্র আদর্শ বুদ্ধদেব। এঁকেই ত্যাগী বলে। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে সত্য সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন, সব শক্তি চেয়ে ধর্ম্মশক্তি বড়। ভগবানের জীবের প্রতি দয়া অপার। রাজত্ব সুখের জন্য লোক ব্যস্ত হয়ে আছে; যদি আমার হুকুম মানে এই কথা ভেবে—বুদ্ধদেব রাজত্ব ছেড়ে দিলেন। নিজে কষ্ট কল্লেন জীবের জন্য। (বুদ্ধদেব)

১২। সাধুর ত্যাগই শোভা, সংসারীর টাকাই শোভা। সাধু আর গৃহী কত তফাৎ, গৃহীরা মান-ইজ্জত নিয়ে পড়ে আছে, সাধু মান-ইজ্জত

ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। তাই বলি, গৃহীর সাধুর কাছে সব সময় থাকৃতে নাই, তা হ'লে উভয়ের ভাব ভঙ্গ হ'তে পারে। আপনারা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যাবেন। ত্যাগীর আশ্রয় নিলে জন্মজন্মান্তরে সাধু হোতেই হবে।

১৩। ছেলেদের কর্ম্মের কথা বলিলেই বৈরাগ্য (আলস্য!) উপস্থিত হয়। জগতের সকলেই সুখ চায়, দুঃখ কেহই চায় না।

১৪। যে ছেলে সাধু হয়, তার বাপ-মা যদি খুসী হয়, ছেলের যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হলো এই কথা বুঝতে পারে, তা হলে বড়ই সুখের বিষয়। বুঝতে পারে না, তাই এত গোলযোগ করে। ছেলে সাধু হলে বাপ-মার কত ভাগ্য। সাধু হলে সে সুখে থাকবে। আর যদি সেই ছেলেকে ধর্ম্মপথে বাধা দেয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়।

বিশ্বাস, ভক্তি, সাধন ও সিদ্ধি।

১। যদি কিছু কঠিন থাকে, তবে সেটি ধর্ম্ম। ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না। একটা কড়া কথা বল্লেই ছোট হ'য়ে যায়, সেই মন নিয়ে কি ধর্ম্ম হয়? আজকাল লোকে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করছে ও সব হুজুগে ধর্ম্ম। ঠিক ঠিক লোক ক'টা? ক'জন লোক ধর্ম্ম চায়? সকলেই হুজুগে ধর্ম্ম করে, তবে ভালর মন্দটাও ভাল এই পর্য্যন্ত। স্কুলে যেমন মাষ্টারের কথা না মান্‌লে লেখাপড়া হয় না, তেমনি যে ধর্ম্ম জানে, তার কথা না মান্‌লে ধর্ম্ম হয় না। ফাঁকি দিলে ধর্ম্ম হয় না, রামপ্রসাদ বলেছেন—

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে,
শ্যামা মাকে পাবে।

এ ছেলের হাতে মোয়া নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে ॥
সাতগেঁয়ে আর মাম্‌দোবাজি,
কেবা কারে ফাঁকি দিবে।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥

তুমি ভগবান্‌কে ফাঁকি দিবে কি! তিনি তোমার চেয়েও চালাক।

২। যে সাধন ভজন করবে, তাকে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না, সে নিজের কায নিজেই করে যাবে। যে সাধন-ভজন করে, তার মেজাজই আলাদা।

ভগবান্‌লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে যে কোন একটা জোর ক'রে ধরে থাক্‌তে হয়। ভগবান্ লাভ কর্‌তে হ'লে একনিষ্ঠ হ'তে হয়।

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি,
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।

হনুমানের মত এইরূপ একনিষ্ঠ নিষ্ঠা চাই।

৪। মনের মত পাজী জিনিষ আর নেই। কত রকম সংশয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। ভগবানের নাম কর্‌তে কর্‌তে মান-যশের আকাঙ্ক্ষা চলে যায়; চিত্ত শুদ্ধ হয়।

৫। হাজার হাজার ধর্ম্ম কথা জানার চেয়ে, বলার চেয়ে, লোককে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ভগবান্‌কে ডাকা ভাল।

৬। ধর্ম্ম কি ইন্দ্রিয় সুখ, যে হাতে হাতে ফল লাভ হবে? ধর্ম্মলাভ সময়সাপেক্ষ; সৎপথে থেকে, ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হয়।

৭। ক্ষিদে হ'লে সব জিনিষ মিষ্টি লাগে—তখন যা জুট্‌ল, সব ভরপেট খেলে; ক্ষুধাই হ'ল প্রধান। তেম্নি, যার ভগবানের উপর অনুরাগ হয়েছে, সে অত মত-পথ বিচার করে না। সে যে কোন পথ অবলম্বন করে তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়। ভগবানে অনুরাগ, বিশ্বাসই হল তাঁকে লাভ করবার প্রধান উপায়।

৮। ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্তবস্তুতি কর্‌তেন, তাই তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন, আমি "ভগবান্।" কিন্তু ব্রজবালকগণ তাঁর সঙ্গে কত খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ কর্‌লে, তবুও তাঁকে জান্‌তে পার্‌লে না। তাঁকে জান্‌তে হ'লে সাধন-ভজন, স্তব-স্তুতি কর্‌তে হয়। এইরূপে লেগে প'ড়ে থাক্‌লে তিনি দেখা দেন, সব বুঝিয়ে দেন। যতই ঘোর ফের না কেন, দেখবে, কোথাও কিছুই নেই, কেবল কর্ম্মভোগ। এক জায়গায় ব'সে মন স্থির ক'রে ডাক্‌লেই হ'য়ে যাবে।

৯। গুরুবাক্যে সংশয় কর্‌লে কখনও ধর্ম্ম হয় না। এক জনের উপর নির্ভর করা কি কম কথা? সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে হবে—তবেই মঙ্গল।

১০। চরিত্রহীন হ'লে কি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা যায়? ভগবান্ বল্‌ছেন, হে জীব, সৎ হও, পবিত্র হও, চরিত্রবান্ হও, তবে তুমি আমাকে বুঝতে পার্‌বে। চরিত্রহীন হ'লে শাস্ত্রপুরাণাদির কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না। সেই জন্য লোকে ও সব গল্পগুজব মনে করে। সাধন-ভজন-তপস্যাদি কর্‌লে ঐ সকলই আবার সত্য ব'লে মনে হবে।

১১। যে ঠিক ঠিক সাধু হ'বে তা'র কোন স্বার্থ থাক্‌বে না।

ভগবানের প্রতি কি ক'রে ভক্তিশ্রদ্ধা হবে, এইটুকুমাত্র স্বার্থ তার মধ্যে থাকে। সংসারের ঝঞ্ঝাট তার ভাল লাগে না। শান্তি পাওয়ার জন্যই সাধু হয়।

১২। যার ধর্ম্মভয় আছে, ভগবানকে ভয় করে, সে ত সৎলোক. ক'টা লোক এরূপ হয়?

১৩। বরাবর গুরুর উপর, সাধুর উপর, ঠাকুরের উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকা কঠিন। যার থাকে, সেই ভাগ্যবান পুরুষ। তা'র উপর ভগবানের খুব দয়া বল্‌তে হবে।

১৪। ভিক্ষা ক'রে খাওয়ার উদ্দেশ্য কি? মান-অপমান, লোক-লজ্জা সব কাক-বিষ্ঠার মত ত্যাগ করতে হবে ব'লে। ভিক্ষুকের আর ও সবের ধার ধারতে হয় না। ভিক্ষা ক'রে খেয়ে ভগবানের নাম কর, তা হ'লে তাঁর দয়া হবে।

১৫। এ জগতে সুখ নাই, সব মিথ্যা; একমাত্র ভগবান্‌ই সার; এ সব কথা কি সকলে বুঝ্‌তে পারে? ভগবানের বিশেষ দয়া না হ'লে এ সকল কথা ধরা যায় না।

১৬। 'গুরু এবং ইষ্ট এক' এই একই আবার লীলাতে বহু—ইনিই ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি, জীব ও জগৎ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অজ্ঞানবশতঃ ভেদবুদ্ধি আসে। তজ্জন্য গুরু এবং বেদান্ত-বাক্যে খুব বিশ্বাস রেখে সাধন-ভজন ও বিচার করতে হয়। গুরু এবং ইষ্টে খুব নিষ্ঠা চাই। ক্রমে ক্রমে সব অভেদ উপলব্ধি হবে। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্ব ঘটে আছেন।

১৭। শাস্ত্রে ত বড় বড় কথা আছে, তা'তে হ'বে কি? জীবনে প্রতিপন্ন করা চাই,—ইহাই সাধনা।

১৮। খালি মন্ত্র নিলে কি হ'বে? মন্ত্র নিয়ে গুরুর উপদেশ মত কায করতে হয়, তবে ত গুরুর মহিমা বুঝা যায়।

১৯। যত দিন ভগবান্ সাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন ঠকানবুদ্ধি যায় না।

২০। তিনি বল্‌তেন, খাবার সংস্থান থাক্‌লে জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনা না ক'রে দুটো খাও-দাও তাঁর নাম কর। তা'তে আত্মা সুখে থাকে।

২১। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি, এই চা'র সময়ের মধ্যে যে সময় ইচ্ছা, সে সময় নিয়মিতরূপে ধ্যান-জপ করা উচিত। তা হ'লে তাড়াতাড়ি সাধানে উন্নতি হয়ে যায়।

২২। ভগবান্ চাই-ই, এই জগতের কর্ত্তাকে যদি না পেলাম, তবে জন্ম বৃথা। প্রহ্লাদের পবিত্র অহৈতুক বৈরাগ্য। কারুর হেতুসে বৈরাগ্য হয়, তাও ভাল। যে কোন কারণে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পাল্লেই হ'লো। ভাগবত শুনে সেইমত কার্য্য করবার চেষ্টা করে ত জীবের কল্যাণ হবে।

২৩। ভগবানে দৃঢ় ভক্তি চাই। সংসারে ত সুখ-দুঃখ আছেই—ঐ দিক্ না ভুললেই সব'দিক্ মঙ্গল।

২৪। কুস্ মন্ত্রে কি হবে? একটা মন্ত্র বৈ ত নয়। সেই মন্ত্রের উপর বিশ্বাস না হ'লে ভগবান্‌কে কোন কালে দেখা যায় না, তার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হওয়া এ কি কম কথা? বাপ্‌মাকে দেখেই ভক্তি হয় না।

২৫। এঁরা সাধু, ভিক্ষের কোন ঠিক নেই, অথচ ৺তিলভাণ্ডেশ্বরের কি সেবা কচ্ছে, দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। ভোর চারটায় উঠে, এই দারুণ শীতে গঙ্গাস্নান, পূজা-পাঠ ক'রে, আবার সন্ধ্যার সময় স্নান ক'রে আরতি

আদি করে— এ কি কম কথা ? আমি ত পারি না। ঠিক ঠিক ভক্তি থাকলে এই রকমই হয়। ঠাকুর-দেবতার সেবা করা ভাগ্য বৈ কি ? যাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেন, সে মহাভাগ্যবান্, কিন্তু সকলে তা বুঝ্তে পারে না,—অনেক সময় পয়সার দিকে নজর থাকে। তখন ঠাকুর-সেবা ভুলে গিয়ে—ভক্তি-মুক্তি তুচ্ছ ক'রে কেবল হা পয়সা হা পয়সা করে। তাই ত এত দুঃখ পায়।—তিলভাণ্ডেশ্বরের সাধুদের বেশ লাগে, ঠিক ঠিক সাধু হ'লে এমনি হয়।

২৬। মন বড়ই চঞ্চল, পাজি। ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ ছুট্তে থাকে। খুব নজর রাখতে হয়, মনটা কোথায় দৌড়ুচ্ছে। এ জন্য ধ্যান-ধারণা, সাধুসঙ্গ খুব দরকার। তা হ'লে মন স্থির হয়। মন স্থির না হ'লে কোন কাজ হয় না। (সাধন-ইঙ্গিত)

২৭। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে যাচ্ছেন, তখন কুন্তী বল্লেন, হে কৃষ্ণ, আমার রাজত্ব চাই না। দুঃখ দাও। যদি দুঃখ পাই, তবে সর্ব্বদা স্মরণ হবে ও তোমায় দেখতে পাব। রাজত্ব-সুখে তোমায় ভুলিয়া রাখে। (কুন্তী)

২৮। শুধু বই পড়লে কি হয় ? ত্যাগ তপস্যা ক'রে তাঁকে লাভ কর !

২৯। গৃহস্থের কাছে সাধু খুব সাবধান হয়ে থাক্বে। এমন ভাবে থাক্বে—যাতে গৃহস্থের সাধুর উপর কখনও কোন সংশয় না হয়। সাধুর খুব সাধন-ভজন করা উচিত। তাদের এরূপ কর্তে দেখ্লে গৃহস্থের কোন না কোন দিন মনে হবে, এরা ভগবান্‌লাভের জন্য কত পরিশ্রম কচ্ছে আর আমিই বা কি কচ্ছি। সাধুদের দেখে যদি তার ক্ষণিকের জন্যও একটু হুঁস হয় (ভগবানের দিকে মন যায়), তা হ'লে তার কল্যাণ হবেই।

৩০। বাবুরই বাগানের জিনিষ। মালী তার কাছে ঐ সব জিনিষ অতি যত্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে দেয়। মালীর ওটা দাস্যভাব। সংসারের সব জিনিষই ভগবানের, আমরা যে তাঁর মালী। তুমি প্রভু, আমি দাস, এইরূপ ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস-সম্পন্ন হ'য়ে তাঁর জিনিষ তাঁকেই ভক্তি ক'রে অর্পণ করাকে দাস্য-ভক্তি বলে।

৩১। তোমরা রামায়ণ-মহাভারত পড়, যেমন লোকে ইতিহাস প'ড়ে থাকে। আর এই আট বছরের ছেলে বিমলকে দেখ, রামায়ণ পড়ছে আর হাউহাউ কাঁদ্ছে। আমায় বলে—"দেখুন মহারাজ, রামের রাজত্বে আমি ছিলাম হনুমান, না মহারাজ?" আমি দেখে আশ্চর্য্য! ও কি বুঝেছে, ওই জানে। (জনৈক বালক-ভক্ত)

৩২। রামচন্দ্র হলেন, ভগবান্। তাঁর সঙ্গে কি জীবের তুলনা হয়? জীব তাঁকে সব সমর্পণ কর্‌বে। যতটুকু দেবে, ততটুকু পাবে, এক আনা দেও, এক আনা পাবে। চার আনা দেও, চার আনা পাবে, ষোল আনা দেও, ষোল আনাই লাভ হবে।

৩৩। কার মা বলে যে, ভগবান্ লাভ কর, জগৎ মিথ্যা। সে মুক্ত মা। বাপ মা নিজেই সংসারের দুঃখ ভোগ কচ্ছে, আবার ছেলেদের দুঃখ ভোগ করায়। যে বাপ-মা ভাগ্যবান্, সে ছেলেকে স্পষ্ট বলে যে, বিয়ে কল্লেই দুঃখ। সংসারের কত জ্বালা; তুমি বুঝে কর। সেই বাপ মা মুক্তপুরুষ। সকলেই যদি এক রকম বুঝতো, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল! বোঝে না, তাই গোলযোগ হয়।

৩৪। যে পরকাল মানে না, সে আবার ধর্ম্ম কর্‌বে কি? সে ত নাস্তিক, অবিশ্বাসী হবেই। পরকাল আছে বলেই ত দান-ধ্যান করে। যে পরকাল মানে, সে তো ধার্ম্মিক।

৩৫।—কোন পর্ব্ব অথবা তাঁর (ঠাকুরের) উৎসবে ভাল ভাল জিনিষ ভোগদিতে হয়। তোরা বল্‌বি, টাকা কোথায় ? এত খরচ হচ্ছে, সে সময় জোটে, আর সৎকাজে টাকা জোটে না ! তখন তোদের সব খরচের দিকে নজর পড়ে। তোরা মুখে ঠাকুর ঠাকুর করিস, জনে জনে সব ছবি রাখছিস্, আর কেবল নকল--এই ত তোদের ভক্তি। আমার অমন ভক্তি নেই। তোদের ঠাকুর চিরকালই কাঁচের ছবির মধ্যে থাক্‌বে। শালারা সব বাহ্যিক ভক্তি দেখাচ্ছে !

৩৬। ৺বিশ্বনাথকে যা মনে কর, তাই। পাথর মনে কর, পাথর হবে, আর ভগবান্ মনে কর, তা হ'লে ভগবান্ হবে। মোট কথা, কপটতা করো না। তোদের মনে অসরল ভাব আছে ব'লে কোন ফল হয় না। ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস কল্লে নিশ্চয়ই কল্যাণ হয়।

কাম-কাঞ্চন।

১। দুনিয়ার লোক কামিনী আর কাঞ্চন নিয়েই ব্যস্ত। মানুষ কি আহাম্মক, মানহানির জন্য আদালতে নালিশ করে, কত টাকা খরচ করে, কিন্তু গরীর লোক গেলে কিছু দেয় না।

২। খাওয়া-পরার কষ্ট না হলেই হ'ল। অর্থ বেশী হলে ভগবানের স্মরণ-মননে বাধা উপস্থিত হয়। দু'চার জন এমন ভাগ্যবান্‌ও থাকেন—যাঁরা বুঝতে পারেন, অর্থই অনর্থ ঘটায়। আর অর্থ দিয়ে পরিবার বল, ভাই বল, বন্ধু বল, তাদের কিছুতেই মন যোগাতে পার্‌বে না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

৩। যেখানে মেয়েদের ব্যাপার, সেইখানেই গোলমাল ; সেই জন্য

সাধুভক্ত যারা ভগবান্ লাভ কর্‌তে চায়, তারা ঐ সব থেকে দূরে থাকবে।

৪। অর্থের দ্বারা ভগবান্ লাভ হয় না—ঘর-বাড়ী হয়, যাগযজ্ঞ হয়। ভগবান্ হলেন প্রাণের জিনিষ। জমীন, জরু, রুপেয়া এই তিনটি হল বন্ধনের কারণ। এ তিনটি না ছাড়লে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না।

৫। কামিনী-কাঞ্চন এ দুটি ভয়ানক বন্ধনের কারণ ও সংশয় আনে। পার্থিব ভালবাসার কথা ছেড়ে দাও, এ দুটি ভগবানের পথে যেতে দেয় না, যেখানে থাকে—বিবাদ করায়। যে এ দুটি ফেলে দিতে পারে, সে জীবন্মুক্ত। এ ও মায়ার খেলা।

৬। সৎকায যে করে, সে সৎলোক বৈ কি? বিশেষ টাকার মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন। যার অর্থ আছে, সে যদি গরীব-দুঃখীকে না দেয়, তা হ'লে ভগবানের কাছে দোষী। যার অর্থ নেই, তাকেই সাহায্য করা উচিত।

৭। মানুষ বিয়ে ক'রে স্ত্রী-পুত্রতে আসক্ত হয়ে যায়। ভগবান্ ত ছেলে-স্ত্রী ফেলে দিতে বল্‌ছেন না, তবে আসক্ত হওয়া খারাপ। আসক্ত হলেই কষ্ট পাবে।

৮। ত্যাগী, সাধুর কাছে দীক্ষা নিলে কি হবে? একটু সংযম নেই; বছর বছর ছেলে-মেয়ের বাপ হচ্ছে, এ দিকে বাহিরে বড় ভাল-মানুষ—যেন কিছুই জানে না। এদের কি কোন কালে ধর্ম্ম হয় রে?

৯। বেশ্যারা সব সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকে, আর যে কেউ কাছ দিয়ে যায়, তার উপর মায়া ঢেলে দিতে চেষ্টা করে। তাদের বদ্-মায়া—ইন্দ্রিয় চঞ্চল ক'রে দেয়। ওদের মোহিনীশক্তি, পুরুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আছে। ওদের কাছ থেকে দূরে থাকৃতে হয়।

১০। দুনিয়ায় টাকাই এক আত্মীয় রে! টাকার জন্য লোকে সব করতে পারে; ছেলে বাপের গলায় ছুরি লাগায়—এমনি টাকার মায়া! সব আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত—ঐ টাকার কাছে সবাই ছোট। ঐখানে গোলমাল হ'লে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটে যায়। আজকাল লোকে ভগবানের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে টাকার উপাসনা করে! দিনরাত কেবল টাকা! টাকা! ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ঐ।

১১। মহেন্দ্র মাষ্টার, রাম বাবু, দেবেন বাবু, এঁরা তাঁর হুকুমে সংসার করেছিলেন। ইটালী মহাপবিত্র স্থান। দেবেন বাবু বেশ কথা বলেছিলেন; আমাকে বলতেন—ভিরকুটবীচি পেটে গেলেই উল্টো বুদ্ধি হ'য়ে যায়। আমি প্রথম বুঝতে পারি নাই। মনে করতুম, ভিরকুটবীচি কি বলে? তার পর জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন, যত দিন খাবার না থাকে, টাকা-পয়সা না থাকে, তত দিন ভগবানে মন থাকে। আর যেই দুটো খাবার সংস্থান হয়ে গেল, অমনি আর ভগবান্‌কে মনে নাই। তাই বলতেন, ভিরকুটবীচি (অর্থাৎ চাউল)। দেবেন বাবুর কত কষ্ট ছিল, পয়সা ছিল না। তার পর পরের চাকুরী করতে হতো।

১২। দেখ, স্ত্রীলোক থেকে সাবধান। দেখেছি, অনেক বড় বড় সাধুর স্ত্রীলোকের পাল্লায় পতন হয়েছে। ওরা প্রথম নানারকম ধর্ম্মভাব দেখিয়ে শেষে সাধুর সর্ব্বনাশ করে। তোমার অল্প বয়স ও ভাল চেহারা, তাই বলছি "স্ত্রীলোক সাবধান!" (জনৈক ভক্তের প্রতি)

১৩। মানুষের রক্ত—মানুষের শরীর—একটু কাম, ক্রোধ আদি হবে বৈকি? তার মধ্যে ঘৃণা করবার কিছু নেই। ওটা শরীরের ধর্ম্ম—স্বভাবের কর্ম্ম।

১৪। গৃহস্থেরা সাধুকে এমনি বেশ ভক্তি দেখায়, এমন কি, কেঁদে

ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু টাকার কথা বল্লেই তার সব ভক্তি ছুটে যায়। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, ঐ জায়গায় ভক্তের পরীক্ষা। গৃহস্থদের ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি আছে কি না বুঝা যায়। যারা ভগবানের জন্য অকাতরে পয়সা খরচ করে, মনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ আনে না, তারাই ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের আসল ভক্তি। গৃহস্থদের পয়সার উপর মোহ। মুখে ধর্ম্ম, ভগবান্ এ রকম অনেক বড় বড় কথা বল্‌বে আর ঠাকুরের নামে হয় ত কেঁদে ভাসিয়ে দিবে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য পয়সা খরচ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়।

১৫। মেয়েদের মধ্যে ছয়টা রিপু কিল-কিল ক'রে খেল্‌ছে। জীব তাই দেখে মুগ্ধ হয়। সাবধান, একবার মায়া ফেল্‌লে আর উপায় নেই! ওরা মায়া ফেলে দেয়। এই জন্য খুব সাবধানে থাকিতে হয়।

১৬। যদি ভিতরে জ্বর থাকে, তাহা হইলে যাহা মুখে দেওয়া যায়, তাহাই তিতো লাগে। নাড়ু, সন্দেশ কিছুই ভাল লাগে না। সেই রকম লোকের ভিতরে রয়েছে কাম (বিষয়ভোগেচ্ছা), কাজেই জপ, তপ, প্রার্থনা সকলই তিতো লাগে। যখন ভিতরের জ্বর থাকে না, তখন সকলই মিষ্টি লাগে, জপ-তপে খুব মন বসে। মায়া আর বিক্ষেপ ঘটাতে পারে না।

১৭। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের মঠের শোভা। যে ত্যাগীর আশ্রয় পেয়েছে, তার বহু ভাগ্য। সাধুর আশ্রয় পেলে কি হয়? বিবেক-বৈরাগ্য মনে পরিস্ফুট হয়, মন শুদ্ধ হয়। যার নিজের দুঃখই দূর হয় নাই, সে আবার অন্যের দুঃখ কি করে দূর কর্‌বে?

১৮। হাজার জ্যোতি দেখ, ব্রহ্মচর্য্য না রাখলে কিছুই হবার যো নাই। (সাধন-ইঙ্গিত)

১৯। আজকাল ভদ্র, অভদ্র নেই। অর্থই হলো সংসারের মূলাধার। যার অর্থ আছে, সেই বড় লোক, যার অর্থ নেই, সেই গরীব।

২০। ভগবান্ চান পবিত্র জীবন। জীবন সকলেরই সমান। তবে যার পবিত্র জীবন, ভগবান্ তাকে ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলছেন—যার হৃদয় শুদ্ধ আত্মা, সেখানে আমি প্রকাশ থাকি। ভগবান্ কোথায়? লোকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়? সেখানে বজ্জাতি, অসৎবুদ্ধি থাকে, তাই আমাকে দেখতে পায় না।

২১। বিয়ে করা নয় ত দুঃখ ডেকে আনা। কোন মুরোদ নেই, ঘর-বাড়ী নেই, সামান্য চাকুরে, তাও কখন্ থাকে, কখন্ যায়, এই অবস্থা। তাতে কোন্ সাহসে লোকে বিয়ে করে? ইহাই কর্ম্মফল।

সদ্গুরু ও শিষ্য।

১। এ জগতে ঠিক ঠিক গুরুও দুর্লভ, শিষ্য মেলাও দুর্লভ। যে শিষ্য গুরুবাক্য পালন করে, তার সংসারে কেউ শত্রু থাকে না। ভগবান্ তার সঙ্গে সদা-সর্ব্বদা থাকেন। সে এক দিন না এক দিন ভগবান্‌কে বুঝতে পার্‌বে।

২। ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেন। যে শিষ্য টাকাকড়ি, মান, যশ চায়, তাদের কখনও সদ্গুরুলাভ হয় না। যারা ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে, তারা সৎলোকের নিকট জাগতিক কোন সুখের আশা না থাকলেও যায়। ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যের সংস্কার, মনের গতি পূর্ব্বের কর্ম্ম ইত্যাদি বিচার করে কথা বলেন—যাতে তার উপকার হয়। সেই জন্য যার তার কথা শুনে নাচতে নেই। এ এটা বল্‌লে, সে সেটা বল্‌লে, সকলের কথা শুনে নেচে এ ধারও হয় না, ও ধারও হয় না।

৩। সদ্‌গুরুলাভ মহাভাগ্যের কথা—ভগবানের কৃপা চাই! সদ্‌-গুরুর কৃপা পেলে সদ্গতি হয়। ত্যাগীর নিকট দীক্ষা নিতে হয়।

৪। ধর্ম্ম সকলের হয় না, কেননা, গুরুর আজ্ঞাধীন থেকে তাঁর উপদেশ পালন ক'রে জীবনযাপন কর্‌তে ক'টা লোক চায়? সকলেই স্বাধীন হ'তে চায়, অধীন হ'তে চায় না।

৫। যিনি সৎ—তিনি গুরু-ইষ্টের উপর ভক্তি বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন।

৬। গুরু শিষ্যের খুব গুণ থাক্‌লেও শিষ্যের দোষ ধরেন—বাপও ছেলের গুণ থাক্‌লে দোষ ধরেন, কেন জান?—তার দোষটি দূর কর্‌বার জন্য (অর্থাৎ তাকে নির্দ্দোষ কর্‌বার জন্য)। যাতে আরও ভাল হয়, তাই তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা। তাই দোষ দেখিয়ে দেন।

৭। অদ্বৈত-বুদ্ধি এলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। আমার গুরু বড়, তোমার গুরু ছোট ব'লে ঝগড়া-বিবাদ থাকে না। যত গোল-মাল অদ্বৈতভাব না হওয়া পর্য্যন্ত। অদ্বৈতভাব এলে দেখা যায় যে, তোমার গুরু আমার গুরু এক। ভিন্ন রূপ মাত্র।

৮। শুকদেবকে জনক বলেছিলেন, শেষে আর গুরু-শিষ্যভাব থাক্‌বে না। তাই দীক্ষা উপদেশের পূর্ব্বেই দক্ষিণা দাও।

৯। অভাব থাক্‌তে মানুষ ভগবান্‌কে ঠিক্‌-ঠিক্ ডাক্‌তে পারে না। মানুষের অভাবের সীমা নেই। মানুষ (কামনাপূর্ণ-জীব) ভগবান্‌কে ডাক্‌বে কি? যার অভাব-বোধ দূর হ'য়েছে—সে-ই ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারে।

১০। সৎকে সকলেই গ্রহণ কর্‌তে পারে। অসৎকে যে গ্রহণ করে, তারেই বলিহারি যাই।

১১। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, ডাক্তার

মহেন্দ্র সরকার—এঁরা সব পরমহংসদেবকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এঁরা কেউ মূর্খ নন, সকলেই পণ্ডিত। কিছু না কিছু একটা বুঝেছে, তবে ত মানে। গুণ না থাকলে মানবে কেন? একদিন না হয় দু'দিন জোর মানবে, কিন্তু তারপর ভক্তি-বিশ্বাস সব পালিয়ে যাবে।

১২। হয় খুব মূর্খ, নয় খুব পণ্ডিত হওয়া ভাল। মাঝামাঝি হ'লেই যত গোল বাধে। স্বামিজী বলতেন—যা পড়েছি, তা ভুলে গেলেই ভাল হয়। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা নিয়ে খুব তর্ক করতেন। আগে বুঝতে পারেন নি। শেষে বলেছিলেন, উনি যা বলতেন, সবই ঠিক।

১৩। যে ভগবানকে চাইবে, তার হৈ-চৈ বা গুলতোনি করা ভাল লাগবে না।

১৪। ঠিক ঠিক মাষ্টার (শিক্ষক) ভিতরে ভালবাসবে, বাহিরে একটু কড়া দেখাবে।

১৫। প্রশংসা করলে তোদের বুক পাঁচ হাত বেড়ে যায়, আর নিন্দা করলে মনটা ছোট হ'য়ে যায়। এও জীবের ধর্ম্ম দেখ্‌ছি। যার মন নিন্দা-স্তুতিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সে যথেষ্ট ভাগ্যবান্। তার উপর ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে।

১৬। কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ পালন ও ভিক্ষা ক'রে গুরুর সেবা ক'রবে। তিনি সন্তুষ্ট হ'লে তাঁর কৃপাতে অচিরে শান্তি পাওয়া যায়। সকল সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়। সেবা করা কম কথা রে? সেবাতে ভগবান্ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আর মানুষ ত হবেই।

১৭। আমি কি তোদের হাতের খেলনার পুতুলের মত থাকবো, তোরা যেমন নাচাবি, তেমনি নাচবো? তা আমা দ্বারা হবে না। আহা! কত লোক ভগবদ্‌বিষয়ে আলোচনা করতে আসে, ঠাকুরের

কথা শুন্‌তে আসে, তাদের আস্‌তে বারণ কর্‌বো? তাদের এই শুভ ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে পার্‌বো না। দেহ ত আজ না হয় দুদিন পরে যাবেই; তার জন্য ঈশ্বরীয় কথা ছেড়ে শরীরের যত্ন কর্‌বো? তোরা দুঃখ করিস্‌নি, তা আমি পার্‌বো না। (আত্মচরিত)

১৮। খামখা মন খারাপ করিস্ কেন? এই মনকে ভাল কর্‌তে কত তপস্যা কর্‌তে হয়; আর তোরা যখন তখন একটা গোলমালের সৃষ্টি ক'রে মন খারাপ ক'রে বসিস্। মনকে দুর্ব্বল করা বড় খারাপ। মনে খুব জোর আন্‌বি। যার ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে, তার সংসারের দুঃখ-কষ্টে মন বিচলিত হয় না।

১৯। বিয়ে না ক'রে যদি পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারিস্, এই সংসার থেকে বেঁচে গেলি। বিয়ে কল্লেই যত দুঃখ। আজ স্ত্রীর, কাল ছেলের অসুখ হ'লো, পরশু মারা গেল, এই নিয়ে রাতদিন চিন্তিত থাকৃতে হয়—ক্ষণেকের জন্য সুখ নেই। আর বিয়ে না কল্লে নিজের শরীরের উপর দিয়ে যা ভোগ হয়—এই তফাৎ।

২০। পুত্র-শোকের মত আর কি কিছু আছে রে? তিনি বল্‌তেন, "যার পুত্রশোক হয়, সেই বুঝতে পারে, পুত্রশোকটা কি জিনিষ! মানুষের পুত্রশোক হ'লে তাকে মনে ব্যথা দিয়ে কথা বল্‌তে নেই; তা হ'লে তার খামখা সংশয়ের উদয় হয়।" তিনি (ঠাকুর) সেই সময় মন বুঝে শিক্ষা দিতেন, তাই তাঁর প্রতি কখনও কারও সংশয় হয় নি।

২১। চৈতন্যদেব অত বড় ত্যাগী, ভগবান! লোকে অবতার ব'লে তাঁকে পূজো করে। তিনি কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন। পরমহংসদেব তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন। দেখ, অবতারপুরুষরাও গুরুকরণ করেছেন। গুরুকরণ শাস্ত্রের বিধান। সকলের গুরু করা

উচিত। আবার দেখ, ঠাকুরের কি গুরুনিষ্ঠা, কি গুরুভক্তি, গুরুকে কত সম্মান কর্‌তেন, কখন ভুলেও তোতাপুরীর নাম মুখে উচ্চারণ কর্‌তেন না, ন্যাংটা বল্‌তেন।

২২। দুই তিন জন্ম রাজত্বের পর ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হয়। অনেক সাধুকে দেখা যায়, বেশ ভজন কর্‌ছে, কিন্তু দিন কতক পরে দেখা যায়, সে মঠ-ফট ক'রে একজন হয়ে পড়েছে। আবার গুরুর কৃপা হ'লে সহজও বটে।

২৩। সাধুর শিষ্য হওয়া ভাগ্য বৈ কি? সে তাঁর (গুরুর) কিছু কিছু গুণ অর্থাৎ দয়া-ধর্ম্ম পাবেই। সাধুকে ভালবাস্‌লে কি হয় জানিস্? সাধুই হয়।

২৪। এ জগতে গুরু হওয়া বড়ই কঠিন। গুরু মন্ত্র দিলে, শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌ল। কিন্তু গুরু যদি সেরূপ উপযুক্ত না হয়, তা হ'লে তাঁর উপর উপরওয়ালা একজন আছেন, তিনি সব জানেন। তাঁর অগোচর কিছুই নেই। তিনি গুরুরূপে অন্তরে উদয় হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান্।

২৫। সাধু ও গুরুর নিন্দা কর্‌লে অকল্যাণ হবেই। গুরু সকলেরই সমান। রাজারও যেমন, ফকিরেরও তেম্‌নি। যার যে গুরু, তার কাছে সে প্রধান। তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, তাঁর উপর সংশয় করা উচিত নয়। হে জীব, আপন গুরুকে মান। গুরুর নিন্দা ক'রো না।

২৬। সাধু হয়ে কারুর অকল্যাণ মান্‌তে নেই। সকলেই তাঁর সন্তান। পরস্পর সদ্ভাব না থাকার জন্য এই দুঃখ, সেই জন্য কষ্ট পাচ্ছে। যে গুরুসে ভগবান্ লাভ হয়, শান্তি হয়, আত্মা সুখে থাকে, সে কি কম গুরু? মানে না তাই দুঃখ হয়। আবার দেখ গুরু

ভগবান্ ছাড়া হ'তে পারে না; কেননা, শিষ্যের কি দরকার, তা না জেনে শিষ্যকে ভিন্ন পথে চালিত কর্‌লে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হয়। ভগবান্ সব জানেন, তিনিই ঠিক্ পথে চালা'তে পারেন।

২৭। কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা কল্লেন,—ঠাকুরকে (রামকৃষ্ণদেবকে) আপনার কি মনে হয়? আমি বল্লাম,—তিনি সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ ছিলেন। আর কি ছিলেন? এই জবাবে আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, আর বল্‌ছেন যে, আমি ঠিক্ (truth) বল্‌ছি না। দশ অবতারের মধ্যে কি তিনি আছেন? না শাস্ত্রে অন্য কোন অবতারের কথা বল্‌ছে? এখনও আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না।

তখন একটু বিরক্তির সহিত বল্লাম যে, আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি যা বল্‌বো, তাই আপনার কি বিশ্বাস হবে? আপনার যা মনে হয়, আপনি সেই ভাবেই তাঁকে মানুন। দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁর জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি। আমি জানি, তিনি ছাড়া আর আমার গতি নাই। (আত্মচরিত)

মায়া ও অবিদ্যা।

১। ধন, মান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে ভগবানের উপর মন রাখা কি সহজ কথা? ঈশ্বর হ'তে যে কোন জিনিষ আমাদের পৃথক্ করে, তাই মায়া। মায়ার বন্ধন কাটা'তে না পার্‌লে ভগবানের কৃপালাভ হয় না; সাধন-ভজন ও গুরু-কৃপা ব্যতীত এই মায়া কাটা'তে পারা যায় না।

২। অসৎ-মায়া কেমন? ভগবান্ মিথ্যা, জগৎ সত্য ব'লে মনে হওয়া। অসৎ-মায়াতে জীব কষ্ট পায়। মায়া দুই রকম;—সৎ ও অসৎ। সৎ-মায়া কেমন? জগৎ মিথ্যা, ভগবান্ সত্য—তাঁকে সত্যস্বরূপ

ব'লে বোধ হওয়া। কি ক'রে ভগবানের স্মরণ-মনন কর্‌বে, কি ক'রে তাঁর পূজা কর্‌বে, এই চিন্তা হওয়া।

৩। নিজের মায়া নিয়েই মানুষ অস্থির, আবার পরের মায়া জড়াতে চায়। (অর্থাৎ নিজ বিষয়-ব্যাপার লইয়াই মানুষ ব্যস্ত, তার উপর অন্যের বিষয় ব্যাপারে অনধিকার-চর্চ্চাদ্বারা বৃথা জড়ীভূত হওয়া অনাবশ্যক।)

৪। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান্‌কে ডাকা, কিন্তু মান-সম্ভ্রম পেয়ে আমরা তাঁকে ভূলে যাই, এই তাঁর মায়া।

৫। মান-সম্ভ্রমের জন্য জীব কি না কচ্ছে ; খবরের কাগজে নাম দিচ্ছে। যে জানে—এ সব কিছু নয়, মিথ্যা, সব মায়ার খেলা,—সে ভাগ্যবান্।

৬। দেহ-মনের সুখ-দুঃখ ত আছেই—তবুও জীব তাঁকে দুঃখ জানায় না। তাঁকে দুঃখ জানা'লে—ত্রিতাপ দূর হয়।

৭। মায়া এম্‌নি জিনিষ যে, সত্যকে মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। আর মিথ্যাকে সত্য ব'লে বোধ হয়। সবই মায়ার খেলা।

৮। কার ইচ্ছা নয় যে, সুখে থাকে! সুখে থাক্‌বার জন্যই ত কত ফন্দী, মতলব আঁটছে। ফন্দী কর্‌লে দুঃখ পাবে। এও এক ভগবানের মায়া। ভগবানের মায়া বুঝা কঠিন।

৯। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বল্‌ছেন,—'যে আমার মায়া চায়, সেই দুঃখ পাবে ; আমার মায়ায় ভুলো না। আর যে আমাকে চায়, সে সুখে থাক্‌বে।' শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কত রকম খেলা আছে। আবার বলেছেন,—'যদি আমাকে ভগবান্ ব'লে মনে কর, তা হ'লে বেঁচে যাবে। তা না হ'লে নানারকম সংশয়ে দুঃখ পাবে।'

১০। দোষও কর্‌বে, আবার চোখও রাঙাবে—কিছু বল্লেই মুস্কিল। সংসারে এই ভাবই বেশী। তাই ত এত গোলমাল।

১১। (জনৈক) গুরুভাইকে বল্লাম,—"তোমার শরীর অসুস্থ জন্য কাশীতে এসেছ; তোমার শরীর ভাল হ'য়ে আস্‌ছে, আরও কিছুদিন ৺বিশ্বনাথের দরবারে থাক।" তিনি বল্লেন,—"ভাই, তা হ'লে মঠ চল্‌বে না, সব গোলমাল হ'য়ে যাবে।" এখন দেখছো ত সে চ'লে গেল; মঠ কি চল্‌ছে না? কারুর জন্য কি কোন কাজ আট্‌কায়? যার কায, সে করিয়ে নেয়। একজন গেলে আর একজনকে কর্‌তে হয়। স্বামিজী চ'লে গেল—কই, তাতে ত মঠ-ফঠ ভেঙ্গে গেল না? ঐ রকম হওয়াটা —মায়া।

১২। ভগবান্ তোমাকে ছেলে দিয়েছেন, ভাল কথা। যাতে ভগবানের কৃপায় বেঁচে থাকে, সেই জন্য প্রার্থনা কর্‌তে পার। "আমার আমার" কর্‌তে গেলেই দুঃখ পাবে। কিন্তু যদি ভগবানের সন্তান এরূপ বোধ থাকে, তা হ'লে সে ম'রে গেলেও কোন দুঃখ হবে না; কেন না, "তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই নিলে;—যতদিন সেবা কর্‌তে পেরেছি, করেছি।" তা হ'লে অনেক বাঁচোয়া। বেশী আসক্তি বা মায়া কর্‌তে নেই। ঐ মায়াই ত যত দুঃখ দেয়। আর যদি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস থাকে, ভগবান্‌কে ডাকে—তা হ'লে ধাক্কা সাম্‌লাতে পারে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

১৩। জীব আগের দুঃখের কথা ভুলে যায়, তাই ত এত দুর্দ্দশা। আগে কি কষ্ট ছিল, এখন কি অবস্থা হয়েছে—এ রকম ক'রে দেখ্‌লে আর দুঃখ হয় না। তাঁর কৃপায় একটু সুবিধা হ'য়ে গেলেই জীব সব ভুলে যায়। মানুষ সঙ্গে সঙ্গে উপকার ভুলে যায়। জীব কি না? তাই

নিজে যে অবস্থা থেকে এসেছে, সে কথা মনে থাক্‌লে, যারা সেই অবস্থায় প'ড়ে আছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি আসে। কিন্তু মানুষ এমনি যে, নিজের পূর্ব্ব-অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে তাদের ঘৃণা কর্‌তে থাকে। তাই ঠাকুর বল্‌তেন,"উপকার কখনো ভুলো না, যত দিন বাঁচবে, কৃতজ্ঞতা রেখো।"

১৪। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন,—উপলক্ষ ভুল্‌তে নাই। তা সে বড় লোকই হউক, আর গরীব লোকই হউক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। জীব ভুলে যায়, তাই ত এত দুর্দ্দশা। এ সব মায়ার খেলা।

১৫। যা গেছে, তার জন্য বৃথা ভেবে লাভ কি? খামখা শরীর নষ্ট বৈ ত নয়। 'আমার আমার' করার জন্যই যত গোলমাল। ও সব ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। সব মায়া।

১৬। তাঁর (ঠাকুরের) কথা কি মিছে? মায়া সৎকে অসৎ করে, অসৎকে সৎ করে। এ মায়ার হাত থেকে বাঁচ্‌তে গেলে সৎস্বরূপ ভগবানের শরণ নিতে হয়। ভগবানের অসৎ মায়া ছেড়ে যাবার জন্য লোক সাধু হয়।

১৭। একটা না একটা চিন্তা থাকেই। দুনিয়াটা এই। কারও নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বার যো নাই। ভগবান্ থাক্‌তে দেন না। তাঁর মায়ার এমনি প্রভাব। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেছেন যে,—আমার মায়া কাউকে ছাড়ে না। তবে আমার যে শরণ নেবে, সে বেঁচে যাবে।

১৮। সংসার কর্‌লে বদ্‌মতলব আসবেই। যার না আসে, তার উপর ভগবানের খুব দয়া জান্‌বে।

১৯। সব জিনিষের টেক্স (tax) দিতে হয়, কিন্তু ধ্যান-জপের কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। মহামায়া এমনি লাগিয়ে দিয়েছেন যে, ধ্যান-জপ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

২০। টাকা ও যৌবন, এ দুটি কম নয়। যে এদের হাত থেকে পার হয়, তার উপর ভগবানের খুব দয়া। সে-ই ভব-সমুদ্র অনায়াসে পার হ'তে পারে।

২১। আমরা ভগবানের অংশ। তোমার মধ্যে কি ভগবান্ নেই? অবশ্য আছে। পবিত্র না হওয়ার জন্য—জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের জন্য তাঁকে দেখ্তে পাও না।

২২। কুকুর যেমন পরস্পর একত্র খেলে বেড়ায়, যেন কত ভালবাসা; কিন্তু খাবার পেলে পরস্পরে ঝগড়া ও মারামারি করে; তেমনি মানুষে পরস্পর কত ভালবাসা দেখিয়ে কত মিষ্ট কথা বলে; কিন্তু যেখানে একটু স্বার্থ লেশমাত্র থাকে, সেখানে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই ত জীবের ধর্ম্ম দেখ্ছি।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা।

১। দশ জনের সঙ্গে মিশে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করার চেয়ে সেই সময়টা ঘুমান ভাল। যাদের ভাল হ'বার ইচ্ছা নাই, তারাই ঐরূপ করে। তারা ত নিজেরা ভাল হবেই না, যারা হ'তে চায়, তাদেরও হ'তে দেবে না। অমুক—সে ঐ রকম করেছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি? আবার মজা আছে, পরনিন্দা কর্লেই ঐ দোষগুলা তোমার ঘাড়ে এসে পড়্বে।

২। সাধু, ভক্ত, কি অন্য কাহাকেও নিন্দা বা ঘৃণা কর্তে নাই। সকলেই তাঁর সন্তান। তাঁকে এক দিন যে ভালবেসেছে, সেই ভাগ্যবান্। তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

৩। সৎলোকের নিন্দা কর্‌তে নেই। যদি কোন বড় লোকে সৎলোকের নিন্দা করে, তা হ'লে কতকগুলি লোককে সৎসঙ্গ হ'তে বঞ্চিত করা হয়। কারণ, বড় লোকের কাছেই বেশী লোক আসে। ঐরূপ করা অতি খারাপ। আর যদি সৎএর প্রশংসা করে, তা হ'লে পাঁচ জন সৎসঙ্গ কর্‌তে চাইবে। কারণ, তারা বুঝ্‌বে, এ লোকটাও যখন তাকে ভাল-বাস্‌ছে, তখন তার সঙ্গ করা উচিত।

৪। পরের দোষ দেখা মহাপাপ—সৎ-কর্ম্মহীন হ'লে পরের দোষ সহজেই নজরে আসে।

৫। কর্ম্ম না থাকার জন্য গুণীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই নজরে আসে। এই দেখ না, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, অর্জ্জুন ভগবান্ ব'লে কত স্তব-স্তুতি কর্‌লেন, কিন্তু সন্ধির জন্য যখন দুর্য্যোধনের কাছে গেলেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁকে বাঁধ্‌বার চেষ্টা করাতে দুর্য্যোধনকেও বিশ্বরূপ দেখালেন, কিন্তু দুর্য্যোধন মনে কর্‌লে, আমাকে ভেল্‌কি দেখালে। দুর্য্যোধন মান্‌লে না, নাশ হ'য়ে গেল। তার ব্যাস ভগবান্ এমন 'কলম ডাল্‌লেন' যে, আজ পর্য্যন্তও দুর্য্যোধন গালি খায়।

৬। আপন দুঃখ যেমন বুঝ, তেমন পরের দুঃখ বুঝ্‌তে হয়। সাধারণ গৃহস্থেরা কেবল পরের দোষ খুঁজে বেড়ায়। (কোথায় দুঃখীর দুঃখ দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে—না তার দোষ ধর্‌তেই ব্যস্ত ?)

৭। পরের দোষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দোষই কেবল নজরে আসে। যার কাছে উপকার পেয়েছে, তিনি যদি হঠাৎ কোন অন্যায় ক'রে ফেলেন—তাঁর দোষ কখনও দেখা উচিত নয়। তখন তাঁর গুণটা সামনে ধর্‌লে অনেক বাঁচোয়া; তা না হ'লে পরে ভয়ানক অনুতাপ হয়। 'অত দিনের

উপকারটা সামান্য কারণে ভুলে গেলাম' ভেবে পরে মনে দুঃখ হবে। তাই কদাচ অপরের দোষ ধর্‌তে নেই।

৮। মিছামিছি লোকের উপর সংশয় করা ভারী খারাপ। তাতে নিজেরই অনিষ্ট হয় রে! আবার সংশয়ের যাতনাও ভোগ হয়।

৯। তাঁর (ঠাকুরের) নিষেধ—বাপ-মা বা গুরুর নিন্দা শুন্‌তে নেই—কর্‌তেও নেই।

১০। সাধু রাত্রে কি করে না করে—তাই watch (লক্ষ্য) কর্‌তে আস্‌বে? এটা ভারী খারাপ। সাধু স্বাধীন, তার ইচ্ছামত সাধন-ভজন কর্‌বে; ভাল না লাগ্‌লে না কর্‌বে—এ সব দেখার তোর দরকার কি? সাধু কারও তোয়াক্কা রাখে না; তাকে watch ক'রে কি কর্‌বে?

১১। তিনি (ভগবান্) যাকে ভাল বলেন বা কোন বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করেন, তার নিন্দা কর্‌লে, অকল্যাণ হবে। ভগবান্‌ও তার প্রতি রুষ্ট হন।

১২। পরের দোষ দেখ্‌তে নেই। গুণই দেখতে হয়। সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে। কারও দোষ চাপা প'ড়ে থাকে।

১৩। জীব অপরের নিন্দা ক'রে সুখ পায় কেন? নিজেকে বড় করার জন্য।

১৪। যার মন ভগবানের জন্য কাঁদে, সে কি তুচ্ছ দুটো উঁচু নীচু কথায় কান দেয় রে? সংসারেতে এই সব লেগেই আছে। তোমরা লাল কাপড় প'রে যদি এই সব না ছাড়, তবে হলো কি?

(জনৈক সাধুর প্রতি)

বিষয় ও বিষয়-বুদ্ধি।

১। আমরা এমনি পাজি যে, যদি ভগবান্‌কে ডাক্‌বার কখনও ইচ্ছা হল, ত অমনি খতাতে বসি যে, আমি যদি ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করি, তা' হ'লে আমাকে খাওয়াবে কে, আমার পরিবারবর্গকেই বা খাওয়াবে কে, আমি থাক্‌বই বা কোথায় ইত্যাদি। কিন্তু একটু ভেবে দেখি না,পৃথিবীতে এত লোক যে ভগবানের জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে, তাদের কি কখনও কোন অভাব হয়েছে? ভগবানের জন্য যে ত্যাগ করে, তাকে তিনিই খেতে দেন, পর্‌তে দেন, বল-ভরসা সব দেন। তার সমস্ত সুবিধা করে দেন—তাঁর নাম নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়্‌তে পাল্লেই হ'ল।

২। রোজগারী বাপ মর্‌লে ছেলে দুঃখ করে—আমার কি হবে? স্ত্রী দুঃখ করে—আমার কি হবে? একবারও ভাবে না যে গেল, তার কি গতি হবে? ক'জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,—"হে ভগবান্, ইনি যদি কোনও অন্যায় ক'রে থাকেন, তবে ক্ষমা করুন।" তা করে না—এই হ'ল সংসার।

৩। কেবল বকা'তে আসে, কিছু ত করে না। সে লোকের সঙ্গ ক'রে কি হবে?—দুর্দ্দশা হবে। নিজেও সাধন-ভজন করে না, অন্যকেও কর্‌তে দেয় না।

৪। এ সংসারে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার কর্‌তে না পার্‌লে তাকে বেকুব বলে। মহামূর্খ যদি টাকা রোজগার কর্‌লে, তাকে খুব বুদ্ধিমান্ বলে। বিদ্যার আদর নাই।

৫। যে সরল—কোন অহঙ্কার-অভিমান নেই, টাকা থাক্‌লেও

লোকে তাকে পাগল বলে। যার টাকা নেই, তাকে ত বল্‌বেই। তারা হ'লো পাগল আর তোরা রাতদিন অহঙ্কার-অভিমান নিয়ে থাকিস্, হলি কি না ভাল ? দেখ্‌ছিস্ না, অহঙ্কার-অভিমান একেবারে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ; জানে এ কিছুই নয়। এ খুব ভগবানের দয়া বৈ কি ? দেখ্‌ছিস্—সামান্য জিনিষটুকু পর্য্যন্ত দিতে আসে, মনে কোন সঙ্কোচ নেই। একেই বলে ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসা।

৬। কেউ কেউ বল্‌তো,—মশায়, সাধু পয়সা নেয়। ঠাকুর ঐ কথা শুনে চটে যেতেন। বল্‌তেন,—"শালারা বলে কি, সাধু বুঝি হাওয়া খেয়ে থাক্‌বে ? দুনিয়ার সব সুখ ত্যাগ করেছে, একটু আরামে থাক্‌বে, তা দেখেও হিংসা হয় ! এদের কি কোনকালে গতি আছে !" ঠাকুর এই জন্যই ত বল্‌তেন—"এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই আসে। ওরা সংসারী জীব, টাকা ওদের গায়ের রক্ত, দিতে হ'লে কষ্ট হয়।"

৭। মানুষ ধর্ম্ম বুঝবে কোত্থেকে ? কেবল রাতদিন 'হা টাকা, যো টাকা।'

"টাকা ধর্ম্ম টাকা কর্ম্ম টাকাহি পরমন্তপঃ।
হা টাঁকা যো টাকা টক্ টক্ টক্ টক্।"

৮। পরমহংসদেবের কাছে টাকাও ছিল না, বাগানও ছিল না। তবে কিসের লোভে বড় বড় লোক তাঁর কাছে পড়ে থাক্‌তো ? হরিনাম কর্‌লে পরমহংসদেব কি সুখী হতেন, তা মুখে বলা যায় না। একদিন কয়েকজন হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে তন্ময় হ'য়ে পড়েছিল। তা'রা হরিনাম করে উঠে দেখে—পরমহংসদেব পাখা নিয়ে বাতাস কচ্ছেন। তা'রা সকলে বল্লে,—'মশায়, করেন কি ! করেন কি !' পরমহংসদেব বল্লেন,—'আহা ! এত কষ্ট ক'রে তোরা হরিনাম কর্‌লি, আর আমি একটু পাখার বাতাস

দিতে পারি না ?' তাঁকে যারা ইচ্ছা করে দেখেনি, তারা এখন অনুতাপ কচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের অমুক বাবু ইঞ্জিনিয়ার যোগেন মহারাজের পিতার সঙ্গে স্বামিজীকে দেখতে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় স্বামিজী বল্লেন যে,—'আপনি পরমহংসদেবের কাছে যান নাই কেন ?' ইঞ্জিনিয়ার বাবু বল্লেন—'আমি আর ইনি পরমহংসদেবের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ইনি বল্লেন, থাক্! এ পাগল, এর কাছে যেও না, চল পঞ্চবটীর সাধুর কাছে যাই। আমরা পঞ্চবটীর সাধুর কাছে গেলাম। সাধুর কৃপা ভাগ্যে না থাক্‌লে সাধুদর্শন হয় না। এখন বড় দুঃখ হয়, একটা সামান্য কথার জন্য তাঁর দর্শন পেলুম না!' (ঠাকুর)

৯। বদ্-সংসারী লোকের সঙ্গ কর্‌বি না। ওদের হাওয়া গায়ে লাগাতে নেই। আমি কি বুঝতে পারি না ? কারুর প্রাণে দুঃখ দিয়ে কথা বল্‌তে নেই, তাই চুপ ক'রে থাকি। তবে বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে তোদের কল্যাণের জন্য সাবধান করে দিই। সাধুর বদ্-সংসারীর সঙ্গ কর্‌তে নেই। ওরা নিজের মায়া সাধুর ঘাড়ে চাপায়।

ঈশ্বর-বিশ্বাস।

১। ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন ; তবে তাঁকে জান্‌বার ইচ্ছা নেই, সেই জন্য তাঁর অস্তিত্ব আমরা বুঝ্‌তে পারি না। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌তে হ'লে দুঃখ কষ্ট স্বীকার ক'রে মান, অপমান, লোক-লজ্জা কাকবিষ্ঠার মত ত্যাগ কর্‌তে হয়, তবে তাঁর দয়া হয়।

২। সুখের সময় লোকে কি ভগবান্‌কে চায় ? তখন ভাবেন্ আমিই কর্ত্তা—বিধাতা।• দুঃখের সময় ত ভগবান্‌কে ভজনা কর্‌বেই। কিন্তু যে সুখের সময়ও ভগবান্‌কে ডাকে, সেই ত মানুষ।

দুখমে সব হরি ভজে, সুখমে ভজে না কোই।

সুখমে হরি ভজে, তব্ দুখ কাঁহাসে হোই॥ (তুলসীদাস)

৩। যে ভগবানকে মান্‌বে, সেই বেঁচে যাবে, আনন্দ পাবে, সুখী হবে। আর যে না মান্‌বে, সে দুঃখভোগ কর্‌বে।

৪। পাশ ক'রে ভাল চাকুরী না জুট্‌লে যেমন সমস্তই বৃথা, তেম্‌নি আবার লেখাপড়া শিখে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না হয়, তার লেখাপড়া সমস্তই বৃথা।

৫। সকলের ভিতরই ভগবান্ আছেন। তোমার ভিতর কি ভগবান্ নেই? আমরা বুদ্ধি-ভ্রমবশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। তিনি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) বলেছেন—আমি হচ্ছি পূর্ণ, আর সব আমার অংশ।

৬। ভগবানে মতি-গতি থাক্‌লে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাক্‌লে কি হয়? সে অসৎ কায কর্‌বে না (তাতে, তার ও সমাজের কল্যাণ)। সেখানে উপরওয়ালা একজন আছেন। অসৎ কায কল্লেই ভুগ্‌তে হবে।

৭। সংসারে জনে জনে কর্ত্তা হ'লে চলে না, এক জন সংসারে কর্ত্তা হ'লে সে সংসার ভালরূপ চলে। তেমনি ধর্ম্ম-জগতে ভগবান্‌কে কর্ত্তা ক'রে কায কর্‌লে ভালরূপ ফল পাওয়া যায়।

৮। যাকে ভয় কর্‌তে হয়, তাকে আমরা ভয় করি না, আর যাকে ভয় কর্‌তে হয় না, তাকে ভয় করি! যে জানে ভগবান্ আছেন, সে কি অন্যায় কর্‌তে পাবে?

৯। দুঃখ নিবারণ করার জন্য ভগবান্‌কে ডাকে। ভগবান্ ত খোসামুদের জিনিষ নয়! ভগবান্ মানো বহুৎ-আচ্ছা, না মানো বহুৎ-আচ্ছা।

১০। ভগবান্‌কে আশ্রয় কর্‌লে সব শক্তি আস্‌বে। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান। জীবের মাত্র সুখ দুঃখ আছে। তাই অবতারেরা শরীর

ধারণ ক'রে কত দুঃখ ভোগ করেছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্তে হয় যে,—'সুখ-দুঃখে যেন তোমায় না ভুলি, ও সব সহ্য কর্তে পারি।'

১১। তাঁকে লুকিয়ে কি কাজ কর্বে? তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে, তবু সব জান্তে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

১২। তিনি কোন নিয়ম-বিধির (মায়ার) অধীন নহেন। আবার (লীলাচ্ছলে জীবরূপে) নিজ মায়ায় বদ্ধ হ'লে স্বাধীনও নহেন। তাঁর কোন নিয়মের 'ইতি' করা যায় না; আমাদের এ ক্ষুদ্র-জ্ঞান বুদ্ধিতে হয় না। 'তদ্বৎ' হ'লে তবে তাঁকে অথবা তাঁর ভক্তদের বুঝা যায়। নিয়ম-বিধি তোমার আমার জন্য (জীবের জন্য)।*

ঈশ্বর-দর্শন।

১। যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন ইষ্ট ও গুরু এক বোধ হবেই না। হাজার বিচার কর আর বুদ্ধি খাটাও, সংশয় আস্বেই আস্বে। কিন্তু একবার যদি কখনও আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায় এবং গুরু ও ইষ্ট এক ব'লে বোধ হয়। যতদিন তা না হয়, জান্তে হবে, তোমার গলদ আছে।

২। যে সাধু ভগবান্‌কে লাভ করেছেন, সেই জানে ভগবান ও বৈরাগ্য কি জিনিষ! সাধুর ভেক থাক্‌লেই হয় না! ভগবান্‌কে লাভ করাই প্রধান।

৩। নিজে অনুভূতি করা, আর বই পড়া বহু তফাৎ।

৪। জোর ক'রে অদ্বৈতভাব কি হয়? তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন,—

* এ স্থলে নিয়মবিধি—বিধিনিষেধ এবং আইনকানুন (Law) এ দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

'ফল বড় হ'লে ফুল আপনি খসে পড়ে যায়।' ঘাসের উপর তিনি হাঁটতে পারতেন না। এমন সর্ব্বত্র অভেদ ব্রহ্ম-বুদ্ধি—আত্মসাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত বিচার রাখা চাই; তবে ক্রমে উপলব্ধি হয়।

৫। প্রহ্লাদ ভগবান্‌কেলাভ করেছেন। পবিত্র শুদ্ধ জীবন দিয়েই কেবলমাত্র ভগবান্‌কে বুঝতে পারা যায়। ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদের জীবন শুদ্ধ—পবিত্র; তা'র বিশ্বাস—'হরি সর্ব্বত্র আছেন, যে কাতর প্রাণে ডাকে, তাকে দেখা দেন।'

৬। অমুকে বলে, 'ভগবান্ কোথায়? ভগবান্ কি আছেন?' যারা যথার্থ ত্যাগী, ভাগ্যবান্, তারা বলে, 'ভগবান্ যদি থাকেন, তা হ'লে আমরা তাঁর কাছে আগে যাব, কেননা, পবিত্র জীবন আমাদের; এই সংসারে কারও অনিষ্ট করি নি। আর তোমরা ভগবানের কাছে যেতে পারবে না, কেননা, জগতে এই সব সুখের জন্য কত লোককে অত্যাচার-পীড়ন করেছ। স্বামিজী বল্‌তেন,—ভগবান্ যদি নাই থাকেন, তাঁকে নাই পাই, তা হ'লেও এই সংসারের ঝঞ্ঝাট হ'তে বেঁচে গেছি। জগতের সব সুখ ত্যাগ করেছি, কারও অনিষ্ট করি নি।' যে যথার্থ ত্যাগী, সে এই কথা বল্‌তে পারে।

৭। ভগবান্‌কে কেউ ত দেখে নাই। তবে তাঁর কর্ম্ম দেখে যে মান্‌তে পারে, সেই ভাগ্যবান্।

৮। পাতাল-ফোঁড়া শিব হও; বসা-শিব হইও না। যদি শোনে যে, অমুক স্থানে পাতাল ফুঁড়ে শিব উঠেছেন, তবে হুড়্ হুড়্ ক'রে সেখানে সব লোক দেখতে যায়। আর স্থাপিত (বসান) শিবের কাছে ক'জন লোক যায়? তাই বল্‌ছি, নিজে নিজে সাধন-ভজন দ্বারা সত্য উপলব্ধি কর।

সৎ কথা

৯। আমি আর কি বল্‌বো, ভগবান্ আছেন, খুব সত্য। তাঁকে ডাকো।

১০। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, 'জগৎ দেখে ভুলো না, জগৎ-কর্ত্তাকে জান্‌বার চেষ্টা কর।'

১১। কর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ প্রকাশ হন। ভগবান্ কি দূরে আছেন? কর্ম্ম নেই, তাই দেখতে পাও না। তিনি সকলের অন্তরে—নিকট হ'তে নিকট।

১২। সকাম-কর্ম্মে বন্ধন হয়; নিষ্কাম-কর্ম্মে চিত্ত-শুদ্ধি হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হ'লে 'সৎ-স্বরূপ' ভগবান্ প্রকাশিত হন। কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হচ্ছে—সাধন-ভজন করা, ভগবান্‌কে ডাকা। তাঁকে ঠিক্ ঠিক্ ডাক্‌লে দেখা দেন বৈ কি!

নির্ভরতা।

১। পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন, তখন একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'কখন্ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাই?' দুর্য্যোধন কপট-ভাবে দুর্ব্বাসা মুনিকে বল্লেন,—'সন্ধ্যার পর দেখা কর্‌তে যাবেন।' কারণ, দুর্য্যোধন জান্‌ত যে, দুর্ব্বাসা মুনি অতি কোপন-স্বভাব। পাণ্ডবেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ কর্‌ছে; সন্ধ্যার সময় আহারাদি শেষ হ'য়ে যাবে, তখন তারা অতিথি-সৎকার কর্‌তে সমর্থ হবে না। কিন্তু দুর্ব্বাসা মুনি অত না বুঝে মনে কল্লেন যে, পাণ্ডবেরা হয় ত দিনের বেলায় শীকারে যাবে, সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র থাক্‌বে, তাই দুর্য্যোধন তাঁকে সন্ধ্যার সময় যেতে বল্লেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার সময় ষাট হাজার শিষ্য নিয়ে দেখা কর্‌তে গেলেন। দুর্ব্বাসা

মুনিকে দেখ্‌বামাত্র যুধিষ্ঠির ত চিন্তিত হ'লেন—আজ বুঝি পাণ্ডবকুল ধ্বংস হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় প্রায় দেখে দুর্ব্বাসা মুনি নদীতীরে সন্ধ্যা কর্‌তে গেলেন এবং ব'লে গেলেন, আজ আমি এখানে আহার কর্‌ব। যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে 'আমার মহাভাগ্য' ব'লে আপ্যায়িত কল্লেন। সে দিন আবার দ্বাদশী, মুনি একাদশীর দিন থেকে উপবাসী আছেন। অথচ ঘরে কিছু খাবার নাই। যুধিষ্ঠির এইরূপ অবস্থা স্মরণ ক'রে সখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকৃতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডাকে স্থির থাকৃতে না পেরে দ্রৌপদীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বল্‌লেন, 'আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে যদি কিছু থাকে ত দাও।' দ্রৌপদী বল্লেন, 'সখা, ঘরে যে কিছুই নাই।' তা যাই হোক, দু এক কণা শাক ছিল, তাই দিয়ে জল খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে চ'লে গেলেন। এ দিকে দুর্ব্বাসা মুনির দেরী হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর খবর জান্‌তে পাঠা'লেন। ভীম গিয়ে দেখে যে, দুর্ব্বাসা মুনি ঘুমুচ্ছেন। ভীমকে তিনি ব'লে দিলেন, 'আজ শরীরটা বড় ক্লান্ত, আজ আর কিছু খাব না, কাল উপবাসের পারণ কর্‌ব।' এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগ্‌লেন—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের খেলা!

এইরূপ যাঁরাই ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থাকেন, তাঁদের আর কোনও বিপদ্-আপদ্ উপস্থিত হয় না। আরও বোঝা যায় যে, ভগবান্ যার উপর সন্তুষ্ট, সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

২। তাঁর উপর মন থাকৃলে সব ভয় কেটে যায়। ভগবানে মন থাকাই হ'ল প্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিয়ে দেন, তা কি জীব বুঝতো? তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা কর্‌তে হয়। বাহিরে লোক দেখানো না হয়। আন্তরিক প্রার্থনা হ'লে তিনি শোনেন।

৩। স্বার্থ না থাক্‌লে ভগবান্ ভার বহন ক'রে থাকেন।

৪। যুধিষ্ঠির মহারাজ পরম সত্যবাদী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, তাঁদের একটুও রাজ্যভোগ করার ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা কৌরবদের বল্লেন যে, 'দেখ, আমাদের পাঁচখানা গ্রাম দাও। শরীর যখন ধারণ করেছি, তখন শরীরকে কোন রকমে বাঁচা'তে হবে। তার আর অন্য উপায় নাই।' কিন্তু কৌরবেরা তা না দেওয়ায় এত কাণ্ড হ'ল!

৫। কেউ কিছু করে না, কেবল বকা'তে আসে। সাধুকে পরীক্ষা করে, বেকুবী দেখ! সাধু তোমার মনের মত কথা বল্‌বে কেন? তা হ'লে সে গৃহস্থের হদ্দ হ'লো যে রে! সাধু ভগবান্ ছাড়া আর কারও তোয়াক্কা রাখে না। এই জন্যই সাধুরা গৃহস্থের সঙ্গে মেশে না। সাধুর খাওয়ার অভাব কি? যে পেটের দায়ে লাল কাপড় পরেছে, তার ভাবনা হবে। সাধুর ভাবনা হবে কেন? সাধু যেখানে থেকে তাঁকে মনে কর্‌বে, তার কাছে সেইখানেই খাবার আস্‌বে। ভগবান্ নিশ্চয়ই সাধুকে খেতে দেবেন। তবে সামর্থ্য থাক্‌তে ভক্তেরা ভগবান্‌কে সামান্য বিষয়ে কষ্ট দেন না। ভগবান্‌কে ঐ সব সামান্য বিষয়ের জন্য বিরক্ত না করাই ভাল মনে করি।

৬। জীবের কোন কালে আশা মেটে না। ভগবান্ তাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেও তার দুঃখ কোন কালেই যায় না। ভগবান্‌কে দুঃখ জানা'লে তবে ত দুঃখ যাবে! ওরা কেবল মুখে ভগবান্ ভগবান্ করে। ভগবান্ কি জানেন না, কার কি দরকার? যা দরকার, তিনি সব জানেন, আর কর্ম্মমত তাঁকে তাই দিয়ে দেন। ভগবানে বিশ্বাস নেই, নির্ভরতা নেই, তাই ত এত দুঃখভোগ। এইরূপ জীবের সঙ্গ কর্‌লে বড় দুর্দ্দশা

হয়। এরা নিজেও দুঃখ ভোগ করে, আর অপরকেও ভোগায়। জীব আশায় বেঁচে আছে। কিন্তু বেশী আশা কর্‌লে দুঃখ পেতে হয়; এই জন্যই ভগবানের ইচ্ছাতে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। ভগবান্ অপার করুণাময়, তিনি আমা অপেক্ষা বেশী বোঝেন; অতএব তিনি দয়া ক'রে যা দিচ্ছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। এইরূপ বিচার কর্‌লে কোন দুঃখ থাকে না।

৭। রোগ হ'লে কিংবা বিপদ্-আপদ্ হ'লে অনেকে অস্থির হয়ে পড়ে। সে সময় খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে হয় এবং ভগবান্‌কে খুব ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত ডাক্‌তে হয়। চিকিৎসাদি দ্বারা যতটুকু সম্ভব, সাধ্য-মত রোগের প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত। তিনি (ঠাকুর) বলেছেন —ঔষধে কাজ হয় বৈ কি! দ্রব্যগুণ যাবে কোথা? তাতেও যদি কিছু না হয়, তা হ'লে তুমি ভেবে কি কর্‌বে? জান্‌বে, এখন তাঁর হাতে।

৮। ভক্ত ভগবান্‌কে কষ্ট দিবে না। তাঁর নাম নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লে তিনি খেতে দেবেনই—তবে তাঁকে কষ্ট দেবার কি দরকার? ভিক্ষা ক'রে খেয়ে এসে ধ্যান-জপ কর্‌লেই হয়! আবার মৌনী হওয়া কেন? (জনৈক সাধুর প্রতি)

৯। যার ভগবানের উপর নির্ভর নেই, সে আবার ধ্যান-জপ কর্‌বে কি! তাঁর উপর নির্ভর না হ'লে কিছুই হয় না।

১০। তপস্যা কর্‌বে কি? তপস্যার কথা মুখে এন না। তপস্বী-দের শরীর, মনের গঠন আলাদা। তবে যতটুক্ ভগবানের নাম করা যায়, ততটুকই ভাল; ঐ ছাড়া তোদের আর গতি নাই।

(জনৈক সাধুর প্রতি)

পবিত্রতা ও সৎ আদর্শ।

১। পবিত্র থাক্‌লে ধর্ম্ম একদিন না একদিন বুঝতে পার্‌বেই। সতের কাছে ভগবান্ প্রকাশিত হন, যেমন অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েছিলেন।

২। কলিতে জীবন-ধারণ ক'রে একটু মাছ-মাংস খেলেই বা তাতে এমন দোষ কি হয়? পবিত্র জীবনের কোন দোষ নেই। মাছ-মাংস খেয়ে তবু ভগবান্‌কে ডাক্‌ছে, ভগবান্ ভগবান্ কচ্ছে, আর তোমরা মাছ-মাংস না খেয়ে অপবিত্র ভাবে কাটাচ্ছো। হে জীব! পবিত্র হও, পবিত্র হ'লে ভগবান্ দয়া করেন।

৩। সত্রের—বিনা পরিশ্রমের ভাত কি সকলের সহ্য হয়? অনেক সময় উল্টো হ'য়ে যায়। সত্রের ভাত খেয়ে হজম করা শক্ত। কারণ, হাজার কামনা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। খুব ধ্যান-জপ কর্‌তে হয়—তবেই তার প্রভাব কাটে।

৪। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক্‌লে তিনি (ঠাকুর) যে কি খুসী হতেন, তা বলা যায় না। তিনি নোংরাপানা ভালবাস্‌তেন না। ভিতর বাহির সাফ্ থাকা দরকার।

৫। সাধুরা এই জগৎ থেকে চ'লে যাচ্ছে, বড়ই দুঃখের বিষয়। জগতের কি যে দুর্দ্দশা হবে, কে বল্‌তে পারে! সাধুকে বিরক্ত কর্‌লে তার দুর্দ্দশা হবে। সাধু গেলেই অকল্যাণ। যে সময় পড়েছে, সাধু থাক্‌ছে না। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, 'সাধু না থাক্‌লে ধ্বংস হবার লক্ষণ।' সাধু থাক্‌লে খুব জোর—অসৎলোক প্রবল হয় না।

৬। মুসলমান যদি যত্ন ক'রে দেয়, তা হ'লেও অক্লেশে খাবি ; কিন্তু Pure (শুদ্ধ) থাক্‌বি। শ্রদ্ধার দান সাত্ত্বিক। (জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি)

৭। শরীর নিয়ে সকলের সাথে সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ থাক্‌লে সব ভাল লাগে। অসুস্থ হ'লে আর কেউ দেখে না—কিছু ভালও লাগে না।

নিঃস্বার্থ প্রেম।

১। জীব ভগবান্‌কে শুধু ভালবাসাবশতঃই ডাক্‌বে—এরূপ খুবই বিরল, সন্দেহ নাই। গোপীদের এই ভাব।

২। ভগবানে প্রীতি থাক্‌লে বিষয়, মান, অপমান, লোক-লজ্জা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়। এ সব মিথ্যা,—মায়ার খেলা। প্রীতিই হ'লো প্রধান।

৩। বার মাস রোগীর সেবা করা কঠিন বৈ কি ? নিজের বাপ-মার-ই পারা যায় না—বিরক্তি আসে। যদি ঠিক্ ঠিক্ সেবা কর্‌তে পারে, তবে কল্যাণ হবে।

৪। স্নেহ * হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। ভগবানের দয়া না হ'লে স্নেহ হয় না। বিষয়ীদের স্নেহ লোক-দেখানো, সর্ব্বদাই স্বার্থে পূর্ণ। তাদের কি কখনও স্নেহ আস্‌তে পারে ? যাদের স্নেহ আছে, তারা ভাগ্যবান্। কোন পিত্তেশ না ক'রে যে স্নেহ করে, তার উপর ভগবানের খুব দয়া বুঝতে হবে।

৫। মানুষ সখের জিনিষ বড়ই ভালবাসে। ঠিক্ সেই রকম ভগবান্‌কে যখন ভালবাস্‌বে, তখনই ধর্ম্ম হবে।

---

*, ভালবাসা।

৬। আমরা মায়ার টানে ভালবাসি। ভালবাসা কি সোজা কথা? অবতার, মহাপুরুষেরা ভালবাসা কাহাকে বলে, জানেন। সাধুরা তাঁকে জেনে জীবের দুঃখ দূর করতে ব্যস্ত থাকেন। কিসে জীবের কল্যাণ হয়! এখন আর সেরূপ সাধু কোথায়? ভেগ আছে, কিন্তু সাধুত্ব কৈ? ঠিক্ ঠিক্ সাধু খুব কম।

৭। তোরা ভালবাসা-ভালবাসা মুখে করিস্? ভালবাসা বহু সাধনার ফলে হয়। জীবের সাধ্য কি যে ভালবাস্তে পারে? তাঁর দয়ায় জীবের ভালবাসা হয়।

কৃতজ্ঞতা।

১। মানুষ উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যায়, তাই ত দুর্দ্দশা। যে উপকার পেয়ে উপকার মনে রাখে, সেই মানুষ। যার দ্বারা কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তাকে কখনও ভুলা উচিত নয়। তা' ভুল্লেই দুর্দ্দশা হবে।

২। যার দ্বারা উপকার হয়, যদি তাকে উপকৃত ব্যক্তি মানে, তবে ত নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের ঘরে বাঁচোয়া। না মান্‌লে সেই ভুগ্‌বে।

৩। যার দ্বারা সৎকায হয়, তাকে কি ভুল্‌তে আছে?

৪। আলমোড়া পাহাড়ে স্বামিজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামিজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে ২৲ টাকা দিলেন। আমি বল্লাম, 'ঐ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ?' স্বামিজী বল্লেন,—'ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল,

২১ টাকা কি বলছিস্ ওরে লেটো, অসময়ের উপকারের মূল্য নেই।' * (স্বামী বিবেকানন্দ)

৫। কাঁকুড়গাছীতে স্বামিজী রাম বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন। রাম বাবু তখন পীড়িত। স্বামিজী অনেকের সাক্ষাতে রাম বাবুর জুতো এগিয়ে দিলেন। রাম বাবু বল্লেন—বিলে, করিস্ কি, করিস্ কি? স্বামিজী উত্তরে বল্লেন—রাম দাদা! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি? (স্বামিজী)

অহঙ্কার।

১। 'আমি অমুক, আমি খুব বড় লোক' এই ভাব থেকেই মনে অহং জেগে উঠে। কিন্তু 'আমা অপেক্ষা অনেক বড় লোক আছেন, আমি অতি সামান্য, আমি যা কচ্ছি, সে সমস্তই ভগবানের কৃপায়',— এইরূপ বিচার কর্‌লে অহং ক্রমে ক্রমে চ'লে যায়।

২। এ জগতে কেউ ছোট হ'তে চায় না। সবাই বড় হ'তে চায়। তাই ত এত গোলমালের সৃষ্টি। এক জন একটু নীচু হ'লে সব গোলমাল মিটে যায়। কিন্তু তা কিছুতেই হবে না, বলে—আমি ওর থেকে ছোট কিসে? এরই নাম অহঙ্কার। যত অনর্থের মূল ঐখানে। যদি সংসারে শান্তি পেতে চাস্, তবে ছোট হ'তে শেখ্ রে!

৩। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, 'সাধুর সব যায়, কেবল "আমি সাধু" এই অভিমান যায় না। একটু ছোট বল্লেই চোটে যায়। "আমি ছোট কিসে?" তোরা মান মান ক'রে ব্যস্ত হোস্। সাধুর আবার মান-অপমান

---

* স্বামিজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়া ভ্রমণ-কালে আহার বিহীনে কাতর হইলে ঐ ফকির কাঁকুড় খাওয়াইয়া ছিলেন।

কি রে? সাধুর কাছে মান-অপমান সব এক। মান ছুড়ে ফেলে দে। (জনৈক সাধুর প্রতি)

৪। নিজেকে বড় ব'লে মনে হ'লেই যত গোল। যার ছোট ব'লে মনে ধারণা, তার আর কিসের গোল?

৫। "অহংসে" (অহঙ্কারের জন্য) জীব দুঃখ পাচ্ছে। তাঁর দয়া না হ'লে 'অহং' যায় না।

নাম-মাহাত্ম্য।

১। চৈতন্যদেব যা ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বেশ সোজা। তিনি বলেছিলেন, 'জীব হরিনাম করুক্।' হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তখন বুঝতে পার্‌বে, ভগবান্ কি জিনিষ। আর বুঝবে যে, জগৎটা মিথ্যা।

দাসত্ব।

১। চাকুরীর চেয়ে বরং ভিক্ষা ক'রে খাওয়া ভাল। যে ভিক্ষা করে, তার যে দিন ইচ্ছা না হ'ল, সে দিন ভিক্ষায় বেরুল না। কিন্তু চাকুরে লোকের তা হবার জো নাই, ইচ্ছা থাক্ আর নাই থাক্, চাক্‌রীতে বেরুতে হবেই। স্বাধীন পেশা সবসে ভাল।

সদ্ব্যয় ও পরোপকার।

১। কলিতে অন্ন-দানের চেয়ে পুণ্য নেই। এমন কি, এক জন ভিখারীকেও এক মুঠো চাল দেওয়া ভাল—তাতে দাতারই কল্যাণ হয়।

২। ভগবান্ কাউকে অর্থ দেন, কিন্তু দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন না।

আবার যাকে দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন—তাকে অর্থ দেন না। যাকে দুই-ই দেন, বুঝতে হবে, তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

৩। ভগবান্ যতটুক শক্তি দিয়াছেন, ততটুক সৎকায কর—কাহারও যেন অনিষ্ট না হয়।

৪। ভগবান্ বল্‌ছেন, যতটুক পার, জীবকে রক্ষা কর। জীবকে নষ্ট কর্‌তে নাই। জীবকে রক্ষা কর্‌তে কর্‌তে আমাকে বুঝতে পার্‌বে যে, আমি কি জিনিষ।

৫। মহাপ্রভুর শিক্ষা যে,—গরীবকে ভুলো না, গরীবকে রক্ষা কর্‌লে ভগবান্ খুসী হন। যে রক্ষা করে, তার কল্যাণ হবেই।

৬। লোকে ভিক্ষা কর্‌তে এলে গালাগালি দিস্ কেন? ইচ্ছা হয়, খুসী হয়ে এক মুঠো দিবি; যদি দেবার মুরোদ না থাকে, তবে মিষ্টি কথায় বল্‌বি—দিতে পার্‌বো না। দুটো মিষ্টি কথা বল্‌তে কি পয়সা লাগে? দিবি ত এক মুঠো ভিক্ষা কিংবা একটি পয়সা, এই ত জিনিষ, তা অত লম্বা লম্বা কথার কি দরকার? নিজে ত ভিক্ষা করিস্ না, তা ওদের দুঃখ কি ক'রে বুঝবি? নিজে কখন যদি ঐ রকম অবস্থায় পড়িস্, আর ভিক্ষা কর্‌তে গেলে কেউ তোকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়, তা হ'লে তোর কি রকম দুঃখ হয়, একবার মনে মনে ভেবে দেখ। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৭। খুব দুর্ভিক্ষের সময় ভগবান্ পরীক্ষা করেন, 'কে ঐ সময়ে সাহায্য করে।' ঐ মাড়োয়ারী কাপড় দিয়ে এত লোকের লজ্জা নিবারণ কর্‌লে—এ কি কম ভাগ্যের কথা! দুর্ভিক্ষের সময় যার দুমুঠো খাবার আছে, তার এক মুঠো দিয়েও সাহায্য করা উচিত। যে না করে, সে দেশের কাছে, ভগবানের কাছে দোষী।

৮। অন্ন-কষ্টের মত কষ্ট নাই। লোকে পেট ভরেই খেতে পায় না, আবার ধর্ম্ম কর্‌বে কি ? পেট ভরে দুমুঠো খেতে না পেলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হয় না।

৯। তিনিই সব করাচ্ছেন। আগে থাক্‌তে সব বন্দোবস্ত যোগাড় করা আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেই তা আপনি এসে জুটবে। গরীবের প্রতি দয়া কল্লে নিজেরই কল্যাণ হয়। গরীবকে যে রক্ষা করে, ভগবান্ তাকে রক্ষা করেন, এতে কোন সংশয় নেই। (জনৈক সাধুর প্রতি)

১০। নিজের স্বার্থের জন্য সব খরচ কর্‌তে পারে, কিন্তু দেবতার জন্য পাঁচ পয়সা খরচ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়। শাস্ত্রে আছে, দেবতা, সাধু আর তীর্থস্থানের পাণ্ডাকে কিছু দিতে হয়। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, ঠাকুরের কাছে, রাজার কাছে ও সাধুর কাছে কিছু কিছু নিয়ে যেতে হয়। শুধু হাতে দর্শন কর্‌তে নেই। ওটা হলো ভেকের মান্য।

১১। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, 'সাধুকে খাওয়ান খুব ভাল, বিশেষতঃ কাশীতে।' কলিতে অন্নদানের মাহাত্ম্য আছে।

১২। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস্তবিক সৎ-পণ্ডিত লোক। নিজে খেটে উপার্জ্জন ক'রে দান করেছেন। যেমন কর্ম্ম, তেমনি নাম। খুব ত্যাগী। খাটুনির পয়সা ওঁর সার্থক।

১৩। পর-সেবায় যিনি জীবন দিয়েছেন, যাঁর আপন-পর ব'লে কিছুমাত্র ভেদ নাই, যিনি পরের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝতে পেরেছেন,—তাঁর চেয়ে আর ভাগ্যবান্ কে ? আমরা এমনই স্বার্থপর হ'য়ে পড়েছি যে, বিপদে-আপদে কাউকেও দেখি না, পরের কুৎসা ল'য়েই ব্যস্ত এবং পরশ্রীতে কাতর হই। পরের উন্নতি যেন চোখে দেখতে পারি না, সেই জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা। যদি ঠিক নিঃস্বার্থভাবে পর-সেবা

ইত্যাদি করা যায়, তা হ'লে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হ'লে বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আসে।

১৪। স্বামী কি শান্তি দিতে পারে? শান্তিদেনেওয়ালা এক ভগবান্। তবে বিদ্যা-স্ত্রী স্বামীর কল্যাণের জন্য দান ক'রে থাকে। স্বামীর জন্য জপ করে। দেখ না, বলরাম বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকেরা গোপনে গোপনে দান কর্‌ছে। স্বামীর যাতে সুখ হয়, মঙ্গল হয়। ও রকম বিদ্যার ঘর কি আর আছে?—যাদের মেয়েরা সংসারের কল্যাণের জন্য—দীন-দুঃখীর, সাধু সন্ন্যাসীর—দেবতার সেবা গোপনে গোপনে করে। আগে সব এমনি ছিল। (জনৈক স্ত্রীলোকের প্রতি)

সংশয় ও অবিশ্বাস।

১। যতদিন না গুরুর উপর ঠিক্ ঠিক্ ভক্তি-বিশ্বাস হয়, তত দিন যার তার কাছে উপদেশ নিতে যেতে নেই। তাতে গুরুর উপর সংশয় আস্‌বার সম্ভাবনা, একবার গুরুতে সংশয় এলে তা দূর করা বড়ই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়।

২। পরকে কেন মানি? নিজের দুঃখ যায় না ব'লে, নিজের উপর বিশ্বাস নাই ব'লে। নিজের উপর যার বিশ্বাস আছে—সে কি অপরের (সাহায্যের) আশায় ব'সে থাকে?

৩। গুরুর কৃপা না হ'লে সংশয় যায় না। তাঁর কৃপা পেতে হ'লে—অচল-অটল ভক্তি চাই!

৪। সন্দেহ দূর হতেই হবে। সন্দেহ না গেলে কিছুই হবে না। সর্ব্বদা ভগবানের নাম কর্‌লে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তিনিই সংশয় করান, আবার তিনিই তাহা দূর করেন।

৫। রোগের সময় 'বাবা তারকনাথ, বাবা তারকনাথ' কচ্ছে? অন্য সময় তারকনাথের নামটি পর্য্যন্ত লয় না, তাতে আর হবে কি?

৬। চিরকাল খারাপ কাজ ক'রে এসেছে; তাই ভগবানে একবার বিশ্বাস হয়, আবার হয় না।

৭। সকলেই 'কৃপা করুন, কৃপা করুন' ক'রে চেঁচাচ্ছে। বাস্তবিক ভগবানের কাছে কৃপা চায় কে? যদি শরীর ভাল থাকে এবং টাকা-পয়সা থাকে, তা হ'লে সে নিজেই এক জন ভগবান্ হ'য়ে দাঁড়ায়। সে কি আর ভগবান্‌কে মানে?

৮। তোমায় কি বল্‌ব, ভগবান্ আছেন কি না? তিনি সাকার কি নিরাকার, এই সিদ্ধান্ত কর্‌তেই যখন তোমার পঞ্চাশ বছর গেল, শেষে আর জপ-ধ্যান কবে কর্‌বে? (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৯। জীবের কি কোন কালে গতি আছে? সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাচ্ছে, তা ফেলে দিচ্ছে—নিজের বুদ্ধি-মতলব বড় কর্‌বার জন্য।

১০। কেউ এ জগতে কর্ম্ম না ক'রে থাক্‌তে পারে না। কেউ সৎকর্ম্ম কর্‌ছে, আবার কেউ অসৎকর্ম্ম কর্‌ছে। যে সৎকর্ম্ম করে, ভগবান্ তার প্রতি খুসী হন ও লোকে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আর অসৎকর্ম্ম কর্‌লে লোকে গালি দেয়। যে ভগবানের বাক্য শোনে, তাঁর হুকুম প্রতিপালন করে,—সে সৎকর্ম্ম কর্‌বেই, আর যার ভগবানের বাক্য মিথ্যা ব'লে বোধ হয়, সেই-ই অসৎকর্ম্ম কর্‌বে।

১১। তাঁর জিনিষ শ্রদ্ধা ক'রে নিবেদন কর্‌তে কষ্ট হয়, বিরক্তি হয়, এ কি কম দুঃখ? ওরে, তোদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই ব'লেই ত এত দুঃখ পাস্।

১২। এ জগতে সকলেই ঠকা'তে চায়। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে

ঠকাচ্ছে, আর অন্যের কথা ছেড়ে দাও। ঠকাঠকি চল্‌ছে। যে অপরকে ঠকাতে যায়—সে নিজেই ঠকে; ঠকাবার আগে সে নিজেই ঠকেছে!

১৩। উপকার কর্‌লে ভুলে যায়। দেখ না, যে মাতা-পিতা প্রাণ দিয়ে সন্তান লালন-পালন করে, কিন্তু শেষে সেই সন্তানই মাতা-পিতাকে ভুলে যায়, অন্যের কথা দূরে থাক্। এরই নাম কলি।

প্রার্থনা।

১। ঠিক্ ঠিক্ প্রার্থনা কর্‌লে তিনিই টেনে নেন। তিনি (ঠাকুর) আমাকে ও রাখাল মহারাজকে প্রার্থনা কর্‌তে বল্‌তেন। প্রার্থনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়, ভগবান্‌ই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ভগবান্ চান—পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবনের মূল্য তিনি বোঝেন।

২। যে ভগবান্‌কে ডাক্‌বে, ভক্তি কর্‌বে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে থাক্‌বে, সে বুদ্ধিমান্। তাঁকে অন্তরে অন্তরে নিজের অবস্থা জানাও; তিনিই সব ঠিক ক'রে দেবেন। তাঁকে জান্‌তে চাইলে তিনিই কৃপা ক'রে জানিয়ে দিবেন।

৩। গুরুর কাছে, ভগবানের কাছে কাম-ক্রোধ দমনের জন্য খুব প্রার্থনা কর্‌তে হয়। গুরুকে ভগবান্ মনে হ'লেই কায হ'ল।

৪। তাঁকে দুঃখ জানাবে বৈ কি? সংসারে ত তিনিই লাগিয়েছেন। তাঁর সংসারের জন্য খাট্‌ছ, এইরূপ মনে কর্‌বে। তাঁকে দুঃখ জানা'তে দোষ কি?

৫। ভগবান্‌ই কর্ম্মে লাগিয়েছেন, আবার তিনিই কর্ম্ম কাটিতে পারেন। ভগবান্‌কে অন্তরে জানাও, অবশ্য তিনি জানিয়ে দিবেন।

৬। সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবান্‌কে ডাক্‌বে, না সাধুর কাছে

এসে মিছামিছি বকা, এতে কি কোন ফল হবে? সন্ধ্যার সময় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে ভগবানের নাম নিতে হয়। সাধু এ সব লোকের সঙ্গ কর্‌বে না।

সত্য কথা।

১। সত্যকথা বল্‌তে টেক্স লাগে না, খাজনা দিতে হয় না, তখন সত্যকথা বল্‌বার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? যারা একটা সত্যকথা বল্‌তে জানে না, তারা আর ধর্ম্ম কর্‌বে কি?

২। যে ভয় করে, সংশয় করে, তার কি সংসারে, কি ধর্ম্ম-জগতে কোথাও উন্নতি হয় না। এতে মন সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। যিনি সত্য-লাভের জন্য জগৎ আছে কি না আছে, গ্রাহ্য না ক'রে এগিয়ে পড়েন, তিনিই বীর, তিনিই শ্রেয়োলাভ করেন।

৩। যারা একটা সত্যকথা বল্‌তে পারে না, তারা আবার ধ্যান-জপ কর্‌বে কি? যারা ধ্যান কর্‌তে পারে না, তারা গরীব-দুঃখীকে যতটুক পারে সাহায্য করুক্—সেবা করুক্। তাতে ভগবান্ খুসী হন।

৪। হে জীব! সত্যকে ভালবাস্‌বার চেষ্টা কর, সত্য উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা কর। ভগবান্ সত্যস্বরূপ—সেখানে মিথ্যা, হিংসা যেতে পারে না, সেখানে কোন ভেল নেই।

ব্যাকুলতা ও অনুরাগ।

১। সংসারে ছেলে-মেয়ে, ধন-দৌলত সব থাক্‌তেও যাঁর ভগবানের জন্য অভাব-বোধ হয়, তিনিই ভাগ্যবান্। যে অভাব বোধ করে সেই ভগবান্‌কে ডাকে। এই সংসারে সাধারণে দেহ-সুখ নিয়েই ব্যস্ত। যতটুক্ ভগবান্‌কে ডাকা হয়, ততটুকুই ভাল।

২। দুঃখ জানাতে শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর ধন-জনের কিছুরই অভাব ছিল না, তথাপি কি যে অভাববোধ কর্‌তেন, তা আমরা কি বুঝ্‌বো ?

৩। হাবাতে সন্ন্যাসী—হাবাতে সংসারী হোস্ না। প্রত্যেকে আপন আপন আশ্রমের আদর্শ হ'তে চেষ্টা কর্। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী হয়েছিস্ কি জন্য ? বাপ-মা কাঁদিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছিস্ ঈশ্বর-লাভের জন্য ত ! সাবধান ! তোদের এক ক্ষণও বৃথা না যায়। তোদের যতক্ষণ শরীর থাক্‌বে, ক্ষণকালের জন্যও অলসতাকে প্রশ্রয় দিবি না ; তপস্যায় লেগে থাক্‌বি। তোদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখতে হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন। আড্ডা দিয়ে গুল্‌তোনি ক'রে বেড়ালে ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বরলাভ কর্‌তে হ'লে সাধন-ভজন চাই। নিঃসহায় নিরালম্ব হয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে বেরিয়ে পড়্। **একটা নির্জ্জন স্থান দেখে তপস্যায় লেগে যা। সন্ন্যাসীকে নির্ভীক হ'তে হবে। সব মায়া পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। দেহেরও মায়া পরি-ত্যাগ কর্‌তে হবে। পূর্ণ ত্যাগী না হ'লে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয় না।**

(জনৈক সাধুর প্রতি)

৪। 'প্রীতিসে' (প্রীতির সহিত) সৎকায করা আর বাধ্য হ'য়ে কায করা অনেক তফাৎ। যে প্রীতিসে কর্ম্ম করে, তার উন্নতি হবেই। প্রীতি-ভক্তিতে ভগবান্ বাধ্য হন। 'প্রীতিসে' প্রীতি বাড়ে।

৫। ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন ? যদি ব্যস্ত হ'তে হয়, তবে ভগবানের জন্য হওয়া উচিত। বাজে কাযে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি ?

ভগবদিচ্ছা ও কৃপা।

১। ভগবানের যুক্তি এক, মানুষের যুক্তি আর এক রকম— অনেক। ভগবান্ মানুষের যুক্তি অনুসারে চল্‌তে পারেন না।

২। ভগবান্ কাহাকেও বড় করেন, আবার কাহাকেও ছোট করেন। তার অর্থ কি? সংসারেই দেখা যায়, ধনীলোক মৃত্যুর সময় তার বিষয়-সম্পত্তি তার উপযুক্ত সৎপুত্রের হাতে দিয়ে যায়। কারণ, সে জানে, এ ছেলেটা নিজেও খাবে, অপর ভাইদেরও দেবে। লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের দিয়ে যায় না; তারা নিজেও খাবে না, অপর ভাইদেরও দেবে না। সেই রকম, ভগবান্ এমন লোককে শক্তি দিয়ে বড় করেন, যার দ্বারা অপরের উপকার হবে।

৩। ভগবান্‌কে ঠিক্ ঠিক্ ডাক্‌লে তিনি বাধা-বিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—কর্ম্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি ইচ্ছা কর্‌লে কি না কর্‌তে পারেন?

৪। ভগবান্ কি গাছের ফল যে, তাঁকে ইচ্ছামাত্রই পাবে? তাঁকে পেতে হ'লে তাঁর কৃপা চাই, দয়া চাই। তাঁর কৃপা লাভ কর্‌তে হ'লে সাধুদের ভালবাসা আশীর্ব্বাদ পেতে হয়। ভগবান্ আছেন ব'লে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস ক'রে যেখানে ব'সে ডাক্‌বে, সেইখানেই পাবে।

৫। ভগবানের মায়া বুঝা কঠিন। ক্ষুদ্রজীব হয়ত মনে করে— লাফিয়ে গাছে উঠি, চন্দ্র-সূর্য্য ডিঙ্গিয়ে যাই! কিন্তু তারা বুঝে না, ভগবানের দয়া ব্যতীত কিছুই হয় না। তাই ত জীবের এত দুর্দ্দশা। তাঁকে ছেড়ে কি কোন কায হয়?

৬। ঈশ্বরের দাস ভিন্ন আবার কার দাস হব ? ঈশ্বরের দাস হ'লে হিংসা চ'লে যায়, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব হয়,—মোক্ষ হয়।

৭। ধ্যান-জপ কর্‌বার যে ইচ্ছা, সে-ও তাঁর দয়া বুঝতে হবে।

৮। অর্থ থাক্‌বে অথচ সদ্‌বুদ্ধি হবে, এ ভগবানের কৃপা চাই।

৯। বড় হব মনে কল্লেই কি বড় হওয়া যায় ? ভগবান্ যাকে বড় করেন, সেই বড় হয়।

১০। ভগবানের কৃপায় ভগবান্ পাওয়া যায়। সাধন-ভজন কর্‌লে বুঝা যায়, তিনি সাধন-লব্ধ নন। তাঁর কৃপাই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। তপস্যা না কর্‌লে তাঁকে জান্‌তে পারা যায় না। যত পবিত্র হবে, তত তাঁকে বুঝতে পার্‌বে। সাধন না কর্‌লে তাঁকে কি বুঝা যায় ?

১১। ভগবান্ যাকে আরাম দেন, তাকে দুঃখ দিবে, এমন সাধ্য কার ?

১২। গেরুয়া কাপড়ের মূল্য কেউ দিতে পারে না ; ভগবানের বিশেষ শক্তি ও কৃপা না থাক্‌লে কেউ গেরুয়া পর্‌তে পারে না। তবে যার কাছে ভগবান্ মিথ্যা, তার কাছে ওর কোন দাম নেই। আধ-পয়সা গেরুয়া রং কিনে গেরুয়া পর্‌লেই হলো ? হিংসে, মান, অপমান, রাগ যাতে না হয়, এই জন্য ত গেরুয়া পরা। যে সে পারে না।

১৩। ঠাকুর যার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন, সেই বেঁচে যায়। কার সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য নিজের চেষ্টায় রক্ষা করে। ওকে দেখলে বড়ই আনন্দ হয় !—একে যুবক তায় স্ত্রীর বয়স আঠার বছর, ভাই-ভগ্নীর ন্যায় আছে, ঠাকুরই রক্ষা কর্‌ছেন।

বিশ্বাস কথাটা বড় শক্ত। যাবৎ ভগবান্ লাভ না হয়, ততদিন বিশ্বাস

হয় না। যখন লাভ হবে, তখন সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধ থাক্‌লেও বিশ্বাস টল্‌বে না। ব্রহ্মচর্য্য না থাক্‌লে ভগবান্ লাভ হয় না।

১৪। বাপ কোন ছেলেকে খাটিয়ে বিষয় দেয়, আবার কাউকে না খাটিয়ে বিষয় দেয়। তেমনি ভগবান্ কাউকে কর্ম্ম না করিয়ে দয়া করেন, আর কাউকে কর্ম্ম করিয়ে দয়া করেন। সে ভগবানের খুসী।

১৫। তাঁর দয়া হ'লে কত উপদেশ পাবে! কিন্তু জীবনে প্রতি-পালন না কর্‌লে—কেবল উপদেশ শোনায় লাভ নাই।

১৬। ভগবানের ভালবাসা ভিন্ন দুঃখ দূর হয় না। জগতে কত বড় বড় লোক আছে, কিন্তু তাদের ভালবাসায় শান্তি হয় না। এ জন্য চাতকের উপমা দিয়েছেন। নদীর জলে শান্তি পায় না। যদি ভগবান্ ভালবাসে, জন্ম হয় ভাল, না হয় ভাল। গরীবের ঘরেই হউক আর ধনীর ঘরেই হউক, সে শান্তিতে থাকে। একেই বলে গুরু, ইষ্ট, ভগ-বানের (দয়া) ভালবাসা।

১৭। মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার কর্‌লেন। ওঁদের অসৎ গ্রহণ কর্‌বার এবং সৎ দিবার ক্ষমতা আছে। ত্যাগী না হ'লে ওঁদের মর্ম্ম বুঝতে পারে না।

১৮। তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, তা হ'লে গরীব-ঘরে ভিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি সন্তুষ্ট না হ'লে ধনী-ঘরেও ভিক্ষা পাওয়া যায় না। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, ভিক্ষার অন্ন পবিত্র। তাই সাধুরা ভিক্ষা করে।

১৯। টাকা-পয়সার জন্য তপস্যা কর্‌তে হয় বৈ কি? কেউ এ সংসারে এক মুটো খেতে পায় না, আবার কেউ দশজন লোককে খাওয়ায়। অন্ন দেওয়া খুব ভাগ্যের কথা। দাসত্ব ক'রে যে পাঁচজনকে অন্ন দেয়, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ। তার প্রতি ভগবানের যথেষ্ট দয়া আছে জান্‌বে।

২০। ঠাকুর বল্‌তেন, ত্রিশ বছরের এদিকে রক্ত বন্‌-বন্‌ করতে থাকে, সব ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল হয়; ঐ সময় ভগবান্ যাকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষা পায়। ত্রিশ বছর পার হলেই রক্তের তেজ কমতে থাকে। সাধন-ভজন ঐ সময়ের মধ্যেই করা দরকার। বয়স হ'লে কিছু হয় না। বুড়ো বয়সে কি ধর্ম্ম হয় রে?

সাধু-দর্শন ও তীর্থমাহাত্ম্য।

১। তীর্থস্থানে নিদেনপক্ষে একটা শীত একটা গ্রীষ্ম কাটান দরকার। বেশী দিন না থাক্‌লে তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। আজকাল রেল কোম্পানীর কৃপায় যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়েছে; এখন আর তীর্থ কর্‌তে কোন কষ্ট নেই। আগে রেল ছিল না, পায়ে হেঁটে তীর্থ কর্‌তে যেত; যাবার আগে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেত। সে সময় বড় কষ্ট ছিল; তাই লোকের খুব ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। কষ্ট না পেলে ভগবান্‌কে মনে হয় না। এই দেখ, এখন সুখে গাড়ী চ'ড়ে আসে, একটা হৈ হৈ ক'রে চ'লে যায়—ভক্তি-বিশ্বাস কিছু নেই! এখন তীর্থের নাম ক'রে বেড়াতে বেরোয়, দু'চার দিন থেকে চ'লে যায়—তীর্থের মাহাত্ম্য কি বুঝবে? এই কাশী-ক্ষেত্র দেখছো, আগেও দেখেছি, কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তীর্থগুলো এখন বদ্‌মাইসের আড্ডা হয়েছে, তাই ভাল লোকেরা বিশেষ থাক্‌তে চায় না। ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে তীর্থে থাক্‌তে হয়;—তা না হ'লে অধঃপতন হয়। যত লোক্ পাপ ক'রে যায়, সেই সমস্ত পাপ বিশ্বাসহীনের ঘাড়ে চ'ড়ে তাকে দুঃখ দেয়।

২। কারুর শরীর গেলে গঙ্গাতীরে কর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদি) করা ভাল।

কাশী যেমন তীর্থ, তেমনি গঙ্গা। এই সব জায়গায় কর্ম্ম করলে অনেক কল্যাণ। আর হিন্দু আমরা, আমাদের ঐরূপ একটা সংস্কার রয়েছে।

৩। দক্ষিণেশ্বরকে যে না মানবে, তার কি হবে? তাঁর খুব মাহাত্ম্য। সেখানে মা কালী রয়েছেন, বিষ্ণু রয়েছেন, দ্বাদশ শিব রয়েছেন, মা গঙ্গা রয়েছেন। নিশ্চয়ই তীর্থ-ভূমি। আর তিনি নিজে অতদিন সেখানে থাকলেন, কত তপস্যা করলেন। কত সাধু, মহাত্মা, ওখানে এসেছেন আর যত ভক্ত সব ত ওখানেই হলো, ওখানেই ত সব। দক্ষিণেশ্বর বাদ দিয়ে ঠাকুরের কোন কথা লেখাই চলে না। যেমন বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণের কথা লেখা; অযোধ্যা ছেড়ে রামের কথা লেখা—নিষ্ফল।

৪। স্ত্রী-পুত্রকে বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করাতে নিয়ে এসেছ, ভাল কাজ করেছ। কিন্তু এবার যখন কাশী আসবে, একলা এস। এখানে কিছুদিন সাধন-ভজন করতে চেষ্টা করবে। ঠাকুর বলতেন, নির্জ্জনে সাধন করতে হয়। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৫। তুমি রবিবার অথবা ছুটির দিন দক্ষিণেশ্বর কিংবা মঠে যাবে, কিছু ফল, মিষ্টি নিয়ে যাবে। ঐ সব জায়গায় গেলে বেশ উদ্দীপনা হয়, মন পবিত্র হয়। ছুটি বা অবসরের দিন ঐ ভাবে কাটান ভাল বৈ কি? সকল সময় কি কাজ ভাল লাগে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৬। কাশী তপস্যার জায়গা, সখের স্থান নয়। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে লোক আসে, তবে থাকতে থাকতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়; কারণ, কর্ম্ম করে না। তীর্থস্থানে মিথ্যা কথা বলা, জোচ্চুরি করা উচিত নয়।

৭। ৺কাশী ছেড়ে যাবি কোথায় রে? এখানে যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা বিরাজ কচ্ছেন!

৺বদরী কেদার যেতে হ'লে কত কষ্ট-অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয় রে ? তোর গুরুর জীবন দেখ না ? তিনি এ স্থানে কেমন জীবন কাটালেন। আচ্ছা ! ইচ্ছে হচ্ছে, একবার ঘুরে আয়। আবার কাশীতেই আস্‌বার চেষ্টা কর্‌বি। এথায় সাধন-ভজন কর্‌লে অল্পতেই সিদ্ধ হয়। এ সত্য কথা। এখানে সাধন-ভজন কর, বিশ্বনাথের কৃপা পাবি। অন্যত্র যাবার দরকার কি ? এখানে আর কিছু না হোক্, দুখানা গেরুয়া কাপড় দেখলেও মনটায় উদ্দীপনা হয়।

৮। মহাপ্রভুর পুরী-তীর্থ বাস আর সংসারীর তীর্থবাস বহু তফাৎ। উনি শ্রেষ্ঠ অবতার, উনি জ্ঞান-ভক্তি দিতে পারেন। এক সঙ্গে খেলেই যদি সকলে পরমহংস হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। পুরীতে যতক্ষণ বাস, ততক্ষণ ঐ সংস্কার থাকে। পুরী থেকে এলেই সেই জাতি, কুল, মান, শীল ইত্যাদি নিয়ে সংসারীরা ভেদাভেদ করে।

৯। সাধুদর্শন, এ তীর্থ সে তীর্থ, কি বিগ্রহদর্শন ইত্যাদি প্রথমতঃ কিছুদিন ক'রে বেড়াতে হবেই। তা বেশ। তবে আদর্শটি ভুল না হয় এবং নিজের ভাব নষ্ট না হয় ; সেটি লক্ষ্য রেখে সব কর্‌তে হয় ! নচেৎ সে স্থানে না যাওয়াই শ্রেয়ঃ। '**আপন ভাবে আপনি থাক, যেও না মন কারু ঘরে।**'

১০। ৺কাশী দর্শন কর্‌বে, এখানে (কাশীতে) তাঁকে নিয়েই সব। এখানে এসে ৺বিশ্বনাথ দর্শন কর্‌তে হয়। প্রত্যক্ষ দেখছি, জগৎটা মিথ্যা—তোমার কথা শুন্‌ব কেন ? একমাত্র বিশ্বনাথই সত্য।

১১। ঠাকুর বলেছেন, 'ওরে সাধুরা চারধাম ঘূরায়ে তবে চেলাকে কৃপা করেন। এখানে চারধাম ঘূর্‌তে হয় না, কোথায় যাবি ! এখানে প্রসাদ পাচ্ছিস্।' তখন আমার একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল।

চৈতন্য মহাপ্রভু।

১। মহাপ্রভুর উপদেশ—ত্যাগী হও, ভিক্ষে ক'রে খাও। তাঁর উপর নির্ভর কর। কয়েক জন মাত্র তাঁর এই হুকুম প্রতিপালন করেছিলেন। কার ইচ্ছা যে, সংসারের ভোগসুখ সব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর-লাভের জন্য ভিক্ষে ক'রে খাই? তবে যার উপর ভগবানের কৃপা হয়, সেই পারে।

২। চৈতন্যদেব জীবের দুঃখে কেঁদে বলেছিলেন,—'সংসারী জীবের গতি কোন কালে নাই।' আরও বলেছিলেন, 'হে জীব! যদি সুখে থাকৃতে চাও, তবে আমার কথা শুন।' যতদিন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের কথা শুনেছিল, ততদিন সুখে ছিল, ভাল ভাল লোক জন্মেছিল, খাবার কোন কষ্ট ছিল না। এখন তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছে, ভাল ভাল লোক জন্মায় না, দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়েছে। বছরে বছরে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন হচ্ছে ও কত লোক মারা যাচ্ছে, তবু হতভাগ্য জীবের চৈতন্য হয় না। এখনকার লোকের খারাপ কর্ম্ম, কষ্ট পাচ্ছে। দেখ, চৈতন্যদেব স্বয়ং অবতার, তাঁরই কথা উড়িয়ে দিয়েছে। বলে,—'আমি মানি না।' আর তোমার আমার কথা কে শুনে!

৩। মহাপ্রভুর শিক্ষা—'নিজের ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা' সাধন বিষয় গোপন রাখতে হয়।

৪। চৈতন্য মহাপ্রভু বল্‌তেন যে, যাকে দেখলে আপনা-আপনি মন প্রফুল্ল হয়, সেই ভক্ত। আর যাকে দেখে আপনা-আপনি মন কুণ্ঠিত হয়, সে ঈশ্বরবিমুখ।

আচার্য্য ও প্রচারক।

১। ভগবানের কৃপালাভ না হ'লে কি কেউ নেতা হ'তে পারে? তিনি যাকে নেতা করেন, সেই নেতা হয়।

২। অবতারদের কৃপায় কত পরমহংস হয়। অবতারেরা শরীরধারণ ক'রে দেখিয়ে দেন, আমরা জগতে এসে কি কচ্ছি। তোমরাও এই কর, তা হ'লে তোমাদের উন্নতি হবে।

পিতৃ-মাতৃভক্তি।

১। জগতে সকলের চেয়ে ভালবাসে মা। পরিবার (স্ত্রী) গেলে পরিবার পাওয়া যায়, কিন্তু মা গেলে মা পাওয়া যায় না। কাজকর্ম্ম ক'রে ঘুরে ফিরে এসে মার সঙ্গে কথা বল্‌লে প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়। ঐহিক সুখ ত্যাগ না কর্‌লে মাতৃ-ভক্তি হয় না। মার চেয়ে ভালবাসেন—ভগবান্।

২। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ মুক্তিদাতা, কর্ত্তা, বিধাতা। তিনিও সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রে পিতা-মাতার সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাঁদের ভরণ-পোষণ করেছিলেন। হে জীব! তোমরাও পিতামাতাকে ভক্তি কর, পূজা কর। যে পুত্র ঐরূপ করে, সেই ভাগ্যবান্।

৩। লোকে ধর্ম্ম কর্‌বে কি? গর্ভধারিণীকে টাকা দিতে কষ্ট হয়, যার দয়ায় জগৎ দেখেছে। ঠাকুর বা সাধু-সেবার কথা ছেড়ে দাও। মা ছেলের জন্য কত কষ্ট করে, তা সব ভুলে যায়।

৪। যে বাপ-মাকে মানে না, তার ধর্ম্ম কোন কালে হবে না। বাপ-মা অসুখে পড়লে এমন এমন অকৃতজ্ঞ ছেলে মেয়ে আছে যে, অসুখের সময় ফেলে চলে যায়। হয়ত সেই বাপ-মার সঙ্গতি আছে,

ছেলেকে উপায় ক'রে খাওয়াতে হয় না। তাঁরও আদেশ রয়েছে যে, বাপ-মার জন্য চাকরীও করতে পার। খালি দেখা-শুনা করবে এই সামান্য কষ্টটুক পারে না, তার ধর্ম্মে কি হবে? চাকুরী ক'রে খাওয়ান দূরে থাকুক, কর্ম্ম না থাকার জন্য এই দুর্দ্দশা। কর্ম্ম—তপস্যা থাকলে বুঝতো।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল।

১। দোষ গুণ সকলেরই আছে। তা না হ'লে জন্ম হবে কেন? সৎ কি অসৎ কর্ম্ম যাই কর, তার ফল ভোগ করতে হবে। তবে অসৎ-কর্ম্মের চেয়ে সৎকর্ম্ম খুব ভাল; সৎকর্ম্ম ভগবানের দিকে নিয়ে যায়।

২। কর্ম্ম না করলে কি চলে; ভগবান্ই আমাদের কাযের মধ্যে রেখেছেন—তিনিই ইচ্ছা করলে আমাদের কর্ম্মের পাশ কেটে দিতে পারেন। নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকলেই কি কর্ম্মপাশ কাটে? আর নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকবার যো কি? সেই জন্য আমাদের—তাঁরই কর্ম্ম জেনে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ক'রে কায করতে হবে।

গুণগ্রহণ করবার ক্ষমতার নাম পাণ্ডিত্য। ভগবান্ সকলের গুণগ্রহণ করেন। আর যিনি ঐরূপ করেন, তিনিও তাঁর দাস।

৩। ভগবানের দয়া না হ'লে ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্ম হয় না। তিনি যাঁর প্রতি কৃপা করেন, তাঁকে কর্ম্ম দিয়ে কর্ম্ম করিয়ে নেন। হিংসা করলে কি হবে, যিনি কর্ম্মী, তিনিই বড় হন। অমুকের মত বড় হব মনে করলেই কি বড় হয়? তাঁরা কত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছেন, তবে না বড় হয়েছেন? কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে ভগবান্ ঘৃণা করেন। পৃথিবী কর্ম্ম-ক্ষেত্র। যে বেশী কর্ম্মী, তাঁকেই বেশী ক'রে খেতে পরতে দেন। কর্ম্মতেই

বড় করে, আবার কর্ম্মতেই ছোট করে। মানুষ কি আর ভাল মন্দ আছে ?—কর্ম্মই হ'ল প্রধান। কর্ম্মের জন্য কেউ বা পূজা পাচ্ছে, কেউ বা গাল খাচ্ছে। যারা কর্ম্ম করে, পূজা পায়, তারাই ধন্য। যাঁরা নিঃস্বার্থ-ভাবে কায করেন, তাঁরা বলেন, কর্ম্ম না কর্‌লে কি চলে ? ভগবান্‌ই কর্ম্ম লিখেছেন—তিনিই আবার কর্ম্ম কাটেন। 'করম্‌সে' করম কাটে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। কর্ম্মের দ্বারাও ভগবান্‌কে বুঝা যায়।

৪। সকলকেই কাঁদ্‌তে হবে—না কেঁদে উপায় নেই। কেউ ভাইয়ের জন্য—ছেলের জন্য কাঁদ্‌ছে। যারা ভাই—ছেলের জন্য কাঁদে, তারা জীব,আর যারা ভগবানের জন্য কাঁদে, তারা যথার্থ ভাগ্যবান্ পুরুষ।

৫। যার ভোগ আছে, সে ভুগবেই। বাধা দিলে কি হবে ! মাঝে থেকে অপরের বিষ-নজরে পড়া। ভগবান্‌কে নিয়ে পড়ে থাক্, তা হলেই কল্যাণ হবে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৬। **ভগবান্ জীবের কর্ম্ম দেখেন, জন্ম দেখেন না।** বামুনের ঘরে জন্মে যদি সৎকর্ম্ম না করে, তা'তে কি হবে ? নীচঘরে জন্মে যে সৎকর্ম্ম করে, ভগবানকে ভক্তি-বিশ্বাস করে, তার জন্ম সার্থক।

৭। জীব কর্ম্ম কর্‌তে বাধ্য। সৎকায কর্‌লে নিজেরও কল্যাণ, পরেরও কল্যাণ। আর অসৎকায কর্‌লে নিজের এবং অপরের সকলেরই অকল্যাণ।

৮। কর্ম্মের দ্বারা জীব হয়, কর্ম্মের দ্বারাই দেবতা হয়।

৯। কার দ্বারা ভগবান্ কি কর্ম্ম করান, তার কি কিছু ঠিক আছে ?—

পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারেও কর অধোগামী।
(সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি)

১০। ভগবান্‌কে প্রাণভরে ডাক্‌লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। বাজে গল্প না ক'রে ভগবদ্‌চর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা কর, নিজেরই কল্যাণ হবে। এমন কর্ম্ম কর্‌তে হয়, যাতে ভগবান্ খুসী হন।

১১। যত দিন বাঁচতে হবে, তত দিন কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। কর্ম্ম না ক'রে উপায় নাই। সাধুরা ভগবানের কর্ম্ম করেন, গৃহস্থেরা সংসারের কর্ম্ম করেন; তবে যদি ভগবানে মন থাকে, তা হ'লেই বাঁচোয়া।

১২। মানুষ সবই এক, কেবল কর্ম্মেই পৃথক্ করেছে। ভগবান্‌কে যতটুক দিবে, ততটুক পাবে। চারি আনা দেও, চারি আনা পাবে, ষোল আনা দেও, ষোল আনাই পাবে।

১৩। অসৎকায কর্‌লে ভয় আস্‌বে,—দুঃখ পাবে। সৎকায কর্‌লে ভগবানের দিকে মন যায়, শান্তি পায়। সৎকর্ম্মী নির্ভয় হয়।

১৪। কর্ম্মের পথ ও মত কারুর মিল হয় না। তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক হ'তে পারে। যে কর্ম্মের পথ মিল কর্‌তে চায়, সে নির্ব্বোধ।

১৫। সৎকায যত হয়, ততই সুখের বিষয়। সৎকায কর্‌তে প্রথমে কষ্ট হয়, ভবিষ্যতে আরাম হয়। আর অসৎকায কর্‌তে প্রথমে আনন্দ হয়, ভবিষ্যতে দুঃখ হয়।

১৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন। খুব কাছে আছেন অথচ জান্‌তে দিচ্ছেন না যে, তিনি ভগবান্। 'হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম কর আর আমার দোহাই দাও, তা হ'লে আমাকে বুঝতে পার্‌বে।'

১৭। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেছেন—কর্ম্ম (সাধন) না থাকার জন্যই সৎকে অসৎ ব'লে বোধ হয়। এ মায়ার খেলা।

১৮। ত্যাগীর কাছে মন্ত্র নিয়ে একটুও যদি ধ্যান-জপ করে, তা হ'লে তার কিছু ফল হবেই। কুলগুরুরা ভগবানেরই নাম দেয়; নামে কোন দোষ নেই, তাদের নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন করলে বস্তু লাভ হবেই। কিন্তু ওদের জীবনে ত্যাগ নেই, তাই শীঘ্র উন্নতি হয় না। সাধকের কাছে মন্ত্র নিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। কুলগুরুকে ত্যাগ কর্‌তে নেই। ওরা কিছু আশা করে, তাই ওদের কিছু দেওয়া উচিত।

১৯। 'ঠাকুর ঠাকুর' বল্লে কি হবে। কর্ম্ম কর। সব তাঁর (পরমহংসদেবের) এখনি নকল কর্‌ছে। এটা ভারী খারাপ। আসল জিনিষের দিকে একেবারে লক্ষ্য নেই।

২০। কর্ম্ম দেখেই লোকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করে। সৎকর্ম্ম কর্‌লে লোকে কেন বিশ্বাস কর্‌বে না? সৎকর্ম্মের নামে অসৎকর্ম্ম কর, এই জন্যই ত লোকে অবিশ্বাস করে। মনের সব রকম জোচ্চুরি ছেড়ে দিয়ে যদি সরলভাবে কেউ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তা হ'লে তাকে বিশ্বাস না ক'রে মানুষ থাকৃতে পারে না। স্বামিজী বল্‌তেন, 'চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না।' যেমন স্বামিজীর কর্ম্ম দেখে অনেক লোকের ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়েছে। সেখানে জোচ্চুরি নেই, তাই লোকে তাঁর কথা বিনাবাক্যে মাথা পেতে নিচ্ছে।

২১। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বল্‌ছেন—দয়া আমার কোথায়?—যেখানে যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিই। জীবের দোষ কি? অমুকে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে দেখে জীবের হিংসা হয়। কর্ম্ম করেছে, তাই ত গাড়ী-ঘোড়া চড়ছে। এমন কি কর্ম্ম করেছ, যাতে ভুগছো; আবার হিংসা

কর্‌লে কর্ম্মফল ভুগতে হবে। গুরু-শাস্ত্র দুই বল্‌ছে, যেমন কর্ম্ম কর্‌বে, তেমন ফল ভুগতে হবে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

২২। জীবের উপকারের জন্য যে বাসনা, তাতে বন্ধন হয় না। নিজের জন্য যে কোন বাসনাই বন্ধন।

২৩। ভগবান্ কি কারও শত্রু হন, তবে খুব অত্যাচার কর্‌লে শাসন করেন। যেমন মা ছেলেকে শাসন করে।

২৪। ভগবান্ লাভ হ'লে কেবল আনন্দ, সে যে কি আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়। যত পাওয়া যায়, ততই পেতে ইচ্ছা হয়। সে আনন্দের সাগর! আর কি বল্‌ব, কর্ম্ম (সাধন) না কর্‌লে বুঝা যায় না।

২৫। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন যে, সাধুরা শেষকালে জীবে দয়া নিয়ে থাকেন। যতটুক জীবের কল্যাণ হয়। তখন নিজেদের বিষয় একেবারে ভুলে যান।

২৬। কর্ম্ম কর্‌লে কারও অহঙ্কার যায়, কারও অহঙ্কার বাড়ে। নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানের দয়া না হ'লে করা যায় না।

২৭। ভগবান্ কি সহজে পাওয়া যায়? কর্ম্ম চাই। লিখলে পড়লে কিছুই হয় না। কর্ম্ম (সাধন) চাই। নিজের অন্তরে অনুভব করতে হয়—পড়াশুনার কর্ম্ম নয়—শুদ্ধকর্ম্ম (সাধন) চাই।

সাধুসঙ্গ, সৎচিন্তা, সদাচার, সাধন-ভজন, সংযম ও নিষ্ঠা।

১। সৎসঙ্গ কর্‌লে কি হয় জান? সৎসঙ্গ কর্‌লে সদ্‌বুদ্ধি হয়, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস হয়। হিংসা-দ্বেষ চ'লে যায়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হওয়ায় কু-ভাব চ'লে গিয়ে সু-ভাবের স্ফুরণ হয়। জপ-ধ্যান কর্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়। সৎসঙ্গ সৎ হবার উপায়।

কথাতেই আছে, 'সৎসঙ্গে কাশীবাস' হয়। সকলে সৎসঙ্গের ফল একদিনেই বুঝতে চায়, তা' কি একদিনেই বুঝা যায়—একটু একটু ক'রে জম্‌তে জম্‌তে সৎটা প্রকাণ্ড হয়ে যায়, তখন লোক বুঝতে পারে।

২। হাজার ত্যাগী হ'ক না কেন, মৃত্যুর সময় যা ভাব্‌বে, তাই হবে। সেই জন্য যতদুর সম্ভব, সৎচিন্তা করা উচিত; তা হ'লে মৃত্যুর সময় সদ্‌ভাবই মনে আস্‌বে।

৩। যত অবতার বল্‌ছেন,—'সাধুসঙ্গ কর।' ঠিক্ ঠিক্ সাধু ভগবান্-লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

৪। ভগবানের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি হওয়া বড় কঠিন। তাঁর কৃপা না হ'লে হয় না। সেই জন্য সাধুরা কি ক'রে তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, বুঝতে হয়, তাঁদের জীবন দেখতে হয়, আলোচনা কর্‌তে হয়। সেই জন্যই যত অবতার বল্‌ছেন,—'সাধুসঙ্গ কর।'

৫। সদ্‌গ্রন্থ, যাতে ভগবানের কথাবার্ত্তা আছে, তাতে সৎসঙ্গের কায করে। সকল সময়েই ত আর ভগবানের নাম কর্‌তে পারা যায় না, সেই জন্য ঐরূপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের স্মরণ-মনন করা হয়। যারা দিন-রাত ভগবানের নাম কর্‌তে পারে, তাদের সহিত ভগবানের কি তফাৎ ?

৬। ভগবানের নাম যত কর্‌তে পারা যায়, ততই ভাল। বেশী না কর্‌তে পার্‌লে অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় হাত-তালি দিয়ে ভগবানের যে কোন নাম যা ভাল লাগে করা উচিত।

৭। সৎলোকের সহিত সৎ আলাপ কর্‌লে ভগবান্ খুসী হন। তা'তে সদ্‌বুদ্ধি হয়। বদ্‌লোকের সহিত অর্থাৎ ভগবানে অবিশ্বাসী

লোকের সহিত আলাপ কর্‌তে নেই, তাতে অসদ্‌বুদ্ধি জন্মায়। তাঁকে ভুলে যেতে হয়।

৮। কিছুদিন জপ-ধ্যান ক'রে ভগবান্ লাভ (আত্মানুভূতি) হ'ল না ব'লে জপ-ধ্যান ছেড়ে দিতে নাই। ছেড়ে দিলেই তুমি ঘোর নাস্তিক হয়ে দাঁড়াবে। মনের অবস্থা যখন ঐরূপ হয়, তখন বড় বড় সৎলোকের কর্ম্ম দেখতে হয়, মনকে বুঝাতে হয়, তাঁরা যখন ঐ উপায়ে ভগবান্ লাভ করেছিলেন, তখন আমিই বা লাভ কর্‌বো না কেন? তাঁদের জীবন আদর্শ ক'রে আবার কোমর বেঁধে কাযে লেগে যেতে হয়। অধ্যবসায়ে কি না হয়!

৯। মুখে অনেকেই ব'লে থাকে যে, তারা ইচ্ছা কর্‌লেই তাদের কু-সংস্কারগুলো নাশ ক'রে ফেল্‌তে পারে, কিন্তু সংস্কার নাশ কর্‌নে-ওয়ালা ত একটাও দেখি না। যার সংস্কার নাশ হয়েছে, সেই অন্যের সংস্কার নাশ কর্‌তে পারে। এই জন্য ঐরূপ সৎসঙ্গের দরকার হয়। কেবল তাঁদের (সাধুদের) কাছে যাতায়াত কর্‌লে তাঁদের সদ্‌গুণে কু-সংস্কার আস্তে আস্তে চ'লে যায় এবং সু-সংস্কার প্রবল হয়ে উঠে। তবে শুধু বৈদ্যের বাড়ী গেলে কি হবে? ঔষধ এনে খেতে হবে, তবে না রোগ সার্‌বে? কেবল সাধুর কাছে ঘূরে ঘূরে বেড়ালে কি হবে; তাঁদের কাছে থেকে উপদেশ পেয়ে তদনুরূপ কর্ম্ম কর্‌তে হয়, তবে ত হয়!

১০। সকল বিষয়ে সংযম অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে ভগবানের দয়া হয়। সংযম না কর্‌লে কি হয়?—কিছু হয় না।

১১। আপন খেয়ালে চল্‌লে মানুষ বিগড়ে যায়। ভগবানের বা সাধু-সজ্জনের উপদেশমত চল্‌লে মানুষ বেঁচে যায়।

১২। সৎসঙ্গের এম্‌নি মাহাত্ম্য যে, কীটও নারায়ণের মাথায় উঠে, কারণ সে ফুলের সঙ্গে থাকে। তাই ভগবান্ উদ্ধবকে বলেছেন—'সৎসঙ্গ কর।' সৎসঙ্গে ভগবানের দয়া লাভ হয়।

১৩। ত্যাগী-পুরুষের উপদেশ পেলেও সংযমী না হ'লে কিছুই ধারণা হয় না।

১৪। শাস্ত্রে মন্ত্র তো অনেক লেখা আছে। তাতে কি হবে? মহাপুরুষের নিকট হ'তে ঠিক্ ঠিক্ উপদেশ গ্রহণ কর্‌লে জীবন মুহূর্ত্তের মধ্যে বদ্‌লে যায়।

১৫। রাসলীলা বুঝা বড়ই কঠিন। ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত-শুদ্ধি না হ'লে বুঝা যায় না।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন,—'যদি আমার উপদেশ ঠিক্ ঠিক্ গ্রহণ কর, তা হ'লে তুমি বেঁচে যাবে। এতে যদি তোমার সংশয় হয়, তা হ'লে সাধু-সঙ্গ কর, বুঝ্‌তে পার্‌বে।'

১৭। গুরু-মুখে—শাস্ত্র-মুখে শুনেছি যে, জীবাত্মা দুঃখ পায়। এমন কর্ম্ম কর্‌তে হয়, যাতে আত্মা সুখে থাকে।

১৮। হাজার টাকা যদি রোজগার কর, আর আত্মা যদি সুখে না থাকে—দুঃখ পায়, তা হ'লে টাকা রোজগার বৃথা। আত্মা সুখে থাক্‌লে ভগবান্ খুসী হন। মুক্ত আত্মাকে—পবিত্র আত্মাকে ভগবান্ ভালবাসেন। ভগবান্ বল্‌ছেন—'হে জীব! যে আত্মা আত্মাকে (আমাকে) জানে, তার সঙ্গ কর। যে আমায় না জানে, তার সঙ্গ করো না।'

১৯। তুমি যে নামে ইচ্ছা, তাঁকে ডাক না! তবে গুরুর আদেশ-মত চল্‌বে।

২০। দিবাভাগে সাধুরা পেট ভরে খাবে। রাত্রিতে জল খাওয়ার

৬

মত খাবে। সাধুরা রাত্রিতে সাধন-ভজন করে। তখন নিস্তব্ধ থাকে। তাই ঐ সময় সাধন-ভজন করা উচিত, সাধুরাও করে। গৃহস্থের দিবাভাগে কম খায়—এ সময়ে তাদের কায করতে হয়। রাত্রিতে তারা বেশী খায়, আর ভস-ভস ক'রে ঘুমায়। শরীর-রক্ষার জন্য খাওয়া ও ঘুমান চাই। ঠাকুর বলতেন যে,—'কলিতে অন্নগত প্রাণ।' রাত্রে চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমালে যথেষ্ট হয়। রাত্রে ঠাকুর আমাদের জোর চার পাঁচখানা প্রসাদী ছোট লুচির বেশী খেতে দিতেন না। (সাধন-ইঙ্গিত)

২১। চণ্ডীপাঠ খুব ভাল। কিন্তু পাঠ করবার সময় যেন কোনরূপ কামনা না থাকে। খুব ভক্তি নিয়ে পাঠ করতে হয়। গৃহস্থ-দের চণ্ডীপাঠ সাবধানে করা উচিত। যদি ঠিক্ ঠিক্ চণ্ডী-পাঠের নিয়ম-গুলো মানতে না পারে, তা হ'লে অমঙ্গল হয়। আর যদি শুদ্ধমনে নিয়ম-মত পাঠ করতে পারে, তা হ'লে কল্যাণ হবেই।

২২। বড়লোকের সৎ হওয়া খুব দরকার, তা হ'লে অনেক লোক—দীন-দরিদ্র অন্ন পায়। এ জন্য সৎসঙ্গ করতে হয়। কিন্তু বড়-লোকের সৎসঙ্গ জোটে না, যত অসৎলোক তার বন্ধু হয়, আর তাকে বিগড়ে দিয়ে মাঝখান থেকে নিজেরা আমোদ ক'রে নেয়। এই সঙ্গ-দোষে বড়লোকের প্রায়ই ধর্ম্ম হয় না। যুবা বয়স থেকে যদি বুঝতে পারে—সৎপথ ও সৎসঙ্গ আশ্রয় করে, তা হ'লে কল্যাণ হয়। টাকার ত কোন অভাব নাই, তাই ইচ্ছা হ'লেই অনেকেরই কল্যাণ করতে পারে।

২৩। বেশী রাত্রি জাগলে—চিন্তা থাকলে রোগ ত হবেই। চিন্তা থাকলে কি খাওয়া যায়? চিন্তা বড় খারাপ। চিন্তাতেই দুঃখ দেয়। তবে সৎ আর অসৎ চিন্তার প্রভেদ আছে। সৎচিন্তা উন্নতির পথে

নিয়ে যায়, আর অসৎচিন্তা অবনতির পথে নিয়ে যায়। চিন্তা কর্তে কর্তে মানুষ খতম হ'য়ে (মরে) যায়। তাঁর কথা কি মিথ্যা? দুটো খাওয়ার সংস্থান থাক্‌লে দাসত্ব করা খারাপ। তা হ'লে বেশী চিন্তা কর্তে হয় না। রোজগার করেও কি সুখী আছে? মনের স্ফূর্ত্তি না থাক্‌লে শরীর ভাল থাকে না। যা খায়, তা হজম হয় না, নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মনে স্ফূর্ত্তি থাক্‌লে শরীর আনন্দে থাকে। যা খায়, তা হজম হয়—বল হয়।

২৪। যদি সাধন-ভজন কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, তবে নির্জ্জনে চ'লে যা। গুল্‌তোনীর মধ্যে থাকিস্ না। ওতে কিছু হবে না। তৈয়ারী ভাত খাবে, আর আড্ডা দিয়ে বেড়াবে? আহাম্মুকেরা বুঝে না যে, এতে কত অপকার হয়। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিস্—তা ভুল্লে চল্‌বে না।

(সাধন-ইঙ্গিত)

২৫। ভগবানের যেমন জাত নেই,সাধুরও তেম্‌নি জাত নেই। সাধুর দ্বারা ভগবান্ প্রকাশ হন। সাধুর দোষ ধর্‌তে নেই। তার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কেমন্, তাই দেখতে হয়। সাধু লোক-লজ্জা, বিষয় ছেড়ে ভগবান্ পাবার জন্য ফকির হয়েছে। সংসারী আর সাধু—বহু তফাৎ!

২৬। রামচন্দ্র, মহাবীর এ সব সৎ-মায়া। এ মায়ায় কি ক্ষতি করে? মানুষ মুক্ত হ'য়ে যায়। তাঁদের বিষয় ভাব্‌বে বৈ কি? এ সংসারের বাজে বিষয় ভেবে কি হবে?

২৭। ধ্যান—বিঘ্ন (চিত্তের লয়-বিক্ষেপ) দূর কর্‌তে হ'লে মনটাকে খুব দৃঢ় ক'রে আসনে বস্‌তে হয়। এ ভাবেও নিগ্রহ না হ'লে আলস্য নষ্ট করার জন্য চোখে জল দিবে অথবা অন্যত্র সামান্য একটু ঘুরে

এসে পুনরায় আসনে বসবে। নিজ আসনে ব'সে তন্দ্রাদি বিঘ্ন দূর করাই ভাল—তাতে ভাব (স্রোত) নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম। জপান্তে ঘুম আসে, মেরুদণ্ড টনটন্ করে। তখন একটু উঠে পায়চারী কর্বে—ফের বস্‌বে। এ হচ্ছে সাধন কর্‌বার নিয়ম। তা না হ'লে মন বসে না। শরীর বেশী গরম হ'লে নিদ্রায় কারো কারো শারীরিক ক্ষতি হয়।

(সাধন-ইঙ্গিত)

২৮। অন্তরে ত্যাগ খুব ভাল। লোকে জান্‌তে পারে না যে ত্যাগী, তাহাতে অভিমানাদি বিঘ্নও আস্‌তে পারে না। তবে এ বড় শক্ত। বাহিরের ভোগটা কখন্ যে চুপে চুপে অন্তরে ঢুক্‌বে, তা ধরা কঠিন হ'য়ে পড়ে। তাই এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাক্‌তে হয়। প্রথমতঃ অন্ত-র্ব্বহিস্ত্যাগ অভ্যাস সহজ। প্রকৃত বৈরাগী—উত্তম অধিকারীকে শেষে আর কিছু আট্‌কাতে পারে না। তাঁরা বালকবৎ ত্যাগ-ভোগ সকলই করেন—কিছুতেই লিপ্ত নন।

২৯। এ জগতের জিনিষ ভোগ করা তপস্যা চাই বৈ কি? তপস্যা ভিন্ন হয় না, এ ত প্রায় দেখা যায়।

৩০। ভগবান্ বল্‌ছেন—'নির্ব্বোধেরা দোষকে গুণ দেখে,আর গুণকে দোষ দেখে।' এই হ'ল সংসারের খেলা। এই জন্য সৎসঙ্গের দরকার। এইটি বিচার ক'রে নেওয়া দরকার। সদ্‌বুদ্ধি হলেই ভগবান্‌কে মান্‌বে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হবে। অসদ্‌বুবুদ্ধি হ'লে নিজের মেজাজ (বুদ্ধি) খারাপ হয় ও কষ্ট পায়।

৩১। সাধু না হ'লে সাধুর দুঃখ বুঝা যায় না। সাধুরা কত কষ্ট করে, তবে ভগবানের দয়া পায়।

৩২। এই বিড়ালই বনে গেলে আবার বন-বিড়াল হয়। সৎসঙ্গ

কর্‌তে কর্‌তে মানুষই দেবতা হয়। ৺কাশীধামে এসেছ, তর্ক করার দরকার নাই। ধ্যান-জপ কর। ধ্যান-জপ এম্‌নি গোপনভাবে কর্‌তে হয়, যেন স্ত্রীও জান্‌তে না পারে যে, ধ্যান-জপ কর্‌ছে। রাত্র ৩টা হইতে ৬টা অবধি বেশ প্রশস্ত সময়, আর সন্ধ্যায় কর্‌বে।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

৩৩। সাধুসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে প্রথম সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে। শেষে যখন মোটা হ'তে থাকে, তখন বুঝতে পারা যায়, সৎসঙ্গের কি ফল! ঠাকুর বলতেন,—'এ দিকে যতটা উন্নতি হোক না হোক, ওদিকের জন্য যতটা পারিস্, খুব ক'রে নিবি। জীবনে অনেক ঢেউ আস্‌বে, কখন অবিশ্বাস, কখন নাস্তিকতা, কখন হতাশভাব। কিন্তু খুব সাবধান, গুরুদত্ত নামটি ছেড়ো না। সাধনা কর্‌তে কর্‌তে বায়ু স্থির হ'য়ে কুম্ভক হ'য়ে যায় এবং মনটা খুব শান্ত হয়। ঐ অবস্থা সাধনার শেষ নয়। আরও এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌বে। (সাধন-ইঙ্গিত)

৩৪। (সাধুরা) সকলে সুখের জন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে এসেছে। সাধুকে দিক্ কর কেন? কত কষ্ট ক'রে তবে না একটু আনন্দ পাচ্ছে! তোমরাও উপদেশ নিয়ে কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না কর্‌লে—সংযমী না হ'লে কি বুঝ্‌বে?

৩৫। চরিত্রই প্রধান। চরিত্র ভাল না হ'লে ধ্যান-জপে কি হবে। খারাপ কায ক'রে এসেছ বলেই অশুদ্ধ মন—ভগবানে সংশয় আনে।

৩৬। নাক-টেপাটিপি কর্‌লে কি হবে? ধ্যান-জপ কর। আপনা-আপনিই কুম্ভক হবে। এদিকে নাক টেপে—ওদিকে মহা অসংযমী। তাই ত কিছু হয় না। (সাধন-ইঙ্গিত)

৩৭। একটু কঠোর কষ্ট স্বীকার না কর্‌লে কিছুই হয় না। সেইজন্য লোকে চারধাম ক'রে আসে। চারধাম ক'রে এলে গুরুর উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, তাঁর মহিমা বুঝ্‌তে পারা যায়। গুরু কৃপা কর্‌লে জগতে যা না হবার,—তাই হয়। ধ্রুব পাঁচ বছরের বালক, তাঁর মা-গুরুর কৃপায় ভগবান্ লাভ কর্‌লে, আবার একটা ধ্রুবলোক হ'য়ে গেল।

৩৮। সাধন-ভজন কর্‌তে পার, খুব ভাল কথা, আর না পার, খাও দাও, কারুর অনিষ্ট করো না, হিংসা করো না। হিংসাই পাপ। সংসার-সম্বন্ধেই হউক আর ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই হউক, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কর। হিংসে ছাড়। নিজের বাপ-ভাইয়ের উপরই প্রীতি হয় না, তা ঠাকুর-দেবতার—গুরুর উপর হওয়া কি কম কথা? যার হয়, সে কত বড় ভাগ্যবান্! একটা নিষ্ঠা চাই। লেগে থাক্‌তে হয়—আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই। তা হ'লে উন্নতি হবেই। (সাধন-ইঙ্গিত)

৩৯। মানুষ আশায় বেঁচে আছে। সংসারে মহাজ্বালা—মহাকষ্ট। দশ জন অসৎ হ'লে একজন সৎ হ'লে সে মারা যায়। দশ জন সৎ হ'লে একজন অসৎ হ'লে—সে সৎ হয়। সঙ্গ-গুণ এমন ভাল হ'লে লোকে কিছু বলে না, মন্দ হ'লেই মুস্কিল।

৪০। সংস্কার যায় কিসে?—ভগবানের নাম-গুণগান, সাধুসঙ্গ, ধ্যান-জপ ইত্যাদি কর্‌লে।

৪১। তিনি নিরাকার ত আছেনই, সাকারও আছেন। আমি সাকারবাদী। কোন খৃষ্টান-ভক্ত জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, 'তাঁকে সাকার বল্‌ছেন, তাঁকে কি দেখা যায়?' আমি বল্লাম—খুব জোর ক'রে বল্‌ছি হাঁ, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা হয়, যেমন তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে। সময়ে সময়ে তোমার মনে গোল হয়, কার ধ্যান কর্‌বে?

কাকে তুমি বিশ্বাস কর? Jesus Christ (যীশু খৃষ্ট) এবং ঠাকুরের উপর বিশ্বাস আছে? বরাবর কাকে বিশ্বাস ক'রে এসেছ? তোমরা খৃষ্টান, Jesus Christকে মান? বেশ তাঁকেই ধ্যান করবে। তাতেই তোমার সব হবে। একজনকে ধ'রে থাক্‌লে তোমার সব হবে।

২। খুব সাধন-ভজন ছাড়া আর কি করবে? আমাদের মধ্যে কালী (অভেদানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি খুব কঠোর কর্‌তেন—এখনও করেন। বিবেকানন্দ স্বামীর ত তুলনা নেই। এই সমস্ত জীবন দেখলে জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝতে পারা যায়; বুঝলেই আর কিছু বখেড়া থাকে না। দ্বেষ-হিংসা দূরে গিয়ে মনটা বড় হয়।

(জনৈক সাধুর প্রতি)

সুকৃতি ও ভগবৎকৃপা

১। ভগবান্ যাকে টাকা দেন, তাকে হয়ত ছেলেপুলে দেন না, আবার হয়ত যে খুব গরীব, তাকে ছেলেপুলে দেন। যাকে দুই-ই দেন, বুঝ্‌তে হবে, তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

২। মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়া কম সৌভাগের কথা? ভগবানের বিশেষ কৃপা। তোদের যখন তা জুটেছে, তখন হৈ চৈ করে বৃথা সময় নষ্ট করিস্ না। গান গাইতে পারিস্, গানের ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মিল্‌বার চেষ্টা কর্ না? গান কি কম? দেখ্ না, মীরাবাই গান ক'রে ভগবান্ লাভ কল্লে? এ রকম অনেক মহাপুরুষ আছেন।

(সাধন-ইঙ্গিত)

বিবিধ

১। ভগবান্ যেটুক্ করবার মুরোদ দিয়েছেন, ততটুক ঠিক্ ঠিক্ করাই ভাল—লোক দেখান না হয়। লোক দেখান খারাপ। সাধ্য-মত ঠিক্ ঠিক্ চেষ্টা কর্‌লে, তিনি আরও ক্ষমতা ও অধিকার supply (সরবরাহ) করেন।

২। সাধু, ভক্ত কি গাছে ফলে? মানুষের মধ্যেই জন্মায়; উৎসাহহীন হয়ো না, প্রাণপণে লেগে যাও।

৩। সংসারী-জীবনের চেয়ে অবিবাহিত-জীবন ভাল। কারণ, যদি কখনও বৈরাগ্য আসে, তা হ'লে সংসারী-লোক ছেলেপিলের মায়া ছেড়ে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না—অবিবাহিত-লোক পারে।

৪। সদ্‌বুদ্ধি হ'লেই ভগবান্ স্বপক্ষে থাকেন, হীন-বুদ্ধি হ'লে ভগবান্ বিপক্ষ হন। তাঁর হুকুম পালন না কর্‌লে দুর্দ্দশা হবেই।

৫। ভগবানের উপদেশ আর জীবের উপদেশ বহু তফাৎ—ভগ-বানের সিদ্ধান্তই ঠিক্। ভগবানের আরাধনা কর—ভজনা কর। তাঁর জোরেই জোর। তাঁকে না মান, তাতে তাঁর কি?

৬। মানুষের সংশয় লেগেই আছে। সংশয় যাওয়া কি মুখের কথা? মানুষের সংশয় দূর কর্‌বার জন্য ভগবান্ শরীরধারণ করেন।

৭। এমন শক্তি আছে, যাতে নিজে সুখী হয়, পরকেও সুখী করে; ইহা সৎশক্তি। আর নিজে দুঃখ পায়, অপরকেও দুঃখী করে, ইহাই অসৎশক্তি।

৮। মানুষ ধর্ম্ম বুঝ্‌বে কি ক'রে, রাত-দিন কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে ব্যস্ত। তবে যারা ঐ সংসারে থেকে মেহনৎ ক'রে টাকা উপার্জ্জন

করে, দান-ধ্যান করে, ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করে, তাঁর বিষয়ে চর্চ্চা করে, তারা খুব বাহাদুর! এরা ভগবানের সন্তান। সংসারে থেকে ভগবানের স্মরণ-মনন ক'রে জীবন কাটান খুব বাহাদুরী। তবে ভগবানেরই সংসার মনে ক'রে সংসার কর্‌লে খুব সুবিধা হয়।

৯। যিনি ভগবান্‌কে চান, তিনি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষদেরও মান্‌বেন। কারণ, এঁরা হলেন মহাজ্ঞানী—ভগবানের দর্শনলাভ করেছেন। এঁদের মেনে চল্‌লে—শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌লে হিংসা-দ্বেষ চ'লে যাবে, দুঃখ দূর হবে এবং ভগবান্‌কে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

যার হবার তার হবেই। যে ভগবান্‌কে চায়—সে তাঁকে ডাক্‌বেই। যে চায় না, সে কেন ডাক্‌বে?

১০। লেখাপড়া শিখে ত্যাগী-মহাপুরুষদের জীবন দেখে শিক্ষালাভ না কর্‌লে, লেখাপড়া সমস্তই বৃথা।—উদ্দেশ্যহীন জীবন অতি খারাপ। মানুষের একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য না থাক্‌লে উন্নতি হয় না। লক্ষ্য স্থির ক'রে একটা কাযে জোর ক'রে লেগে থাক্‌তে হয়। তবে যাঁর উদ্দেশ্য যত মহৎ, তিনি তত বড়।

১১। মতামত মানুষে করে। মতামতের ভিতর ভগবান্‌ নাই।

১২। যেমন করেই হোক, সৎ হ'তেই হবে। তা যে ধর্ম্ম-পালন ক'রেই হোক্‌ না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

১৩। জপ-ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে আলস্য, জড়তা, তন্দ্রা এসে থাকে—ওটা শরীরেরই ধর্ম্ম। এই সব জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে—না হয় একটু আধটু পায়চারি কর্‌লে—আলস্য চ'লে গেলে তখন

আবার বস্‌লে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সব আপদ্ চ'লে যায়। (সাধন-ইঙ্গিত)

১৪। পরের অনিষ্ট ও হিংসা ক'রে জীব স্বার্থলাভের চেষ্টা করে, কেননা, স্বার্থ-সিদ্ধিতেই তার আনন্দ। যে পরের হিংসা বা অনিষ্ট না ক'রে আনন্দ পায়, তার আনন্দই ঠিক্ আনন্দ, কেননা, তা স্বার্থ-শূন্য। ঐরূপ হ'তে গেলে ভগবানের বিশেষ দয়া থাকা চাই। তাঁকে ডাক্‌লে তাঁর দয়া হয়।

১৫। যারা ধর্ম্ম মান্‌বে, ভগবান্‌কে চাইবে, তাদের মেজাজই আলাদা। এক রকমের লোক আছে, ভাল কথা বল্‌লেও মান্‌বে না, নিজের গোঁতে চল্‌বে। নিজেও কষ্ট পাবে, অপরকেও কষ্ট দেবে। মহা তামসিক।

১৬। লোককে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ। যতটুক পার, তাঁর কৃপায় দুঃখ দূর কর—শান্তি দাও।

১৭। সময়ে সব হয়, অসময়ে কিছু হয় না। ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না, ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে হয়। কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়্‌লে ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে হয়। ঐ অবস্থায় ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌লে, পরে কল্যাণ হবেই হবে।

১৮। মানুষ আপনার কর্ম্মে আপনিই ভোগে। মনে করে, লোককে ভোগাব, কিন্তু নিজেই ভোগে। অপরকে ঠকিয়ে মনে করে, আমি জিতেছি, কিন্তু সে নিজেই ঠকেছে। যে তা মনে না করে, সেই বুদ্ধিমান্। ঠকান বুদ্ধি ভাল নয়।

১৯। ভগবান্ লাভ কর্‌বার সহায়তা হবে ব'লে ক'জন লেখাপড়া শেখে? যে শেখে, সেই ভাগ্যবান্। লেখাপড়া শিখে ধন-মান হবে, এই

জন্যই চেষ্টা—একেই বলে অর্থকরী-বিদ্যা, তাতে ভগবান্ লাভ হয় না।

২০। ভগবান্ জীবকে শক্তি দিয়েছেন। যে ঐ শক্তি সৎদিকে নিয়ে যায়, সে সৎ হয়, আর যে ঐ শক্তিকে অসৎদিকে নিয়ে যায়, সে অসৎ হয়।

২১। সকলেই মনে করে, সে এখন যেমন আছে, চিরকালই সেই-রূপ থাক্‌বে। কিন্তু মৃত্যু যে ঘাড়ে চেপে আছে, কাল হাঁ ক'রে আছে, বুঝ্‌তে পারে না। এরই নাম মায়া।

২২। বুদ্ধদেব ইচ্ছা কর্‌লে মরা ছেলে বাঁচাতে পারেন, এই বিশ্বাস ক'রে এক জন স্ত্রীলোক তার মরা ছেলে নিয়ে এসে বুদ্ধদেবকে বাঁচিয়ে দিতে বল্‌লে। বুদ্ধদেব ঐ কথা শুনে বল্‌লেন—তোমাকে একটি কাষ কর্‌তে হবে। যার বাড়ীতে কেউ মরেনি, তার বাড়ী থেকে কৃষ্ণতিল নিয়ে এসো। সেই কৃষ্ণতিল আন্‌লে তোমার ছেলেকে বাঁচাব। স্ত্রীলোকটি অনেকের বাড়ীতে গেল, কিন্তু সকলেই বল্‌লে, আমার অমুক মরেছে। এইরূপে অনেক বাড়ী ঘূরে এসে বুদ্ধদেবকে বল্‌লে, এমন বাড়ী পেলাম না—যেখানে কোন লোক মরেনি। তখন বুদ্ধদেব তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার ছেলেই শুধু মারা যায়নি, সকলের ঘরেই এই-রূপ! তখন ঐ স্ত্রীলোকটি বুঝতে পার্‌লে এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যা হ'য়ে গেল।

নিজের দুঃখ যেমন বুঝ, অপরের দুঃখও তেমনি বুঝ। মানুষ অপরের দুঃখ বুঝে না ব'লেই কষ্ট পায়। আর অপরের দুঃখ বুঝে সেটা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর; ভগবান্ তোমাকে যতটুক শক্তি দিয়েছেন, সেই অনুপাতেই চেষ্টা কর। বুদ্ধদেবের জীবের জন্য প্রাণ কেঁদেছিল, সেই

জন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন। তুমি কি তা পার্‌বে? তবে যতটা পার, তার মধ্যে যেন জুয়াচুরি না থাকে। এইরূপ জীব-সেবা কর্‌তে কর্‌তে বুঝতে পার্‌বে, ভগবান্ কে?

(বুদ্ধদেব)

২৩। আপন আত্মার কল্যাণ কর। সৎসঙ্গ, বিগ্রহদর্শন—এ সব কি বৃথা যায়? রোগীর সেবা করা, দুঃস্থকে খেতে পর্‌তে দেওয়া—এই সব হলো ধর্ম্ম। এর চেয়ে আর কি ধর্ম্ম আছে?

২৪। গুরু-বাক্যই হলো প্রধান; গুরুবাক্য অনুযায়ী সাধন কর্‌তে কর্‌তে বস্তুর প্রকাশ হয়। গীতা হলো ভগবানের বাক্য, গীতা পাঠ করা উচিত।

২৫। সদ্‌বুদ্ধি চাই, সদ্‌বুদ্ধি হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিশ্চয়ই হবে। যে নিঃসংশয় হয়েছে, সে কত বড় ভাগ্যবান্! ভগবান্‌কে ঠিক্ ঠিক্ ডাক্‌লে নিঃস্বার্থ ভাব আস্‌বেই। **সাঁচ্চা কায কর্‌লে সে কায চল্‌বেই চল্‌বে**; জুয়াচুরি কোন কালেই চল্‌বে না।

২৬। সরলতা হ'লে ভগবানের দয়া বুঝতে পারা যায়। যার সরলতা নেই, সে কূট-বুদ্ধির জন্য একটি কথার উপর বিশটি মানে ক'রে দুঃখ পাবে ও অপরকে দুঃখ দেবে। ভগবান্ সরল লোককে ভালবাসেন। জপ-ধ্যানের ফলে মানুষ সরল হয়।

২৭। ভিক্ষে ক'রে কত লোক খাচ্ছে, সকলেরই কি উন্নতি হয়? সাধুরা যে ভিক্ষা করে, তা পেটের দায়ে নয়—ভগবানের দায়ে! সংসারীদের মধ্যেও অনেক মহৎ লোক আছেন।

২৮। এ সংসারে কা'কেও বিরক্ত করা মহাপাপ।

২৯। হিংসা যদি হয়, তবে ভগবানের উপরই হওয়া ভাল।—অমুককে দয়া কর্‌লেন, আমায় কেন কর্‌লেন না—এটা ভাল।

৩০। পণ্ডিত আর কাকে বলে? যে লেখাপড়া শিখে ভগবানের স্তব-স্তুতি করে, প্রার্থনা জানায়, দুঃখ জানায়, সেই পণ্ডিত। যে ভগবান্‌কে জেনেছে—সেই পণ্ডিত!

৩১। ভাগ্যবান্ কে? যে ভক্ত, যে ভগবান্‌কে বুঝ্‌তে চেষ্টা করে।

৩২। ভগবান্ যাঁকে বড় করেছেন, তিনিই বড়। লোকের বড় ছোট বলায় কি আসে যায়?

৩৩। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ও ভগবান্ রামচন্দ্রের জীবন যে জানে, সে বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌বেই। এঁরা জীবের শিক্ষার জন্য বাপকে পূজা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি যত অবতার তাঁদের হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এঁরা বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানেন। যে বলে, আমি বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি না—সে পশু।

৩৪। যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেথায় কি হিংসা থাকে? সেথায়—শান্তি।

৩৫। যে ভগবান্‌কে জান্‌বার চেষ্টা কচ্ছে, তার সঙ্গে আলাপ কর্‌লে শান্তি পাবে।

৩৬। যে ঠিক সন্ন্যাস নেবে, সে জীবকে অভয় দিবে, সে আর কারও ভালবাসা চায় না।

৩৭। দ্রৌপদী ব্রত ক'রে লোকজন খাওয়াচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেছিলেন,—'সখি! ঐ লোকটাকে খাওয়াও।' দ্রৌপদী খুব আয়োজন করেছিলেন। তার পর সেই লোক খেতে বসামাত্র শাঁখ-ঘণ্টা বাজ্‌তে

লাগ্‌ল। ঐ লোকটার খাওয়ার ঠিক নেই, পর পর খাচ্ছে না, কখনও এটা সেটা, তাই দেখে দ্রৌপদী মনে ভাবছেন যে, লোকটা এমন খেতেও জানে না: মনে কর্‌বামাত্র শাঁখ-ঘণ্টা থেমে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বল্‌লেন যে, তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি? শাঁখ-ঘণ্টা থেমে গেল কেন? তখন দ্রৌপদী ঐ বৃত্তান্ত বল্‌লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন যে,—'বড়ই অন্যায় করেছ! ওর কি খাওয়ার উপরে মন আছে? আমার উপর মন আছে।' দ্রৌপদীর মস্ত শিক্ষা। অহঙ্কার যেন না হয়!

৩৮। ভাই ভাইয়ে মিল থাকার খুব দরকার। এক সঙ্গে থাক্‌তে গেলেই বকাবকি হয়। মনে পুষে রাখা খারাপ। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, সতের রাগ, জলের দাগ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী।

৩৯। জানো আর না জানো, তাঁর গুণ যাবে কোথা? আনন্দময় তিনি, জগতের কর্ত্তা, ত্রিলোকনাথ তিনি, মানুষরূপ ধারণ করেছেন। ওঁরা শক্তিমান্ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ গোয়ালার ঘরে লালিত; দেখিয়ে দিলেন, আমি যেখানে জন্ম লই, সেখানে কোন দোষ নেই। হে জীব! দোষ ধরিও না।

৪০। সাধু, রাজা, নদী, অগ্নি, এঁদের কাছ থেকে সাবধান থাক্‌তে হয়। কখন্ কোন্ সময় কি যে মেজাজ হয়, তা বলা যায় না।

৪১। **ফলের আকাঙ্ক্ষা না ক'রে কর্ম্ম কর্‌তে হয়।** আকাঙ্ক্ষা ক'রে কর্ম্ম কর্‌লে সিদ্ধাই হয়। ভগবান্ সিদ্ধাইকে ঘৃণা করেন। সিদ্ধাই এত ঘৃণিত যে, অপবিত্র ক'রে দেয়।

৪২। স্ত্রীলোকদের জ্ঞান খুব কমেরই হয়। বিলেতে অন্যরূপ। আমাদের স্ত্রীলোকদের "দয়া ক'রে" উপদেশ দিতে গিয়ে শেষে "মায়ায়" জড়িয়ে পড়্‌তে হয়। সাবধান! স্ত্রীলোকের অন্তরে এক আনা বৈরাগ্য

থাক্‌লে বাহিরে দেখাবে ঢের। অনেক সাবিত্রীও আছেন বটে। স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু—অন্যত্র যাওয়ার কি দরকার।

৪৩। ভীষ্মের মত হ'তে পার্‌লে মানুষের কথা থাকে—ভগবানের কথা মিছে হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে—অস্ত্র ধর্‌ব না; ভীষ্মের জন্য আপনার কথা মিছে ক'রে অস্ত্র ধর্‌লেন। ভীষ্মের কাছে ভগবান্ বাঁধা ছিলেন কেন?—এই জন্য যে, ভীষ্ম নিমকহারাম ছিলেন না। যার অন্ন খেতেন, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেখ, যে যারটা খায়, সে তার পক্ষ সমর্থন করে। ভীষ্ম জান্‌ত, দুর্য্যোধন কি! তবু তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ পর্য্যন্ত পাণ্ডবের সঙ্গে কর্‌লে, তার নিমক খেয়েছিল কি না?—তাই।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণের দয়া সকল অবতারের চেয়ে বেশী। যুধিষ্ঠিরের সভায় ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সেই সভায় তিনি জোর ক'রে বলেছেন যে—আমি ভগবান্, আমায় মান্, তোদের কল্যাণ হবে। একদিকে ব্রাহ্মণের পা ধুয়ো দিতেন, আবার বল্‌তেন,—আমায় মান্, নচেৎ বিনাশ কর্‌ব। শিশুপাল মান্‌লে না, তখনি নাশ ক'রে ফেল্লেন।

৪৫। ভাল হ'লে কেউ কিছু বলে না, মন্দ হলেই চেপে ধরে—এটা জীবের স্বভাব। লোকের ভালর জন্য যুক্তি দেওয়া মুস্কিল রে? যদি ভাল হয়ে গেল ত খুব খুসী, আর দেখা করে না, কিন্তু অন্য কোন কারণে যদি কিছু খারাপ হ'য়ে যায়, তা হ'লেই যত দোষ চাপিয়ে দেয়। তাই লোকের সঙ্গে সাবধান হয়ে কথা বল্‌তে হয়। হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ কর্‌তে নেই। নিজের ঘাড়ে দোষ কেউ নিতে চায় না। নিজের ঘাড়ে দোষটি নিলেই সব গোলমাল মিটে যায়। জীব

কিন্তু তা কিছুতেই কর্‌বে না। কিসে অপরের ঘাড়ে দোষটি চাপাতে পারে, এই খোঁজে। আর কারও ঘাড়ে চাপাতে না পাল্লে—অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। জীব কিনা? তাই নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে ভয় পায়। জানে না, নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে পাল্লে সব গোল মিটে যায়।

৪৬। মানুষ নরম হ'লে লোক পেয়ে বসে। সহ্য গুণ দেখাচ্ছো—সহ্যগুণের একটি সীমা আছে। বিরক্ত হ'য়ে কোন কায করা ভারী খারাপ। এতে উভয়েরই অকল্যাণ হয়। যে কাযটি কর্‌বে, প্রীতির সহিত কর্‌বে। তা যদি না পার—কর্‌বে না। বিরক্ত হ'য়ে কোন কায কল্লে সে কাযের ফল দুঃখময় হয়।

৪৭। আমার চর্চ্চা করো না। আমার চর্চ্চা ক'রে কোন লাভ নেই—ঠাকুর-স্বামিজীর চর্চ্চা করো—রাতদিন করো, তাতে শান্তি পাবে। ঠাকুর-স্বামিজীর জীবন যে চর্চ্চা কর্‌বে, তার কল্যাণ হবেই হবে।

৪৮। দশ বার বছরের ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরপূজা কর্‌তো; কি সংস্কার দেখ! কি কর্ম্ম ছিল, তাই এদের ঘরে জন্ম নিয়েছিল; কর্ম্ম ফুরুলো, চ'লে গেল। এদের বলে শাপ্‌-ভ্রষ্ট।

(জনৈক ভক্তের সন্তান)

৪৯। সাধু কি ভুলে? সংসারী জীব ভুলে যায়। সাধুর হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তাই তার সকলকে মনে থাকে। কিন্তু সংসারীদের স্বার্থে ভরা মন, যাকে ভালবাস্‌লে স্বার্থসিদ্ধি হবে, তাকে বাহিরে ভালবাসা দেখায়, কায ফুরিয়ে গেলেই ভুলে যায়। এই সংসারী জীবের স্বভাব। তবে সৎ-সংসারীও আছে—তারা নিঃস্বার্থ হ'তে চেষ্টা করে।

৫০। নূতন কোন জিনিষ আন্‌লেই নিজ ইষ্ট ও গুরুকে নিবেদন ক'রে তবে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সব জিনিষের অগ্রভাগে ইষ্ট ও গুরুর

আগে অধিকার। যার যা অধিকার, তাকে তা যে না দেয়—সে চোর ইষ্ট-গুরুকে দিয়ে গরীব-কাঙ্গালদের খাওয়াবে।—ওরা সব দরিদ্র-নারায়ণ। তবে নিজে গ্রহণ করবে। এ হচ্ছে সাঁচ্চা লোকের ধর্ম্ম।

৫১। যতই অন্যায় করুক্ না কেন, দু'টি অন্ন দিতে কাতর হবি না। তোর আছে বলেই তোর কাছে আসে—দু'টো খেতে চায়, না থাক্‌লে কে আস্‌তো? তোর ভাগ্য যে, তোর কাছে সাধু-ফকির, দীন-দরিদ্র অন্ন-প্রত্যাশী হয়ে আসে। মহাত্মাদের উপদেশ—'কেউ অন্ন-প্রত্যাশী হ'য়ে এলে কখনও ফিরিয়ে দেবে না।' যদি পেট ভরা না দিতে পার, যা সামর্থ্য, তাই দিয়ে নারায়ণ-জ্ঞানে তার পূজা করবে। **"ক্যা জানে কোন্ ভেক্‌সে হরি মিল্ যাওয়ে"** —তুলসীদাসের এই কথা মনে রেখ। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৫২। যে লোকটা অর্থ-সাহায্য করে, তাকেই আমরা ভাল লোক ব'লে থাকি। অর্থ-সাহায্য না কল্লেই খারাপ বলি। এই ত মনের অবস্থা। এই মন নিয়ে ধর্ম্ম হওয়া কঠিন। ঠাকুরের কাছে যখন ভক্তেরা আস্‌তো, হৃদেকে কেউ কিছু সাহায্য করতো, তা হ'লে হৃদে বল্‌তো,—মামা! ঐ লোকটা খুব ভাল। আর ছোক্‌রা ভবনাথ প্রভৃতি আস্‌লে বল্‌তো—মামা, ওদের সঙ্গে কথা বল কেন? ঐ সব নেংটা ছেলেদের সাথ কথা ক'য়ে কি হবে? কোন ফল নেই। ঠাকুর সব বুঝ্‌তে পার্‌তেন।

৫৩। দলাদলির ভিতর ভগবান্ নেই। ঠাকুর খুলে ব'লে গেলেন এবং জীবনেও দেখিয়ে দিলেন যে, সব ধর্ম্মই ঠিক্। আর এরা ছোট বড় নিয়ে ঝগড়া করে—কত হীন-বুদ্ধি দেখ।

৫৪। অসৎভাবে উপার্জ্জিত টাকার সদ্ব্যয় হওয়া কঠিন।

৫৫। গুরু এক হয়, শিষ্যদের কর্ম্ম আলাদা হয়। যেমন গিরিশ বাবুর কর্ম্ম, স্বামিজীর কর্ম্ম আলাদা। কারুর কর্ম্মের সহিত কারুর মিল হ'তে পারে না। তবে উদ্দেশ্য এক হ'তে পারে। হে জীব! সৎ হও, তুমি নিজেই সুখী হবে।

৫৬। সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যান-ভজন কর্‌বে। এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে, আর তাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে। এ সময়ের তুল্য সাধন-ভজনের সময় আর নাই। দিবসের অপর ভাগে তেমন মন স্থির হয় না।

(সাধন-ইঙ্গিত)

৫৭। নম্রতা সকলকেই দেখান ভাল বটে; বিশেষতঃ বিনয়-নম্রতা সাধু-গুরু-ইষ্টকে দেখাবে। তাঁরা তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারেন। অপরকে অধিক নম্রতা দেখান ভাল নয়। তারা তোমার মনের ভাব না বুঝে তোমায় চেপে ধর্‌বে।

৫৮। নির্জ্জনে একা সাধন-ভজন কর্‌তে হয়। অধিক লোকের মধ্যে সাধন-ভজন হয় না। তা'তে উন্নতি না হ'য়ে অবনতিই হয়ে থাকে। মঠে জীবনগঠন কর্‌বার পক্ষে বড় সুবিধা। মঠের মত জীবনগঠন কর্‌বার পক্ষে এমন স্থান আর নাই। চিত্তের দৃঢ়তা হ'লে তারপর সাধন-ভজন একাকী কর্‌বে। সাধুর থাক্‌বার জন্য চিরদিন মঠ নয়। নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ হ'য়ে কিছুদিন না থাক্‌লে সাধুর ভাব ঠিক্ ঠিক্ ফুটে উঠে না।

৫৯। শুধু বই প'ড়ে বড় বড় কথা বল্লে কি হবে? অমুক, অমুক কথা বলেছে। সে, সে কথা বলেছে, তোমার কি অনুভব হয়েছে বল দেখি? বিদ্যাশিক্ষা করা ভাল। কিন্তু সাধন-ভজন না থাক্‌লে বিদ্যা অবিদ্যা হয়ে যায়। বই মুখস্থ ক'রে লেক্‌চার দিব, কাগজে লিখ্‌ব, এ সব পাগলামি ছেড়ে সাধন-ভজনে লেগে যাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান

ক'রে কাটিয়ে দাও। ঠাকুর স্বামিজীকে ত অত ভালবাস্‌তেন, তবুও স্বামিজীকে কত কঠোর তপস্যা কর্‌তে হয়েছিল। শুনেছ ত? আর তোমরা সাধন-ভজন না ক'রে শুধু কতকগুলো বই প'ড়ে স্বামিজীর মত হ'তে চাও? * * * * আমার কাছ থেকে কৃপা চাচ্ছিস্‌, আমি কৃপা কর্‌বার কে? তোর ভাল না লাগে, কাল থেকে তুই আসিস্‌ না। স্বামিজীর নাম শুনেছিস্‌ ত? যাকে পৃথিবীশুদ্ধ লোক মান্‌ছে, তিনিও ঠাকুরের কৃপায় স্বামিজী। কৃপা কর্‌বার মালিক ঠাকুর। তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা কর্‌। তিনি কৃপা কর্‌বেন। (জনৈক সাধুর প্রতি)

৬০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলমোড়া পাহাড়ে রাতভোর ধ্যান কর্‌তেন। এত টাকা, মান্য তার মধ্যে ভগবানের উপর মন রাখা কি কম কথা? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—কেশব বাবু, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির গুরু (আচার্য্য)।

৬১। দেনার মত পাপ নেই। এ শরীরের যখন কিছুই ঠিক নেই —কখন্‌ চ'লে যায়, তখন দেনা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয়। দেনা নিয়ে শরীর ছাড়া ভারী খারাপ। যত দূর পার্‌বে, দেনা কর্‌বে না।

৬২। যে কাযই কর্‌বে, একটু বিচার ক'রে করবে; এবং পার ত পাঁচজনের পরামর্শ নিয়ে কর্‌বে। কোন কায নিজের গোঁয়ে কর্‌লে শেষে অনুতাপ হয়। তখন মনে হয়, কেন এরূপ কল্লু্ম?

৬৩। ভাগবত পাঠ খুব ভাল, বিশেষ কাশীর ন্যায় তীর্থস্থানে। অন্য জায়গায় না ক'রে তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের ওখানে কর্‌লে ভাল হয়। আর কা'কে শুনাবে? বিশ্বনাথ শুন্‌বেন, এর চেয়ে আর মহাভাগ্য কি আছে? মানুষ আসুক আর না আসুক, তা'তে কি আসে যায়? আসে, তারই কল্যাণ। তবে মানুষ বেশী হ'লে যে পাঠক, তার উৎসাহ

বেশী হয়, এটা বেশ বোঝা যায়। পাঠ শেষ হ'লে—যারা শুন্‌তে আস্‌বে, তাদের তিলভাণ্ডেশ্বরের প্রসাদ দিবে। রোজ তাঁর ভোগও হ'ল, আবার সকলে প্রসাদও পেলে। ভাগবত-পাঠ শেষ হ'লে যদি সামর্থ্য থাকে, তা হ'লে ভাল জিনিষ তৈয়ারী করে সাধু-ব্রাহ্মণ-গরীবদের খাওয়ান ভাল। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৬৪। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন,—'সৎকাযে খুব বাধা।' সৎকায যে পর্য্যন্ত তাঁর কৃপায় ভালয় ভালয় মিটে না যায়, সে পর্য্যন্ত চিন্তা থাকে বৈ কি? দেখ্‌ছো না, কত হাঙ্গামা এসে জোটে। ভগবানের দয়ায় সৎকায ভালমতে হয়ে গেলেই সুখের বিষয়। যে সুসময়ের অপেক্ষায় সৎকায বন্ধ রাখে, তার আর কোনকালেই হয়ে উঠে না। সামান্য সৎকায বৃথা যায় না। যে সৎকায করে, তার প্রতি ভগবানের দয়া জান্‌বে। পয়সা থাক্‌লেই কি সৎকায হয় রে? তা হ'লে বড়লোকের আগে হোতো। ইহজন্মে অথবা আগের জন্মে কর্ম্ম করা ছিল—তাই হচ্ছে। এই জন্যই সংস্কার—কর্ম্মফল মান্‌তে হয়। এমন জীব আছে যে, সৎকায কর্‌তে হলেই পয়সা খতাতে বসে—এত টাকা খরচ হবে! কিন্তু বাজেখরচের সময় কোন আটক নেই, কোন্ দিক্ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা ঠিক্‌ও পায় না। আগের লোক এমনি সৎ ছিল যে, দোল-দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ কর্‌তো, আর গরীব-দুঃখীদের পেট ভরে খেতে দিতো। আর্থিক কোন কষ্ট ছিল না, অন্নের অভাব ছিল না,—প্রাণে বেশ স্ফূর্ত্তি ছিল। এখন তোমরা যা হয়েছ—দু বেলা পেট ভরে খেতেই পাও না, তা আর ঐ সব ব্যাপার কর্‌বে কি? সে রকম মানুষ আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এমন সব সময় আসে, যে সময় সৎলোক জন্মায়। জিনিষও প্রচুর হয়, নিজেও খুব ক'রে খায়, আর গরীব

লোকদেরও যথেষ্ট দেয়। এ সব তাঁর ইচ্ছা। মানুষের কোন মুরোদ নেই; কেবল মুখে বড় বড় কথা বল্লে কি হবে।

৬৫। খাবার সময় কখন রাগ করতে নেই। রাগ ক'রে খেলে শরীর খারাপ হয়।

৬৬। ৺বলরাম বাবুর পুত্র—রামকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে অনেক দিন ছিলুম; কিন্তু আমাকে একদিনও বকায়নি। লোকে সাধুকে উপদেশ দিতে বলে এবং সাধুর কাছে অনেক আশা করে। * * বলরাম বাবুর সংসারকে ঠাকুর "আমার সংসার" বল্‌তেন। ৺বলরাম বাবুর বাবা বৃন্দাবনে থাকৃতেন ও বৈষ্ণবদের খাবার পরে যা প'ড়ে থাকৃত, তাই প্রসাদ-স্বরূপ গ্রহণ করতেন। উড়ে চাকরদের ডাকলে খোঁজই পাওয়া যেত না; এ দিকে নীচে ব'সে গল্প কচ্ছে, তামাক খাচ্চে। অনেক ডাকার পর "আজ্ঞে যাই" ব'লে হাতে মালা নিয়ে বাবুর কাছে এসে উপস্থিত হ'তো। ৺বলরাম বাবুর বাবা চাকরের হাতে মালা দেখে বল্‌তেন, "ওরে, থাক্ থাক্", কারণ, তারা ভগবানের নাম কচ্ছে, মনে করতেন। দেখ কি সরল; কিন্তু চাকর বেটা ঠকাচ্ছে। চাকর জান্‌তো, 'আমার মুনিব এরূপ করলে ভারী খুসী হয়, আর আমিও কায থেকে এড়াই!' মুনিব দেখে বড়ই খুসী হলেন, যাক্, আমার কাযে না হয় একটু ক্ষতি হলো, চৈতন্য মহাপ্রভুর হুকুম মান্‌ছে, ভগবানের নাম কচ্ছে। এরা হলো ভাগ্যবান্, সরল। টাকাকড়ি হ'লে কিরূপ দেমাক্ হয়, কিন্তু এঁদের সেরূপ কোন চাল-চলন ছিল না। ঠিক্ ঠিক্ বৈষ্ণব হলে এই রকমই হয়।

৬৭। গৃহস্থদের কাছে সাধু থাকে না কেন? গৃহস্থদের একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে—রোগ-শোক, ভাবনা-চিন্তা আর সংসারের

নানা দুঃখ অশান্তি —এ সব লেগেই আছে। এই সমস্ত মায়া তারা সাধুর উপর চাপিয়ে দেয়। তখন সাধুর ভগবানের চিন্তা গিয়ে ঐ চিন্তাতে অল্প-বিস্তর থাকৃতেই হয়! তার অন্ন খেলে আর তার কাছে থাকৃলে কিছু না কিছু তার সুখ-দুঃখের অংশ নিতেই হয়। নিজের সংসার ছেড়ে এসে শেষে পরের সংসারের চিন্তায় জীবন কাটাতে হয়। এই জন্য সাধুরা লোক-সঙ্গ ত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে থাকে; গৃহস্থদের কোন সংস্পর্শে আসে না। মাধুকরী ক'রে খায়,একান্তে বাস করে। তখন তাদের ঠিক্ ঠিক্ ভগবানের উপর নির্ভরতা হয়; আর গৃহস্থদের সব মায়া থেকে অব্যাহতি পায়। গৃহস্থদের কাছে থাকৃলে দিন দিন শ্রদ্ধা-ভক্তি কমে যায়। এটা হচ্ছে বিষয়ী-সঙ্গের কুফল। অবশ্য গৃহস্থদের মধ্যে অনেক ভক্ত-পরিবার আছেন। তাঁরা সাধারণ গৃহস্থদের থেকে ঢের ভাল, কারণ, তাঁদের মুখে ভগবানের নাম শুন্‌তে পাওয়া যায়—সদ্‌বিষয়ের আলোচনা করেন। কিন্তু এদের কাছে কেবল বিষয়-বিষয়, অর্থ আর অর্থ, অন্য কোন কথা নাই! সৎগৃহস্থ হলেও সাধুর তার কাছে থাকা উচিত নয়।

৬৮। যতক্ষণ শরীর আছে, খাওয়া চাই। দুটি খাওয়ার সংস্থান থাকৃলে ধ্যান-জপ যত পার কর। খাওয়ার সংস্থান না থাকৃলে ঐ বিষ-য়ের জন্য ভাবতে হয় ও ঈশ্বর-চিন্তায় বাধাবিঘ্ন হয়।

৬৯। আগের লোকেরা সংসারে পরস্পর মিলে-মিশে থাকৃতো—অবিশ্বাস কর্‌তো না। তাই সুখে থাকৃতো। আজকাল লেখাপড়া শিখে যত সংশয় হয়েছে—মিলেমিশে আর থাকৃতে পারে না; তাই দুঃখও ভোগে।

৭০। সাধু-সেবা বড়ই কঠিন। খুব শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহিত কর্‌তে হয়। আজকাল সব সাধুকে খাওয়াবার পরাবার নামটি করে না অথচ

থাক্‌তে বলে। সাধু কি খেয়ে থাক্‌বে, তার ঠিক্ নেই। সাধুকে থাক্‌তে বলে—গল্প করার জন্য। দু'চার ঘণ্টা বকিয়ে যায়, কাযের নামটি নেই, অথচ একবার খেতেও বলে না।

৭১। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন—'কলিতে অন্নগত প্রাণ।' দু'চার দিন না খাও, পরে খেতেই হবে; না খেলে শরীর ছুটে যাবে।

৭২। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস্তবিক সৎ-পণ্ডিত লোক। নিজে খেটে উপার্জ্জন ক'রে দান করেছেন। যেমন কর্ম্ম, তেমনি নাম। খুব ত্যাগী। খাটুনির পয়সা ওঁর সার্থক।

৭৩। যাতে আত্মার উন্নতি হয়—তাই হলো সদ্‌বুদ্ধি, আর যাতে আত্মার অধোগতি হয়—সেটাই অসদ্‌বুদ্ধি। যে সৎ, তার আত্মলাভ হয়।

৭৪। যে সাধু ঔষধ দেয়, খড়ম পরে, তাকে তিনি ঘৃণা কর্‌তেন। এ সব অহঙ্কারের চিহ্ন। তুমি ভগবান্‌কে ডাকার জন্য সাধু হয়েছ,—রোগ হ'লে ত ডাক্তার-কবিরাজ আছে। তবে নিঃস্বার্থ হ'য়ে গরীবদের ঔষধ দিয়ে সেবা করা—সে ভাল কায।

৭৫। সত্যকে না জানলে কিছুই হবে না। সত্য জান্‌বার চেষ্টা কর। যেখানে সত্যস্বরূপ ভগবান্, সেখানে হিংসা থাক্‌তে পারে না। যদি সত্যকে জান্‌বার চেষ্টা না কর—সত্যও প্রকাশ হবে না, হিংসাও যাবে না। যেখানে মিছে, সেখানে হিংসা। যেখানে সত্য প্রকাশ হয়, সেখানে এমন অবস্থা হয়—এক ভাই রোজগার বেশী করে, এক ভাই রোজগার কম করে; সেখানে বড় ভাই ছোট ভাইকে—কি ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে, তুমি বেশী টাকা উপায় কর্‌তে পার না ব'লে ভাব্‌ছো কেন? এ জগতে ক'দিন আছি? যখন সংসার করা গেছে, তখন কোন রকমে ছেলেগুলো খেতে পেলেই হলো। এই হলো সৎ ভাই। সৎ-স্ত্রী তার

স্বামীকে বলে যে, তোমারই ত ভাই, ক'দিন আমরা জগতে আছি। সেখানে কলহ থাক্‌তে পারে না। ধর্ম্মের স্রোত যখন প্রবল হয়, তখন পরকেও ভাই ব'লে বোধ হয়। সেথায় মুক্তি, ভক্তি, বিশ্বাস প্রবল হয়।

৭৬। ভগবানের চেয়ে ছোটও কেউ হ'তে পারে না, তাঁর চেয়ে বড়ও কেউ হ'তে পারে না। ভগবান্ যেখানে যাবেন, সেখানেই সকলের আনন্দ? রামচন্দ্র বনে গেলেন, বনের সকলের আনন্দ—বৃক্ষ ফল দিচ্ছে, ফুল ফুটছে, সকলেরই আনন্দ!

৭৭। হুজুগে ধর্ম্ম থাকে না, কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু যারা ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্ চায়, তারা শত বাধাতেও ছাড়ে না। এখন ঘরে ঘরেই রামকৃষ্ণ-ছবি দেখা যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তুমি কি মান? বিবেকানন্দ মেনেছিল। যদি তাঁকে মান, তবে তাঁর উপদেশ পালন কর। তবেই জান্‌ব—তুমি ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্ম চাও।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

৭৮। যার যতটা আধার, তার ততটাই ধর্‌বে। বেশী কি ধরে? তাই ত জনে জনে বুদ্ধির ভেদ।

৭৯। ঠাকুর ঋণ কর্‌তে নিষেধ কর্‌তেন। যে জমিদারী বিক্রী করে, তাকে লক্ষ্মীছাড়া বল্‌তেন। যখন জায়গা-জমী দেখতেই হবে, আলস্য কর্‌লে চল্‌বে কেন? তখন বুকে হাঁটু গেড়ে পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে হয়। যার আছে, তাকে ছাড়বে কেন? যার যথার্থ নেই, তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৮০। বাপ রে! সিদ্ধাই দেখলে মা বসুন্ধরা ভয় পান, কেঁপে ওঠেন! সিদ্ধাইকে তিনি (ঠাকুর) ঘৃণা কর্‌তেন। কিন্তু লোকে তাই চায়;—জানে না, ওটা মায়া, ভগবান্‌কে ভুলিয়ে দেয়! (সন্ন্যাসীর প্রতি)

৮১। ভগবান্ রামচন্দ্র ভূ-ভার হরণ কর্তে এসেছিলেন। তাঁর জন্মস্থানে বাস করা মহাভাগ্য।

৮২। ভরত রামচন্দ্রের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। ভরত জান্তেন, ইনি স্বয়ং ভগবান্। ইনি লোককল্যাণের জন্য শরীর ধারণ করে-ছিলেন। রাজ্যসুখ ছেড়ে দিলেন। রাম-পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে চামর ঢুলালেন, কত তপস্যা কর্লেন!—খুব ত্যাগী।

৮৩। ধীরে ধীরে উন্নতি করা ভাল। খুব এক চোটে উন্নতি কর্লে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। খুব কীর্ত্তন কর্লে মন হু হু করে উঠে গেল, কত কাঁদ্লে নাচ্লে, তারপর—যে কে সেই!

৮৪। চৈতন্য মহাপ্রভু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ যত অবতার কত উপদেশ দিচ্ছেন। হে জীব! তোমরা এঁদের শিক্ষা প্রতিপালন কর্বার চেষ্টা কর; কল্যাণ হবেই। অবতারেরা জীবের শিক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ওঁদের কাযের অনুকরণ কর্তে গেলে জীবের পক্ষে অকল্যাণ।

৮৫। যে অপরের ছেলেকে ছেলে মনে করে,সে ভগবান্ হয়ে গেল।

৮৬। বিষয়বুদ্ধি যাবার জন্য সাধুরা ধ্যান-জপ করে, ভিক্ষা ক'রে কষ্ট করে।

৮৭। নিজের দুঃখ না হ'লে পরের দুঃখ বুঝ্তে পারে না।

৮৮। বিষয়ীর (অসৎলোকের) অন্ন খেলে মনটা অধোগামী হয়।

৮৯। শিবপূজোর মত কিছু আছে কি? শিব কৃপা কর্লে কি না হয়? প্রভু রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ শরীরধারণ ক'রে জীবের শিক্ষার জন্য তাঁর দয়া পেয়েছিলেন। হে জীব, আপন কল্যাণ চাও, শিব-পূজো কর। তিনি জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি দেন। শিবপূজো কর্লে জগতে যা না হবার, তাই হয়—শিব হয়।

৯০। যে সংসারে ধর্ম্মের কথাই হচ্ছে, কি দিয়ে ঠাকুরভোগ হবে—পূজা হবে, এই নিয়ে আলোচনা—কলহ-বিবাদ নেই, সেই সংসারীই ঠিক্।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

৯১। জীব সংস্কারের জন্য কষ্ট পায়। কেউ পূর্ব্বের সংস্কার, আবার কেউ যার ঘরে জন্ম লয়, তার জন্য কষ্ট পায়। বড়লোকের ছেলে, কোন অভাব নেই, চুরি করে। ভগবানের দয়া, গুরু-কৃপা ভিন্ন সংস্কার যায় না। এই সংসারে ধন-মান-বিষয়-অপমান ইত্যাদির সংস্কারের জন্য জীব কষ্ট পায়। ভগবান্ ইচ্ছা করলে এখনই সংস্কার কাটিয়ে দিতে পারেন। জীবের সংস্কারও যাবে না, ভগবান্‌কেও পাবে না।

৯২। সংসার চালাতে হ'লে পরস্পর কিছু কিছু উপার্জ্জন কর্‌তে হয়। তা হ'লে ভাল সংসার চলে। যেমন এক জনের উপর নির্ভর কর্‌লে সংসার ভালরূপ চলে না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ পথের যারা, তারা পরস্পরে ধর্ম্ম-আলোচনা কর্‌বে—পরস্পরের ভুল সংশোধন কর্‌বে।—এই হ'ল এ দিকের সাহায্য।

৯৩। সন্ন্যাস নিয়ে পরচর্চ্চা—পরনিন্দা নিষেধ আছে। এক দেশের লোক যথেষ্ট খেতে পায় আর এক দেশের লোক না খেয়ে মরুক্, এরূপ ভেদবুদ্ধি করা হিংসুকের কাজ। মান্য পাবার জন্য গেরুয়া পরা খারাপ। আগে সেই জিনিষের মর্য্যাদা বোধ হলে তার পর ব্যবহার করা উচিত। যা ইচ্ছা তাই কল্লে স্বেচ্ছাচার হ'ল—ধর্ম্ম নয়।

(সন্ন্যাসীর প্রতি)

৯৪। আইডিয়াতে (কল্পনা) কেবলই কি ধর্ম্ম হয়? অনন্ত অনন্ত কর, ভাব যে তুমি অনন্তের কতটুক!

৯৫। যদি বিয়ে না করিস্, তবে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে যাবি। খাওয়া-পরার ত কোন অভাব নেই। খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পার্‌বি। বিয়ে কল্লেই দুঃখ পাবি। তোদের বিষয়ের বখরা হ'লে তোর ভাগে আর কত পড়্‌বে? এর উপর বিয়ে কর্‌লে ছেলেপিলে হ'লে তাদের কি খাওয়াবি? যদি বিয়ে না ক'রে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারিস্, তা হ'লে সুখ পাবি। Free life (স্বাধীন জীবন) কত সুখের। একবার তার স্বাদ পেলে আর কি বন্ধনে যেতে ইচ্ছা করে?

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

৯৬। তুলনা করার সময় রাস্তায় যে লোকটা প'ড়ে আছে, তার সঙ্গে তুলনা কর্‌লে দুঃখ পাবে না, শান্তি পাবে। ধনী লোকের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা কর্‌তে গেলেই দুঃখ আস্‌বে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও যে, ওর মত রাস্তায় প'ড়ে দুঃখ পাচ্ছো না। তোমার ত একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, এক মুঠো খাবার আছে—বিশেষ কোন অভাবে কষ্ট পাচ্ছো না। দুঃখ-কষ্ট হ'লে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, আর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে হয়—তোমার চেয়ে আরও কত দুঃখী আছে। তা হ'লে দুঃখ সহ্য কর্‌বার শক্তি আসে, মনে শান্তি হয়।

৯৭। যুবা বয়সে শরীরের উপর কত অত্যাচার করেছি (স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কঠোরতা ক'রে)। তখন বুঝ্‌তে পারিনি—শরীর সুস্থ থাকা কত দরকার। এখন দেখ্‌ছি, শরীর ভাল না থাক্‌লে ভগবান্‌কে ডাক্‌বে কে? এখন ইচ্ছা হয়, খুব ডাকি, কিন্তু শরীরে একটা-না-একটা রোগ লেগেই আছে। কি যে দুঃখ হয়, তা আর কি বল্‌বো? রক্তের তেজ যত কম হচ্ছে, তত যেন সব চেপে ধর্‌ছে।

৯৮। সাধুরা যেখানে ভিক্ষার আর জলের সুবিধা আছে, সেই সব স্থানে থাক্‌বে। সকালে উঠেই চিন্তা হয়—কোথা ভিক্ষায় যাবো? ভিক্ষা কর্‌তে কত সময় যায়। সেই জন্য—হরিদ্বার, হৃষীকেশ খুব তপস্যার জায়গা। ঐ সব স্থানে সাধুরা বেশী থাকে। কারণ, ভিক্ষার ও জলের খুব সুবিধা আছে। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন, 'মাধুকরীর অন্ন বড় পবিত্র।' কেননা, একখানা রুটি দিবে, তার আর কি কামনা কর্‌বে?

৯৯। আমি একবার ইটিলিতে কোন অনুরাগী ভক্তের কাছে টাকার জন্য গিয়েছিলাম। আমি যেয়ে দেখি, সেই ভক্তটি কিছু 'পান' করেছেন। তারপর তিনি আমার হাতে ৩৷৪৲ টাকা দিলেন। আমি প্রথমে নিলাম। তার একটু পরেই ভক্তটির হাতে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম, 'এখন থাক্।' আমি ফিরে আস্‌লে অন্যান্য ভক্তেরা জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'মশায় টাকা নিলেন না কেন?' আমি বল্লাম, 'মত্ত হয়ে টাকা দিয়েছে, পরে হয় ত অন্য ভাব আস্‌তে পারে, তা হ'লে দাতার ও গ্রহীতার উভয়েরই পতন। তাই টাকা ফিরিয়ে দিলাম্।'

১০০। সাধন-ভজনের উপদেশ যার-তার কাছে নিলে অনিষ্ট হ'তে পারে। গুরু—যিনি শিষ্যের ভাব জানেন বা জান্‌তে পারেন, তাঁর কাছে উপদেশ নিলে কল্যাণ হয়। নচেৎ ভাব নষ্ট হ'তে পারে।

(সাধন-ইঙ্গিত)

১০১। সংসারে সুখ নাই—মরার পরও সুখ নাই। যতই অর্থ, স্ত্রী-পুত্র, মান, যশঃ হউক না কেন—তবুও সুখ নাই। তবে সুখী লোক আছে—যাদের কোনও দুঃখ নাই; কেবল শান্তি আছে। যেমন সনক-সনাতন, সনৎকুমার, শুকদেব—এঁরা। এঁরা—চিরকুমার, চির-বালক,

রোগ-শোকের অতীত—এঁদের কোনই দুঃখ নাই, সদাই শান্তিতে আছেন। এঁদের মধ্যে ভগবানের সব শক্তি আছে।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১০২। একটু ধর্ম্মের দিকে মন গেল, আর বড় বড় চুল রাখ্‌লে! বড় বড় চুল রাখ্‌লে কি ধর্ম্ম হয় রে? ধর্ম্ম—মনে, জীবনে অনুভব কর্‌তে হয়। ধর্ম্ম ধর্ম্ম বল্লেই—ধর্ম্ম হয় না। কর্ম্ম চাই! কর্ম্ম চাই!

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১০৩। ছেলে রোজগার কর্‌লে বাপ-মা আশা করে। (বাপ-মার) হাজার সঙ্গতি থাকৃলেও যতটুকু পার, সাহায্য করা উচিত। না সাহায্য কর্‌লে বাপ-মার মনে দুঃখ হয়। তবে বিয়ে কর্‌তে বল্লে, যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে, বাপ-মার কথায় বিয়ে করা উচিত নয়। তাতে কোন দোষ নাই। বাপ-মা নিজেও দুঃখভোগ করে, আবার ছেলেকেও দুঃখভোগ করাতে চায়—এরই নাম সংসার।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১০৪। এক সঙ্গে থাকৃতে গেলে দুটো উঁচু-নীচু কথা হ'য়েই থাকে; তা ব'লে কি সব সময় মনে রাখ্‌তে হয়? যখন হ'লো—তখন হ'লো; ঐ ভাব মনে রাখ্‌তে নাই, তাড়িয়ে দিতে হয়। আমাদের মধ্যে ঐ রকম অনেক হ'তো। তখন আমরা বলাবলি কর্‌তুম—'ভাই, ভিতরে কিছু রেখ না।' তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন—'সতের রাগ, জলের দাগ।'

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১০৫। যে দেশে ঠাকুরদেবতা (দেব মন্দির) নাই, সে দেশ ত শ্মশান রে! সুখ-দুঃখ, বিপদ্-আপদ্, সকল সময়েই ঠাকুরদর্শনে যাবে।

এ সংস্কার করা খুব ভাল। তবে, সুখের সময়—যে দর্শন করা যায়—সেটা পবিত্রতা আনে। ঠাকুরের কাছে গেলে একটু উদ্দীপনা হয় বৈ কি? অন্ততঃ সেই সময়টা খুব ভাল লাগে, সংসারের কোন কথা মনে থাকে না—ঐটুকুই লাভ।

১০৬। তোদের ভাল বল্‌তে যতক্ষণ, খারাপ বল্‌তেও ততক্ষণ! মোট কথা, বিচার ক'রে কোন কথা বলিস্ না, তাই এ রকম হয়। বিচার ক'রে সব কথা বলা এবং নেওয়া দরকার। তা হ'লে কোন গোল থাকে না। ঐরূপ না কর্‌লে শেষে ভুগ্‌তে হয়।

১০৭। কাশীতে শিব অনেকেই প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু অনেক শিব জল পর্য্যন্ত পায় না—এটা বড় দুঃখের বিষয়! শিবপ্রতিষ্ঠা করা ভাল বৈ কি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম-মত পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়, তবে ত কল্যাণ হবে! (জনৈক ভক্তের প্রতি)

১০৮। সাধু হ'লে কি রোগে ছাড়ে? তার কর্ম্ম তাকে ভুগাবেই। আমি ত জ্ঞানতঃ কারও অনিষ্ট করিনি, (অনিষ্টের) চিন্তাও করিনি; দেখ না,—কি রোগে ভুগতে হচ্ছে! প্রারব্ধ কাউকে ছাড়ে না। (আত্ম-চরিত)

১০৯। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন—বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে ভাব নষ্ট হয়। জোর ক'রে কি ভাব হয় রে? ওটা সাধ-নের জিনিষ; খুব সাধন ক'রে লাভ কর্‌তে হয়। (সাধন-ইঙ্গিত)

১১০। কুকুর অনেক মানুষের চেয়ে ভাল (বিশ্বাসী)। মনি-বের বাড়ীতে বদ্‌লোক এলে কাম্‌ড়িয়ে দেয়;—তা না পার্‌লে চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু নিমক্‌হারাম চাকর কিছু বলে না।

১১১। যে বিষয় যে জানে না, তার কাছে সে বিষয়ের উপদেশ নিতে নাই। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কি জানে?

১১২। ছেলেবেলা হ'তে পবিত্রভাবে থাক্‌তে হয়—ভগবানের জন্য ব্যস্ত হ'তে হয়। তা না হ'লে যোয়ান বয়সে বদ্‌খেয়ালিতে প'ড়ে মানুষ মাটী হ'য়ে যায়। ঐ বয়সে ঠিক্ থাকা কি কম কথা? যদি ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত মানুষ কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাক্‌তে পারে—তা হ'লে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বোধ আপনা-আপনি আস্‌বে।

১১৩। মনের সঙ্গে মিল কি ক'রে হবে বল? উদ্দেশ্য এক হ'লে মিল হ'তে পারে। এক জন কেবল কু-মতলবে ঘূর্‌ছে, আর এক জন 'কি ক'রে সাধু হব'—ভাবছে! সে জন্যই ত মিল হচ্ছে না—এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে! যে যার নিজের উদ্দেশ্য নিয়ে থাক্‌লে, আর গোল থাকে না। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

১১৪। মানুষ কি ম্লেচ্ছ হয় রে? কর্ম্মই—ম্লেচ্ছ।

১১৫। সৎলোককে সকলেই ভালবাসে। সৎসঙ্গ কল্যাণ-কর। অহরহঃ সৎসঙ্গ কর্‌বে। সৎসঙ্গই মানুষকে সংসারের সুখদুঃখের পারে নিয়ে যায়।

১১৬। বেশ ভাল কথা—সমাজের সেবা, এ সৎকার্য! সন্দেহ নাই, বাকি (কিন্তু) ভগবান্ লাভ এতে হয় না! ভগবান্ লাভ কর্‌তে হ'লে, তাঁর জন্য নিঃসম্বল হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌তে হয়। * * * তুমি বল্‌ছো—কর্ম্মের দ্বারা কি ভগবান্ লাভ হয় না? না, চিত্ত শুদ্ধ হয় বটে; কিন্তু তাঁকে পেতে হ'লে নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১১৭। তুমি ৺বিশ্বনাথ দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলে। * * *

হাঁ, রোজ যাবে। ৺বিশ্বনাথ আছেন—সত্য বল্ছি, আছেন। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ রয়েছেন। তবে কারো কাছে—প্রকাশ, কারো কাছে—গোপন।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১১৮। মাধুকরী কি জান? মধুকর যেমন ফুলে ফুলে ব'সে একটু একটু ক'রে মধু সংগ্রহ ক'রে খায়—ঠিক্ তেম্‌নি? ঐ রকম সাধু বাড়ী বাড়ী গিয়ে এক এক মুটো অন্নসংগ্রহ ক'রে খাবে। লোকে নানান্ কামনা ক'রে সাধুকে ভিক্ষা দেয়। যে, যে পরিমাণ দেয়—তার সঙ্গে ততখানি কামনাও তার থাকে। সাধু এজন্য এক মুঠোর বেশী নেয় না। এক মুঠো দেবে, তাতে আর কত কামনা কর্‌বে! এ কামনাতে সাধন-ভজনের ক্ষতি করে না। অল্প অল্প ভিক্ষে নিলে তা'তে কামনার ভাগও কম আসে। তাই সাধন-ভজনের বেশী ক্ষতি হয় না অথচ স্বাধীন থাকা যায়। ঠাকুর এজন্যই আমাদের মাধুকরী করিয়েছিলেন। মাধুকরী বড় ভাল—সাধনার পক্ষে অনুকূল। তিনি (ঠাকুর) মাধুকরীর অন্ন বড় ভালবাস্‌তেন।

১১৯। যখন জন্ম হয়েছে, তখন সুখ-দুঃখ আছেই। তবে ওরই মধ্যে যতটা হয়—ভগবানের নাম নেওয়া ভাল। ব'সে ব'সে হা দুঃখ! হা দুঃখ! কর্‌লেই কি দুঃখ চ'লে যায়? কর্ম্ম কর্‌তে হয়; তাঁকে খুব ডাকৃতে হয়। তাঁর দয়া হ'লে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়!

১২০। শ্রীরামচন্দ্র বলি দেন নাই। তাঁর হুকুম শুন্‌লে কল্যাণ হবেই হবে। পূজার সময় হাতযোড় ক'রে শ্রীরামচন্দ্র প্রভুকে—মা দুর্গাকে দুঃখ জানাবে; মা ত সব জানেন। বলির কথা নিষেধ কর্‌বে, শোনে ভাল, না শোনে—তুমি কি কর্‌তে পার? আপনার দুঃখ আপনি

আনবে।—তোমার কি ? তাঁর সাত্ত্বিক পূজা। আর বলিটলি দেওয়া —ও সব রাজসিক ভাব।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১২১। যে ভগবানের পথে—ধর্ম্মের পথে বাধা দেয়, তার মত শত্রু আর নেই।

১২২। ধর্ম্ম এক শরীরে হয় না। এ শরীরে কিছু হ'লো, পরে কিছু হ'লো। লোকে ভাবে, বুঝি এক জন্মেই হয়েছে। আবার তাঁর দয়া হ'লে হয়েও যেতে পারে। তা আর অসম্ভব কি ?

১২৩। তেজীলোকের দোষ ধ'রো না। তেজীলোকের দোষ ধরা অন্যায়। কারণ, সে কি ভাবে কোন্ কায কচ্ছে, তা কে বল্‌বে ? তাই তেজীলোকের দোষ ধর্‌তে নাই।

১২৪। শরীর ছাড়বার সময় যে ভগবানের নাম লয়, তার বহু তপস্যার ফল। সে নিশ্চয়ই সজ্জন।

১২৫। সংসারে অর্থের জন্য দাসত্ব করে, কিন্তু ভগবানের জন্য কেউ দাসত্ব করতে চায় না ! অথচ, তাতে কোনই খরচ নেই। যে ভগবানের জন্য দাসত্ব করে—সেই ভাগ্যবান্ !

১২৬। Jesus Christ (যীশুখৃষ্ট) বলেছেন—"দোষী আত্মা ভগবানের কাছে যেতে পারে না ; নির্দ্দোষী আত্মা—পবিত্র আত্মা যেতে পারে। তিনি তাঁর কাছে প্রকাশ হন।

১২৭। দানের উপকারিতা কি জান ? ধ্যান-জপের সাহায্য হয়। (অর্থাৎ দাতার মন উদার, প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে। মনের এরূপ অবস্থা ধ্যান-জপের বিশেষ অনুকূল)। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল কেটে যায়।

তবে, যার পয়সা আছে, সেই দান করবে। যার তা নাই—সে

(ভগবানের নাম) জপ করবে—ভগবানের কাছে দুঃখ জানাবে। (ইহাই চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হবে)।

১২৮। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, মানব-দেহ ধারণ করলে ভগবান্‌কেও কষ্ট কর্‌তে হয়। মানুষের কা কথা!

ভগবানের রাজ্য থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি? দশরথ শ্রীরামকে রাজা কর্‌লেন, তিনি রাজা হ'লেন। আবার যখন বনে পাঠালেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বনে চলে গেলেন।

১২৯। (সৎ, পবিত্র হ'লে ভগবান্‌ই তোমায় সাহায্য কর্‌বেন—মানুষ কা কথা?)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনের সঙ্গে থাক্‌তেন (যুদ্ধের সময় সারথি-রূপে)। অর্জ্জুন ভয় পেয়ে বলেছিলেন—'সখা, কি হবে?' ভগবান্ বল্লেন, 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।' যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষের জয় নিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌তে পার্‌তেন—'সখা, আমি আছি, ভয় কি?' কিন্তু তা তিনি বলেননি।

১৩০। অসৎলোকের জিনিষ খেতে নাই—অসৎবুদ্ধি হয়। সতের অন্ন শুদ্ধ।

১৩১। পুণ্যবান্ লোককে দেখ্‌লে মন প্রফুল্ল হয়। আর পাপাত্মাকে দেখ্‌লে হৃদ্‌কম্প হয়।

১৩২। সকলেই তাঁর (ভগবানের) সন্তান। তবে, যে ভগ-বান্‌কে ভক্তি করবে, তাঁর শরণ লবে, সেই সুসন্তান।

১৩৩। ভগবান্ কি তোমার বাঁধা যে, তোমার নিয়মে চল্‌বেন? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছামত সকলকে চল্‌তে হয়।

১৩৪। অসৎসঙ্গ কর্‌লে অসৎবুদ্ধি আস্‌বে; সৎসঙ্গ কর্‌লে সদ্‌বুদ্ধি হবে। যেমন সঙ্গ কর্‌বে—তেমনি ফল পাবে।

১৩৫। বাসনাতে লোক মরে—দুঃখ পায়। ক্রমাগত বাসনা উঠে। বাসনা না গেলে সুখের আশা নাই।

১৩৬। তপস্যা কর্‌লে কি ভগবান্ পাওয়া যায়? তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।

১৩৭। এ জগতে কারো সুখ নাই। যার অর্থ আছে, তারও দুঃখ (তস্করাদির ভয় জন্য); যার অর্থ নাই, তারও দুঃখ। (দারিদ্র্যতা-হেতু)। কেবল যে ভগবান্‌কে পেয়েছে—সেই সুখী।

১৩৮। ভগবান্‌কে নিয়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়। কারো হিংসা কর্‌তে নাই। হিংসাই যত গোলযোগ বাধায়। হিংসুকেরাই দুঃখ পায়।

১৩৯। যার সংসারে কিছুই নেই, সে ভগবান্ ছাড়া আর কাকে ডাক্‌বে? সব থাক্‌তে যে ভগবান্‌কে ডাকে, তারই বাহাদুরী।

১৪০। সৎসঙ্গ কর্‌লেই কি স্বভাব যায়? কর্ম্ম কর্‌তে হয়। কথায় আছে যে, কোন কাকের সঙ্গে এক হাঁসের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কাক্ হাঁসকে এবং হাঁস কাক্‌কে নিমন্ত্রণ করেছিল। হাঁস কাক্‌কে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়ালে; আর কাক্ হাঁসকে বিষ্ঠা খেতে দিলে! এর অর্থ এই যে, হাঁসের সঙ্গ কর্‌লেও কাকের জাতিস্বভাব যায় নাই।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১৪১। কলিতে যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, কিছুই নাই। কলির জীবকে ভগবান্ সে শক্তি দেন নাই। কেবল হরিনাম করাই হচ্ছে—কলির তপস্যা—আর অন্য গতি নাই। জীব হরিনাম করে না, তাই ত এত দুর্দ্দশা! চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য—শাস্ত্রবাক্য। সে কি মিথ্যা? হরিনাম কর্‌লে ভবরোগ দূর হয়। অবতারদের কথা না মেনেই জীব এত দুঃখ পায়।

১৪২। গুরুর আদেশমত তাঁকে সেই নামেই (যা দীক্ষাকালে পেয়েছ) ডাকবে। তবে আরো যদি দশরূপে তাঁকে ভাব্তে ইচ্ছা হয়—মনে রাখবে যে, 'সবই ইষ্টের লীলা।' নাম-রূপ নিয়ে ডাকা কি না; ডাকায় কোন লাভ-লোকসান্ নাই। এতে আবার বাদ দেওয়া কি? একজনকে ডাক্লেই ত সকলকে ডাকা হ'ল। একজনের নাম নিলেই ত সকলের নাম নেওয়া হ'ল।

আবার সব নাম-রূপ আরোপ ক'রে ডাক্লেও তাঁকেই (ইষ্ট) ডাকা হয়। তাতে 'চাঞ্চল্য' (ভেদবুদ্ধি) আসে না। তবে একজনের ভিতরই যখন সব, তখন নানারূপ এলেই বা কি (এসে যাবে)?—ওগুলি কেবল সন্দেহ। আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ওটা দূর করা একটু কঠিন! সন্দেহ হওয়া ভ্রম। সবই তিনি।

১৪৩। তাঁর দয়া হ'লে তিনি পাপীকে বিনা প্রায়শ্চিত্তেই (পাপের ফল ভোগ না করিয়েই) মুক্তি দিতে পারেন। কাকে ঠোক্রান ফলও আবার পূজায় লাগে। তবে ডাকার-মত ডাকিয়ে নেন। এটাই প্রায়শ্চিত্ত। সব মন-বুদ্ধি-আদির 'মোড়' ক্রমে ফিরিয়ে দেন। যেমন জগাই মাধাইয়ের দিয়েছিলেন।

১৪৪। ধর্ম্ম উপদেশ সকলেই দিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম করা ভারী কঠিন। ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না।

১৪৫। লেখাপড়া করা খুব দরকার। তা হ'লে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। বুদ্ধি মার্জ্জিত না হ'লে বিচারবুদ্ধির উদয় হয় না। সদসৎবিচার করবে কি দিয়ে?

১৪৬। গৃহস্থই হউক, আর সাধুই হউক—ভগবান্ কর্ম্মহীনকে খুব ঘৃণা করেন। কর্ম্ম দু' প্রকার—অন্তর-কর্ম্ম, বাহির-কর্ম্ম। একটা-

না-একটা কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। কর্ম্ম না কর্‌লে তাঁকে বুঝ্‌বে কি ক'রে?

১৪৭। যে হরষিত হয়ে তাঁর জিনিষ তাঁকে দেয়, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ—ভগবান্ তা গ্রহণ করেন। প্রীতিসে না দিলে তিনি গ্রহণ করেন না। যার প্রীতি নাই—মলিন ভাব, তার পূজা কোন দিন গ্রহণ করেন না জান্‌বে।

১৪৮। কলিতে অন্নগত প্রাণ—খাওয়াপরা চাই, তার চেষ্টা কর্‌বে বৈকি! মন কিন্তু ভগবানের দিকে দেবে—এ কথা তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন।

১৪৯। বিবেকানন্দ ভাইকে নিয়ে এত কাণ্ড হ'ল। ঠাকুরের নাম সেই ত প্রচার করলে। সে বল্‌তো—'ঠাকুর ছাড়া উপায় নাই। তিনিই সব উন্নতির মূল।' যে বিবেকান ভায়ের কথা না মান্‌বে—সে ঠক্‌বে।

১৫০। সাধু, ভক্ত, ধনী ও দোকানদার—এরা সব ঠাকুর-দেবতার ফটো রাখে। সাধু ও ভক্ত সেই ফটো পূজা করে (অর্থাৎ সেই চিত্রের ভাব হৃদয়ে ধারণ করে)—জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে, এবং জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ক'রে কৃতার্থ হয়। আর অপরে ঘর সাজাবার জন্য রাখে; তাদের জ্ঞান, ভক্তি কিছুই হয় না। দেখ, একই জিনিষ—ব্যবহারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিচ্ছে। ভগবান্ বল্‌ছেন,—হে জীব! জিনিষের প্রকৃত ব্যবহার শিখ্‌তে হ'লে সাধু-সঙ্গ কর্‌তে হয়, তবে ত জিনিষের ব্যবহার ঠিক্ ঠিক্ শিখ্‌তে পারা যায়! জোর ক'রে বল্‌ছি—সাধুসঙ্গ চাই!!

১৫১। যারা ভগবান্ রামচন্দ্রকে লাভ কর্‌তে চায়, তারা যদি হনুমানের শরণ লয়, তবে শীঘ্র তাঁর দয়াতে রামচন্দ্রকে লাভ কর্‌তে

পারে। ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তের শরণ নিলে ভগবানের দয়া বুঝ্‌তে পারা যায়—তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তকে সম্মান কর্‌লে ভগবান্ সুখী হন।

সে জন্য—শ্রীকৃষ্ণকে জান্‌তে হ'লে অর্জ্জুনের শরণ নিতে হয়। আর, ঠাকুরকে জান্‌তে হ'লে স্বামিজীর শরণ নিতে হয়; তাঁর শরণ নিলে তবে ঠাকুরকে জানা যায় * * * * * * আমাদের মধ্যে First (প্রথম) স্বামিজীই ঠাকুরকে বুঝেছিলেন। তার পর স্বামিজীর কৃপায় আমরা তাঁকে একটু জেনেছি। * * স্বামিজীর মত গুরুভাই কি আর পাব?—এখন কত লোক লেক্‌চার দিচ্ছে, বই লিখ্‌ছে—তাতে লোকের কি হয়? স্বামিজী যা' লিখেছেন, তা অনুভব ক'রে লিখেছেন, তাই, সে চিরদিনই নূতন থাক্‌বে। তা' প'ড়ে কত লোক শান্তি পাচ্ছে ও পাবে! আসল কথা—অনুভব দরকার। তা না হ'লে কিছুতেই কিছু হয় না; লেক্‌চারই দাও আর বই-ই লিখ!! (স্বামিজী)

১৫২। শরীরধারণ কর্‌লেই ভয়ানক কষ্ট—এ কথা কেউ বুঝে না! সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিসে যে সুখ হয়—তার সন্ধান রাখে না। গর্ভাবস্থায় দুঃখ, জন্মাতে দুঃখ, বাঁচ্‌তে দুঃখ, মর্‌তেও দুঃখ—এখানে সুখ কোথা?—সব কেবলই সুখের জন্য মত্ত! একমাত্র ভগবান্‌লাভেই সুখ;—তাঁকে যারা দেখেছে, তারাই সুখী; তাদেরই শরীরধারণ সফল। এত দুঃখ তাঁদের কাছেই সুখ ব'লে মনে হয়। তা না হ'লে শরীর-ধারণ বিড়ম্বনা—খালি দুঃখভোগের জন্য।

১৫৩। তিনি (ঠাকুর,) বল্‌তেন—'তৈ'রী খানা মৎ ছোড়ো,' অর্থাৎ তৈয়ারী খাবার (অন্ন) ছেড় না)। তৈরী খানা ছাড়্‌লে

অকল্যাণ হয় এবং হয় তো সে দিন আর খাওয়া হ'ল না। যে রকম খাবার হোক্ না—ভাল-মন্দের দিকে লক্ষ্য না রেখে শান্তির সহিত খাবে। ঐরূপ তৃপ্তির সহিত খেলে শরীর সুস্থ থাকে, আর মন পবিত্র হয়। যা খাবে—তা' যাই হউক্ না কেন!—ইষ্টকে অর্পণ ক'রে খাবে। ইষ্টকে অর্পণ কর্‌লে যদি কোন দোষ থাকে, কেটে যায়।

১৫৪। গুরু-নিন্দা শুন্‌তে নাই। তা'তে দোষ হয়। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আচ্ছা ক'রে শাস্তি দিয়ে দিবে—তা'তে কোন পাপ নাই। আর যদি ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে সে স্থান ত্যাগ কর্‌বে।

১৫৫। সৎ-চিন্তার ফল সৎ-ই হ'য়ে থাকে। এ জন্য সদা-সর্ব্বদা সৎ-চিন্তা করা উচিত। অসৎ-চিন্তা একেবারেই কর্‌বে না। সে জন্য সাধু-সঙ্গ, ধ্যান-জপ কর্‌তে হয়— সৎ-পুস্তক পড়্‌তে হয়।

এই-সবে মন ব'সে গেলে ও-সব (অসৎকর্ম্ম চিন্তা আদি) হ'তে অনেক বাঁচোয়া! * * * *

জীব একটা-না-একটা কর্ম্ম কর্‌বেই, না ক'রে থাক্‌তে পারে না। তাই তার অসৎ অপেক্ষা সৎকায করাই ভাল। অসৎকায কর্‌লে যা ফল হয়, অসৎচিন্তাতেও তাই ফল হয়।

১৫৬। * * * এই সকল † পাইয়াও বোধ করিবে যে, ত্যাগী-জনের পক্ষে উহা মাটী, গুরুই সত্য, ব্রহ্মই সত্য। কারণ, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে ত শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, আর স্বামিজীর জীবনাদর্শ দেখিয়া আরও সাহায্য পাইলে। অতএব, তোমরাও যদি উঁহাদের অনুসরণ করিয়া জীবন কাটাইতে পার, তবে, তাঁহার (গুরুমহারাজের) গৌরব। যাঁহার

† বিষয়।

সাত শত গুরুভাই ল্যাংটা, গুরুও ল্যাংটা, নিজেও ল্যাংটা, তাঁর ল্যাংটা দর্শনে আনন্দ (হয়)। তিনি বলিতেন যে, রৌপ্যথাল, গেলাস —তাঁর সাত শত গুরুভাইকে ভোজন করাইয়া কোন রাজা দান করিয়াছিলেন,তথাপি,তাঁহারা যে ল্যাংটা সেই ল্যাংটা—তোমাদেরও এই সমস্ত কথা বুঝা উচিত। তিনি আরও বলিতেন এবং তুমি শুনিয়াও থাকিবে যে—তিনি সাধুর রাজা। আর,আমিও সেই কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছি যে, আমরাও তাঁহারই সন্তান। গুরু ভিন্ন বড় কেহই নাই, সুতরাং 'মাটীর' আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া উচিত নয় ;—ব্রহ্ম বা গুরুতেই হরষিত হইতে বাধ্য। প্রথমে তোমার চিঠি পেয়ে হরষিত হইয়াছিলাম, পরে, যখন গুরুবাক্য স্মরণ হইল যে, এই সকল কেবল দেখিবার ও শুনিবার জিনিষ, বস্তুতঃ ইহা জড়। জড় হইতে কেহ কি হরষিত হইয়া থাকে ? চৈতন্যেরই হরষিত করিবার ক্ষমতা আছে।

*   *   *   *

(জনৈক গুরুভাইকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত)

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

(প্রথম ভাগ)



আশ্বিন ১৩৩০

উদ্বোধন কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

 [মূল্য ৸৶০ চৌদ্দ আনা।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
উদ্বোধন-কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৮৭৮।২৩

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য স্বামী অচলানন্দ বহুকাল ধরিয়া নানাব্যক্তির নিকট হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দের এই পত্রাবলী সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রধানতঃ নিজের এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কল্যাণ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উহা আদ্যোপান্ত পড়িয়া নিজেদিগকে বিশেষ উপকৃত বোধ করিয়া সমস্ত পত্রগুলি সাধারণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে তাঁহাদের বিশেষ আধ্যাত্মিক উপকার সাধন হইবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় তিনি উহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই। দুই একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রবন্ধ মাত্র তিনি লিখিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভের বা তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা এই পত্রাবলী সংগ্রহ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া প্রকাশকের বিশ্বাস। নিতান্ত ব্যক্তিগত কোন কোন অংশ মাত্র বাদ দেওয়া হইয়াছে। পাদটীকায় সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রায়ই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং অনেকস্থলে কোথা হইতে সেগুলি গৃহীত, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কয়েকখানি মাত্র

পত্র প্রকাশিত হইল। অপরাপর খণ্ড শীঘ্র বাহির করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এই পুস্তকের সমুদয় উপসত্ব আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্য উৎসর্গীকৃত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

(হরি মহারাজ)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ ভক্তগণের নিকট হরি মহারাজের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। সাধারণ পাঠক পাঠিকার জন্য তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের প্রয়াস।

শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী ডব্লিউ ওয়াটসন কোম্পানীর গুদাম সরকার, নিষ্ঠাবান্ তেজস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৬৯ সালের ২০শে পৌষ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি, শনিবার শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে বেলা ৯ টায় তিনি দেহ পরিগ্রহ করেন ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে কাশী রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ ও ১২ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। প্রথমে কম্বুলিয়াটোলা বাঙ্গালা স্কুলে, পরে জেনেরাল এসেম্ব্লি (বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ) স্কুলে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয়

পরিত্যাগ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার প্রবল ধর্ম্মভাব ও সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনায় অনুরাগ প্রকাশ পায়। উপনয়নের পর হইতেই বিধিমত সন্ধ্যাগায়ত্রীর অনুষ্ঠানে, ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত দীর্ঘকেশ রক্ষা করিয়া সামান্য হবিষ্যান্ন ভোজনে, কখনও নির্জ্জনে কখনও বাল্যসঙ্গী গঙ্গাধরের (বর্ত্তমানে সারগাছি রামকৃষ্ণমিশন অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ) সহিত সাধনভজনে, বেদান্তাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় বা কোন সাধুর নিকট গিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণে, হরিনাথের জীবন কাটিতে থাকে। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠক হরিনাথের এই সময়কার ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অতি প্রত্যুষে গঙ্গা-স্নানে গিয়াছেন তখনও অন্ধকার রহিয়াছে—স্বল্পসংখ্যক নরনারী তখন হইতেই স্নানে আসিয়াছেন—হঠাৎ একটা গোল উঠিল কুমীর, কুমীর। স্নানকারীরা সকলেই তাড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন—হরিনাথও ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন কিয়দ্দূরে কুম্ভীরের মত কি ভাসিতেছে, বোধ হইল, কিন্তু তিনি অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় ব্যস্ততা-সহকারে না উঠিয়া গঙ্গায় স্থিরভাবে থাকিয়াই বিচার করিতে লাগিলেন আমি যে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছি, এইবার তাহা যথার্থ আয়ত্ত হইল কি না, তাহা পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়াছে। বেদান্তমতে আমি ত শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—আমি দেহ,

মন, বুদ্ধি কিছুই নই, তবে আমি এখান হইতে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিব কেন? তিনি এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া গঙ্গাজলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এদিকে যাঁহারা তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা এই যুবকটীকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া তাহাকে তীরে উঠিবার জন্য বারম্বার তারস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্রমে হরিনাথের দেহসংস্কার জাগিয়া উঠিল—তিনি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে উঠিলেন।

সম্ভবতঃ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারী যুবক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, কামটা একেবারে যায় কিরূপে? উত্তর শুনিয়া ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত—যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না। হরিনাথ বেদান্ত পড়েন, শাঙ্করভাষ্যাদি পড়িয়া খুব পুরুষকারবাদী হইয়াছেন। এক দিন ঠাকুর তাঁহার সমক্ষে একটি গান গাহিলেন—

ওরে কুশীলব, করিস কিসের গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধর্‌তে।

কুশীলব মহাবীরকে বাঁধিয়াছেন—মহাবীর তখন এই গান গাহিয়াছিলেন। গান করিতে করিতে ঠাকুরের চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল, হরিও কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কঠোপনিষদের সেই শ্লোক মনে পড়িয়া গেল।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

বেদান্ত মতেও সেই আত্মার কৃপা বিনা গতি নাই।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতসংস্পর্শে হরিনাথের জীবন দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। উভয়ে হাঁটিয়া বরাহনগর দিয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। স্বামীজি হরিমহারাজকে বলিলেন, কিছু বলুন মশায় শুনি।
(স্বামীজি চিরদিনই ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও হরি ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।)
হরিমহারাজ বলিলেন,—কি আর বল্‌বার? পরে শিব-মহিম্নস্তোত্র হইতে আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

তারপর তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথায় স্বামীজি এই সময়ে বলিয়াছিলেন,—ওঁর কথা আর কি বোল্‌বো? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বলি, এল, ও, ভি, ই personified—Love বা প্রেম

মূর্ত্তিমান্। স্বামীজির বলিবার রকম ও প্রবল ঐকান্তিকতা দর্শনে হরিমহারাজের ইঁহার প্রতিও প্রবল আকর্ষণ হইল —আরও বোধ হইল, এই ব্যক্তি যেন নিজের ভিতর কি প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

এইরূপে এই দুই মহাপুরুষের প্রথম সম্মিলন হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগের পর স্বামীজি বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার কিছু পরেই (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি ২৪ বৎসর বয়সে তথায় যোগ দেন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মঠে কিছুকাল কাটাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা ও তীর্থভ্রমণাদির জন্য বহির্গত হন। কখনও নিঃসঙ্গভাবে, কখনও কোন গুরুভাইএর সহিত মিলিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে সাধন ভজন করিয়া কাটাইলেন। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হৃষীকেশ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে কাটাইয়াছিলেন। তবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিতই এই পরিব্রাজক জীবনের অধিকাংশ কাল কাটে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দের বোম্বাই ও আবু পাহাড়ে সাক্ষাৎ হয়। এই সময় স্বামীজি তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, দেখ হরিভাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু

বুঝ্‌তে পারি না পারি, সমগ্র ভারতে ভ্রমণের ফলে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইতে সমাজের অতি নিম্নস্তরস্থ ব্যক্তির সহিত মিশিতে হইয়াছে—ইহাতে (নিজের বক্ষঃস্পর্শ করিয়া) heartটা খুব বেড়ে যাচ্ছে—দেখি, যদি ভারতের massএর জন্য কিছু কর্‌তে পারি।

ইহার পর চিকাগো মহানগরীতে স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদ করিলেন—সমগ্র ভারতে তাহার সাড়া পড়িয়া গেল—গুরুভাইগণের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দও তাঁহার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পুলকিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি পরিব্রাজক জীবন পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে যখন আমেরিকা হইতে স্বামীজি বারম্বার তাঁহার ইতস্ততোবিচ্ছিন্ন গুরুভাইগণকে ঠাকুরের মহাকার্য্যের জন্য একত্র হইতে বলিতে লাগিলেন,, তখন স্বামীজির ভারতপ্রত্যাগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত কিছুকালের জন্য পরিব্রাজকজীবন ত্যাগ করিয়া মঠে গিয়া রহিলেন। তখন মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন হইতেই তুরীয়ানন্দস্বামীকে স্বামীজির কার্য্যে রীতিমতভাবে যোগ দিতে হইল। নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া নিজে ধ্যান করিয়া তাহাদিগকে স্বামীজির উপদিষ্ট

সাধন হাতে-হেতেড়ে করান, গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া তাহাদিগকে শুনান বা পড়ান, তাহাদের যাবতীয় সংশয়ের সমাধান ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। ধীরে ধীরে স্বামীজি তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইলেন। প্রথমে বাগবাজার বলরাম মন্দিরে ও নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। শেষে যখন স্বামীজি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর ঐ বর্ষের জুন মাসে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করিলেন, তখন অনেক বুঝাইয়া প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই পরম সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহাতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার ও নিষ্ঠা ছিল, তেমনি শ্রীগুরুদেবের প্রতি এবং তাঁহার পরমপ্রিয় নরেন বা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। সুতরাং স্বামীজি যখন তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, হরি ভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য খাটিতে খাটিতে আমার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল, তোমরা আমাকে তাঁহার কার্য্যে কি একটু সাহায্য করিবে না, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ সংস্কারনিষ্ঠা, নিজ শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এ সব কোথায় ভাসিয়া গেল এবং তিনি সুদূর সমুদ্র পারে গুরুভ্রাতার সঙ্গী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর ইনি আমেরিকায় বাস করেন। নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন থাকিয়া স্বামীজি তাঁহাকে কালিফোর্ণিয়ায় শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পাঠাইলেন। এই স্থান নগরের কর্ম্মকোলাহলের বহুদূরবর্ত্তী। স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হরিভাই, তোমার লেক্‌চার দিতে হবে না, Live the life—নিজে সাধকের জীবন যাপন করিয়া রাজসিক পাশ্চাত্য নরনারীর হৃদয়ে প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবের প্রেরণা আনিয়া দাও। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজির এই কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া দীর্ঘকাল উক্ত শান্তি আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয়ে অদ্ভুত প্রেরণা আসিয়াছিল—নরনারী ভাব হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া গিয়াছিল এবং কত অশান্তিক্লিষ্ট নরনারীকে যে অমৃতের পথ দেখাইয়া শান্তিদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। এই সময় হল্যাণ্ডদেশবাসী Heyblom নামক জনৈক ব্যক্তি ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ইঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি বহুদিন হইল সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামে, পরে স্বামী অতুলানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় ও দীর্ঘকাল পরে স্বামীজির সহিত মিলনাশায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইনি আমেরিকা হইতে ভারত যাত্রা করিলেন, কিন্তু ইহজীবনে

আর তাঁহার স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল না। রেঙ্গুনে আসিয়াই সংবাদ পাইলেন ৪ঠা জুলাই স্বামীজি মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মঠে আসিয়া অতি অল্পদিন থাকিয়াই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন ও তথায় প্রায় আড়াই বর্ষকাল যাপন করিলেন। দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য দেশে বাসের ফলে তাঁহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই—তিনি আবার একান্ত সাধনভজন ও তপস্যায় নিরত হইলেন। এই সময়ে একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের কঠোর কার্য্যভার অপরের হস্তে কিছুকাল ন্যস্ত করিয়া ছুটিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী কুসুমসরোবরাদি স্থানে পরমানন্দে আবার কিছুকাল একত্রে পূর্ব্ব-পরিব্রাজক জীবনের সুখ আস্বাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অধিকাংশ সময় একাকী সাধনভজন ও তপস্যাতেই কাটিয়াছে। অধিকাংশ সময় পশ্চিমে যাপন করিয়াছেন। মধ্যে কেবল দুইবার মাত্র আসিয়াছিলেন—একবার ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে আর শেষবার ১৯১৭তে। এই দীর্ঘকাল অনেক সময় তিনি একা একা গঙ্গাতীরবর্ত্তী নাঙ্গোল, গড়মুক্তেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাপন করিয়াছেন। কেবল তাহার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ শুনিলে কনখল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ

স্বামী কল্যাণানন্দ অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া আশ্রমে আনিয়া কিছুদিন সেবাশুশ্রূষা করিতেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখনই কোন মঠ বা আশ্রমে থাকিতেন, তখনই নূতন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণকে সাধনশিক্ষা প্রদান, শাস্ত্র অধ্যাপনা, কখনও বা স্বামীজির গ্রন্থ সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া চিল্কাপেটা নামক স্থানে স্বামী শিবানন্দের সহযোগিতায় একটী নূতন মঠ স্থাপন করেন। ইহার বাটীনির্ম্মাণকার্য্যে ইঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ইঁহার দেহত্যাগের পর ইঁহার ব্যবহৃত সমুদয় দ্রব্যাদি উক্ত আলমোড়া মঠে রক্ষিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তাঁহার বহুমূত্ররোগের সূত্রপাত হয় এবং ১৯১৭ খীষ্টাব্দে পুরীধামে অবস্থানকালে উহার উপসর্গস্বরূপ শরীরে বিস্ফোটকাদি বাহির হওয়ায় প্রথমে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। তথা হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া কিছুকাল উদ্বোধন কার্য্যালয়ে, পরে বলরাম মন্দিরে রাখা হয়। শেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগেই ৺কাশীধামে আগমন করেন, এবং জীবনের অবশিষ্টকাল প্রায় সাড়ে তিনবর্ষ রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে বাস করিয়া ব্রহ্মপদে মিলিত হন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ শাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত, কঠোর তপস্বী,

পরমভক্ত ও পরম জ্ঞানী ছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহাকে বহুবার অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, এই সময় যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহারাই তাঁহার অপূর্ব্ব তিতিক্ষা, জড়ের উপর চৈতন্যের এই অদ্ভুত আধিপত্য দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলের সাধু সন্ন্যাসিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব তপস্যা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। কাশীধামে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, উপনিষদাদি পাঠ হইত ও পাঠান্তে তিনি এত সহজ ভাষায় এ সকলের গূঢ় মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া থাকিত। তাঁহার নিকট সর্ব্বসম্প্রদায়ের নানাবিধ লোক আসিত—সকলেই তাঁহার মধুময় উপদেশ শ্রবণে শান্তিলাভ করিত। তিনি তাঁহার সাধকজীবনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "উপনিষদের উপদেশগুলি শুধু পড়িতাম না, প্রত্যেক উপদেশটী ধরিয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতাম—যাহাতে উহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি। পরে আবার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছি, মা, সব শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়ে দে—দে মা পাগল করে, আর কায নাই গো মা জ্ঞান বিচারে।" তাঁহার মুখে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ভক্তিমাহাত্ম্য প্রকাশক এই শ্লোকটী প্রায়ই শুনা যাইত—

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

(ষট্‌পদী স্তোত্র)

হে নাথ, তোমার সহিত আমার ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমার, তুমি আমার নহ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ, সমুদ্র কখন তরঙ্গের নহে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনের আরও দুই একটী উজ্জ্বল দিকের অন্ততঃ সামান্য উল্লেখ না করিলেও চিত্রটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি কাব্যরসের বিশেষ রসিক এবং একজন অকপট স্বদেশহিতৈষী (Patriot) ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে শেষ বয়সেও ঋষি কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহিলাকাব্য, সবিতা্সুদর্শন প্রভৃতি হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করিতে বার বার শুনিয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ মহিলাকাব্যের ভাববিশেষে আপত্তি জানাইলে বলিতেন তোমরা শুধু একদেশী দৃষ্টি হইতে দেখিয়া সমালোচনা করিতেছে, হৃদয় উদার করিয়া কবিকে বুঝিতে চেস্টা কর, দেখিবে, তিনি কোন্ উচ্চরাজ্য হইতে এসকল কথা বলিতেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে যখন স্বদেশীযুগের সূত্রপাত হয় এবং বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধি প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতের আন্তরিক কল্যাণকামনার কতকটা সাফল্য ও

ইঙ্গিত দেখিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং সমবেত ব্যক্তিগণকে দেশসেবায় নিজ নিজ স্বার্থ বলি দিতে উৎসাহিত করিতেন।

এরূপ মহাপুরুষের বিস্তৃত জীবনচরিত অনুসন্ধানের ও সংকলনের যোগ্য। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পত্রাবলি পাঠে কোন যোগ্য ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত হইলে তাঁহাদ্বারা নিজ কল্যাণের সহিত বহুলোকের কল্যাণ সাধিত হইবে।



স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

(১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

৬।১১।১৪

শ্রীমান্—

তোমার ১লা তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি আজকাল একটু ভাল আছ ইহা জানিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রভুর কৃপায় এইরূপ সুস্থ থাক ও তাঁহার ভজনে মন নিয়োগ কর—তাহা হইলেই মঙ্গল। সুখ দুঃখ সংসারে লাগিয়াই থাকে, কোথায় কাহাকে কবে ইহাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়াছ? তা হইবার যো নাই। সংসার দ্বন্দ্বময়। কেবল সেই পরমাত্মার ভজন দ্বারাই জীব দ্বন্দ্বমুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ হইবে না এমত নহে, পরন্তু উহা তাঁহার কৃপায় তাঁহাদিগকে অধীর করিতে পারিবে না। সেই

জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, "তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।" *
কই, সুখ দুঃখ হইবে না এমত ত বলিলেন না। বরং
বলিলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই সুখ
দুঃখ হইবেই হইবে। তবে তাহারা চিরস্থায়ী নহে।
হইবে আবার চলিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদিগকে
সহ্য কর। সহ্য করা ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকিলে
ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহা তাঁহার অর্জ্জুনের ন্যায় প্রিয় ভক্ত
ও শিষ্যকে বলিতেনই বলিতেন, সুতরাং পরমহংসদেবও
বলিয়াছেন, "শ ষ স" অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর,
যেন মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন যে, ইহা ছাড়া আর
উপায় নাই। কারণ, আবার বলিতেছেন, যে সয় সে রয়,
যে 'না-সয়', সে 'নাশ-হয়'। অতএব আমাদের সহ্য
করিতেই হইবে। সহ্য করাই বাহাদুরী। দুঃখ কষ্ট ত
হইবেই—তবে আর হায় হায় করিয়া কি ফল ?

সহ্য করিয়া লইলে বরং ঐ হায় হায়ের হাত হইতে
নিষ্কৃতি। তাই মহাজ্ঞানী ও ভক্ত শ্রীযুত তুলসী দাস
বলিয়াছেন

"দেহ ঘরকি দণ্ডহি সব কাহুকা হোয়।
জ্ঞানী ভোগ্‌তে জ্ঞানসে মুরখ ভোগ্‌তে রোয়॥"

---

* হে অর্জ্জুন, সেইগুলি সহ্য কর।

—গীতা। ২।১৪

অর্থাৎ দেহ ধারণ করিলে সকলকেই দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ইহাতে ভেদ নাই। তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ঐ দুঃখ জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য ইহা জানিয়া স্থির ভাবে ঐ দুঃখ ভোগ করেন আর মূর্খ অজ্ঞানী যে সে ইহা বুঝিতে না পারিয়া কাঁদা কাটা হায় হায় করিয়া কাতর হয়। সর্ব্বদা ঠাকুরের কথা মনে করিবে যে, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"। তাহা হইলে আর দুঃখ কষ্টে মুহ্যমান হইতে হইবে না। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

কনখল
১০।৯।১৪

শ্রীমান্—

এবার অনেক দিন তোমার পত্র না পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে খুব চিন্তা হইত। কয়েক দিন হইতে বিশেষই উদ্বিগ্ন ছিলাম। গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগতে প্রীত হইয়াছি।.........................আমার শরীর

মধ্যে খুব খারাপ হইয়াছিল। এক নূতন ধরণের চিকিৎসা করাইতে গিয়া বিপরীত ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই মঙ্গলকর। আমাদের চেষ্টা অনেক সময় অন্যরূপই হইয়া যায়।

তুমি কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে অনেক নূতন ভাব জানিতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। ভাব হচ্ছে, সকাম নিষ্কাম যা হ'ক—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" *

এই ভাবটা নিরন্তর মনে জাগরূক রাখিতে হবে। আমার ভিতরে তুমি বাহিরে তুমি, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি। এই আর কি। একি একবারে হবে? অভ্যাস করতে হবে। করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। সত্য সত্যই তখন তিনি যন্ত্রিস্বরূপ হয়ে দেহযন্ত্রটাকে চালাবেন। "কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে"—একথা নিশ্চিত। সমস্তই তিনি কর্‌ছেন, আমরা বুঝতে পারি না বলে ভাবি, আমরা কচ্ছি আর তাই কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হই। ভাতের

---

* হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা আমাতে অর্পণ কর।
—গীতা। ৯।২৭

হাঁড়িতে আলু পটোল লাফাচ্ছে, ছেলেরা মনে করে, আলু পটোল আপনাপনি লাফাচ্ছে। কিন্তু যারা জানে তারা বলে, নীচে আগুনের তেজে ওরা লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নাও সব ঠাণ্ডা—সেইরূপ আমাদের ভেতর চৈতন্যশক্তিরূপে—ক্রিয়াশক্তিরূপে তিনি থেকে সব কচ্ছেন। আমরা বুঝতে না পেরে বলি আমরা কচ্ছি। এ সংসারে আর কি কেউ আছে? একমাত্র তিনি নানা ভাবে বিরাজ করছেন, আমরা বুঝতে না পেরে তাঁকে না দেখে অন্য নানা দেখছি। তাঁকে দেখ্‌তে পারলে আর নানা দেখ্‌তে হয় না—ভুগ্‌তেও হয় না। সকলের ভিতর তিনি। সব তিনি। এই জ্ঞান পাকা হলেই ছুটি। ব্যাধগীতায় ব্যাধ পূর্ব্ব জন্মেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকায় ব্যাধ শরীর লাভ হয়। সুতরাং আপন জাতীয় কর্ম্ম কর্ত্তব্যবোধে করিতেন। তবে স্বয়ং হিংসাদি করিতেন না। অন্যের নিকট হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। মহাভারতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আর "যস্য নাহং-কৃতোভাবো" * ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছ একটু ভাবিয়া

---

* যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

অর্থাৎ যাহার অহংভাব নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অহংকার অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই বোধ যদি না থাকে, তাহা হইলে বন্ধন হইবে কোথা হইতে? "আমি"তে ত বন্ধন করে। "মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে"। আমিই নেই ত বন্ধন কোথা? নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। যার আমি যায় সে কেবল তাঁকেই দেখে সুতরাং তার বন্ধন কি? ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩)

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

২৩।৯।১৪

শ্রীমান্—

তোমার ১লা আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমার শরীর সেই একরূপই চলিতেছে, নূতন করিয়া বলিবার কিছু বিশেষ নাই। তবু মুখে গলায় মাথায় আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বাহির হইয়া কষ্ট দিতেছে ও দিয়াছে—এই যা। ইহা বহুমূত্রেরই ফ্যাসাদ

এই সমুদয় লোককে হনন করিলেও প্রকৃতপক্ষে হনন করে না, বদ্ধও হয় না।

—গীতা—১৮।১৭

বই আর কিছু নয়। এইরূপে কারবংকল হইয়া থাকে। হইলেই বা আর কি করিতেছি, প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। তাঁহার পাদপদ্মে পূর্ণ মতিগতি থাকিলে কোন ভয় ভাবনাই থাকে না, নচেৎ বিশেষ মুস্কিল। পূজা আসিল। মহামায়ীর আরাধনা করিতে পারিলেই মঙ্গল। মা আপনি হৃদয়ে আসিলেই সব গোল মিটিয়া যায়—তা না হলে নিজের চেষ্টায় কিছু হওয়া শক্ত। তবে মন প্রাণ অর্পণ কর্‌তে না পারলে তাঁর দয়া হবে কেন? একবার তাঁকে পেলে তারপর সংসার টংসার আর কিছুই করতে পারে না। সংসারেও তাঁকেই দেখতে পাওয়া যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, "তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মকথা বোঝা গেছে।" তিনিই যে সব হয়েছেন তখন বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সুতরাং সব আপদ্ মিটে যায়। দিন রাত খেতে শুতে উঠতে বস্‌তে তাঁকে ডাক, তাঁর চিন্তা কর। একবার প্রাণভরে এইরূপ করে নাও দেখি। তারপর সব সোজা হয়ে যাবে দেখতে পাবে। শরীর ভাল থাকুক মন্দ থাকুক তাঁকে ডাকার বিরাম না হয়। বলবে "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।" এসব অভ্যাস করতে হয়, তবে ত হয়। অধিক আর কি লিখিব, আমার শুভেচ্ছা ও

ভালবাসা জানিবে ও আপন কুশল জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪)

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

১।১০।১৪

শ্রীমান্—

তোমার ১১ই আশ্বিনের এক পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিসম্ভাষণাদি জানিবে। এখানে ৺পূজার কয়দিন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ঠাকুরের পূজা ভোগরাগ প্রভৃতির একটু পারিপাট্য থাকায় বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় স্থানীয় সকল বাঙ্গালীগুলি একত্রিত হইয়া আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৺বিজয়ার রাত্রে মার নাম গান প্রভৃতি করিয়া সকলেই নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন।················আমি কিছুদিন পরে হৃষীকেশে যাইব মনে করিতেছি।············এবার কিন্তু সাধুর ভাবে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেখি, মা

কি করেন। গতবারে রজঃপ্রধান ভাবে থাকিয়া তেমন সুখ হয় নাই। সাত্ত্বিক ভাবে থাকিতে পারিলে মনে একটা বিমল আনন্দ হয়।.....................তোমার শরীর ভাল থাকে না জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। খুব ভজন করে যাও। মার কৃপায় সব উপদ্রব কাটিয়া যাইতে পারে। ভজন করা চাই। শরীর সুস্থ থাকুক আর অসুস্থই থাকুক ভজন বন্ধ করিবে না। পরে দেখিতে পাইবে, সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গেছে। চেপে কিছুদিন নিরন্তর ভজন কর দেখি, শরীর টরীর সব ভাল হয়ে যাবে। মন শুদ্ধ হলেই শরীরও নীরোগ হয়ে যায়। ভজনেই কেবল মন শুদ্ধ করিতে পারে। ভজন কর, ভজন কর। নিষ্কাম ভজনই ভজনের সার। তাঁতে প্রীতি ভক্তি ভালবাসা করিতে হবে। তা হলেই অন্য সব জিনিষ থেকে মন আপনিই উঠে যাবে। শরীরের জন্য তখন আর তত চিন্তা থাকবে না। মার চিন্তাই কেবল প্রবল থাকবে। আর তা হলেই আনন্দ। অধিক আর কি বলিব। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জান্‌বে। ইতি

ানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

(৫)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

২৭।৭।১৪

প্রিয়—

তোমার ৫ই শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম—কেবল তুমিই যে আমার গত পত্র পাও নাই তাহা নহে। এখন দেখিতেছি সে দিন যাহাকে যাহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই ঐ পত্র পায় নাই। সুতরাং যে গোলযোগ হইয়াছে তাহা এখান হইতেই নিশ্চয় হইয়াছে। যাহা হউক অতঃপর আর যাহাতে এরূপ হইতে না পায়, আমি সে বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। গত পত্রে বাস্তবিকই অনেক কাজের কথা ছিল। প্রভুর ইচ্ছা যা হবার হইয়াছে। এখন তোমার উপস্থিত পত্রের উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাউক।

লিখিয়াছ—"কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্" * ইহা কিরূপ কর্ম্ম? প্রথমেই দেখিতে পাইতেছি বলিতেছেন "কামিনাম্" অর্থাৎ যাহাদের কামনা আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহাদের কামনা

* সকামদিগের জন্য কর্ম্মযোগ।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২০।৭

আছে তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপে হইবে। তাহাদের কর্ম্ম অবশ্যই সকাম কিন্তু সকাম হইলেই দোষের হইবে না। যদি অশাস্ত্রীয় হয়, যদি অসৎ হয়, তবেই দোষের। যাহাদের চিত্তে ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের সেই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য সকাম কর্ম্ম করিতেই হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিলে তাহাদের তাহা উত্তমরূপে ধারণাই হইবে না। সেই হেতু শাস্ত্র তাহাদের জন্য সকাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকেন। গীতা যে কেবল নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ করিয়াছেন এমন নহে। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা" * ইত্যাদি দ্বারা সকাম কর্ম্মের কথাও বলিয়াছেন।

মোটের উপর কথা হইতেছে যে, খালি উপদেশে কি কাজ হয়?' আর উপদেশ কি এক প্রকারের? ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য উপদেশের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে যেরূপ উপদেশের অধিকারী তার সেইরূপ উপদেশ

---

* সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা তোমরা অভ্যুদয় লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট কাম্য প্রাপ্তির উপায় হউক।

—গীতা—৩।১০

মনে ধরে এবং তাহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া সে কল্যাণও লাভ করিয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"* আপনাপন অধিকারযোগ্য কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রমর্ম্ম। যে প্রকৃতিতে ভোগেচ্ছা অত্যন্ত প্রবলা তাহাকে কিছু ভোগ দিতেই হইবে। জোর করিয়া খালি উপদেশ দিয়া তাহার ভোগেচ্ছা নিবৃত্তি কখনই হইবে না। তবে ভোগের সহিত সদসৎ বিচার থাকার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ভোগদ্বারা তৃপ্তি ত হইবার নয়। ঘৃতে অগ্ন্যাহুতির ন্যায় উহা আরও বাড়িয়াই যায়। তাই ভোগের সময় বিচারও সঙ্গে থাকা চাই। তাহা হইলে বিচারের সহায়ে কালে চৈতন্য হইতে পারিবে। যেমন রাজা যযাতির হইয়াছিল। নিষ্কাম কর্ম্ম অবশ্য লক্ষ্য থাকা চাই কিন্তু গায়ের জোরে ত আর তাহা হইতে পারে না। বাস্তবিক বলিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম্ম ত হইতেই পারে না। জ্ঞান না হইলে ত কেহ আর নিষ্কাম হয় না। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান,

---

* মানুষ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করে।

—গীতা—১৮।৪৫

তাহা যেমন "অকামো বিষ্ণুকামো বা" অর্থাৎ ভগবান্ লাভ কামনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অকাম। যেমন ঠাকুর বলিতেন, ভক্তিকামনা কামনা নয়, হিংচে শাক শাক নয়, মিশ্রির মিষ্টি মিষ্টি নয়, লেবুর টক টক নয় ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্তিকামনা বন্ধনের কারণ হয় না। এই ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম নিষ্কাম। নতুবা যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম এক জ্ঞানীরাই করিতে পারেন। কারণ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সকল কামনা বিনষ্ট হইয়া গেছে। জ্ঞানী ছাড়া আর কাহারও নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই। তবে ঐ যেমন বলিয়াছি—জ্ঞান লাভের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলেও, জ্ঞান লাভ হউক এই কামনা থাকিলেও উহাকেই নিষ্কাম বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম-বিচার বড়ই কঠিন। তাই ত ভগবান্ বলিয়াছেন—

"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"।

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" *

ইত্যাদি।

আর তাইত আমাদের ঠাকুর অত গোলমালে না

---

* কর্ম্মের গতি বুঝা বড়ই কঠিন।

কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি এ বিষয় পণ্ডিতেরাও ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। গীতা। ৪।১৭।১৬

গিয়া বলিতেছেন, "মা এই নাও তোমার কর্ম্ম, এই নাও তোমার অকর্ম্ম, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দেও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য—আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দেও" ইত্যাদি। এমন সহজ, সকলেরই পক্ষে উপযোগী, ভগবান্ লাভের সরল উপায় আর কেহই ত এমন করিয়া উপদেশ করেন নাই। "যেমন খোলের আছড়া দিলে গাভী সব রকমের জাবই উদরস্থ করিয়া ফেলে, তেমনি ভক্তির আছড়া থাকলে, ভগবান্ সকল প্রকারের কর্ম্মোপাসনাই গ্রহণ করিয়া থকেন।" এই কথা বলিয়া আমাদের ঠাকুর কি চমৎকার ইঙ্গিতই করিয়া গেছেন। কোন রূপে যো সো করিয়া —তাঁহাতে সকল অর্পণ করিতে পারিলেই, তাঁহাকে এক আপনার মনে করিতে পারিলেই সকল কর্ম্ম, সকল ভাবনা তাঁহার উদ্দেশে করিয়া যাইতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়, একথা ঠাকুর যেমন বলিয়াছেন, গীতাকার শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে তাহাই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"*

* হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা কিছু

এমন সরল এমন সহজ উপদেশ লাভ করিয়াও আমরা তাহা জীবনে সম্পন্ন করিতে পারি না ইহাই অতিশয় পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহার চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, সে যথাশাস্ত্র সকাম কর্ম্ম করিয়া ও স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিষ্কামতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া ইহাকে কর্ম্মযোগ বলা হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রবিধিরও এত আদর—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্"। *

ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য, কিন্তু যো সো করে ভগবানে সব সমর্পণ করতে পারলে আর কোন চিন্তা কোন ভয় ভাবনাই থাকে না। অত শাস্ত্রহাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না। অত খুটিনাটি কিছুই গোলমালের ধার ধারতে হয় না। প্রভু আমাদের সুমতি দিন, আমরা যেন

দান কর, যে তপস্যা কর, তাহা আমাতে অর্পণ কর। এইরূপে শুভাশুভফলপ্রসূ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত ও বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।

—গীতা। ৯।২৭,২৮

* যিনি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম করেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা শ্রেষ্ঠা গতি কিছুই লাভ করিতে পারেন না।

—গীতা—১৬।২৩

তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী অতি সহজেই হইতে পারি। যেন সম্মুখে প্রবাহিত পবিত্র গঙ্গাবারি ছাড়িয়া কূপোদকের প্রত্যাশা না করি। প্রভু আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তুমি বেশ নিয়মমত জপাদি করিয়া আনন্দ পাইতেছ জানিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমার শরীর একভাবেই চলিয়াছে তবে ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল করিতেছে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এখন আর ছাতু খাই না। রাত্রে ওটমিল খাইতেছি। তৈল ও মকরধ্বজ এখনও আছে, আবশ্যক হইলে লিখিয়া জানাইব। এখানেও বৃষ্টি অল্পই হইয়াছে, এখনও অনেক বৃষ্টির প্রয়োজন। প্রভু যেমন করিবেন সেইরূপই হইবে। এখানকার অন্যান্য কুশল। তোমার কুশল লিখিয়া মধ্যে মধ্যে সুখী করিবে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬)

ওঁ

রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, কনখল পোঃ

শ্রীমান্—

১৮ই মে, ১৯১৪।

তোমার ১৬ই বৈশাখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি।

............প্রারব্ধভোগ কিছুতেই মিটে না, তবে শরীরে তত মন না দিয়া ভগবানের চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—দেখিয়াছি বলিতেছেন—"দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো" অর্থাৎ হে মন, শরীরের অসুখাদির জন্য যদি কষ্ট হয়, তাহাতে তুমি অধীর হইও না, সে শরীরের যেমন ভোগ তেমনিই হইবে, তুমি আনন্দে অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানে চিত্ত সমাধান কর, শরীরের জন্য ভাবিও না। শরীরের যাহা হয় হউক, তুমি তাহার জন্য যেন ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইও না। আমরাও যেন তাঁহার প্রদর্শিত এই পথে চলিয়া আপনাকে ধন্য করিতে পারি, এই তাঁহার নিকট আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।............ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭)

শ্রীহরিঃ শরণম্।

কনখল ১৮।৫।১৪

শ্রীমান্—

তোমার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম।............তুমি এখানে আসিতে ইচ্ছা

করিতেছ, ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। তবে বদ্রিনারায়ণ যাত্রা কতদূর হইয়া উঠিবে, তাহা বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ, উহা অতীব কষ্টসাধ্য। বেশ মজবুদ-শরীরযুক্ত লোককে দেখিয়াছি—যখন যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন আর সে শরীর নাই, জীর্ণশীর্ণ হইয়া গেছে। সুতরাং তোমার ন্যায় কোমল শরীর যাহার, তাহার কিরূপ হইবে, বুঝিতেই পারিতেছ। তবে কি আর অমন কেহ যায় না, তাহা নহে। কষ্ট হইলেও একটা আনন্দও যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং চাই কি, এই তীর্থযাত্রার পর অনেকের শরীর একেবারে রোগমুক্তও হইয়া যায়।·········যেখানেই থাক, প্রভুর শরণাগত হইয়া থাকিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। তাঁহার স্মরণ মননে দিন অতিবাহিত হইলেই মঙ্গল, নচেৎ আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। তাঁহাকেই মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, সুহৃৎ, স্বজন বলিয়া জানিতে হইবে, তিনিই একমাত্র আপনার এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিলেই সকল ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ এবং শান্তি সুখ লাভ হয়, আর অন্য উপায় নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আপনাকে একেবারে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আর কোন চিন্তা থাকিবে না। সম্পূর্ণ তাঁর হইয়া যাইতে না পারিলে হইবে না। তাঁহার কৃপায়

সমস্তই হইতে পারে। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে এবং প্রার্থনামত কার্য্য করিতেও যথাসাধ্য যত্ন করিবে, তাহা হইলেই তিনি দয়া করিবেন। তাঁহার দয়া ত রহিয়াছেই, আমরা উহা বুঝিতে পারি না, এই যা। তিনি মঙ্গলময়, আমাদের মঙ্গলই করিতেছেন—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। আমার শরীর পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। কল্যাণানন্দ ও আর সকলেই ভাল আছে। তোমার কল্যাণ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮)

শ্রীহরিঃ শরণম্

দেরাদুন

১৪।৪।১৪

শ্রীমান্—

আজ শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজেরও এক পত্র পাইয়াছি। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি আর কোথাও যাইতে পারিলেন না, শীঘ্রই মঠে প্রত্যাগমন করিবেন লিখিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইয়া গেল, সেই উত্তম হইয়াছে। তোমার শরীর তত ভাল যাইতেছে না জানিয়া দুঃখিত বোধ করিতেছি। উপায় ত করিতেছ,

কিন্তু কোন ফল হইতেছে না—ইহাও কম আক্ষেপের বিষয় নহে। তবে ভজন করিয়া যাইতে ছাড়িও না। শরীর ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহাকে ডাকিতে যেন ভুল বা অবহেলা না হয়। কারণ, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"—এ ঠাকুরের উপদেশ। আনন্দময়কে যেন স্মরণ করিতে ভুল না হয়। যিনি মনে করেন যে, শরীর ভাল হ'ক, তার পর ভগবান্‌কে ডাকিব, তাঁহার আর কোন কালে তাঁহাকে ডাকা হইবে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥

অর্থাৎ যে মনে করে, এই গোলটা মিটে যাক্, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবান্‌কে স্মরণ মনন কর্‌ব, তাহার দশা কিরূপ?—না, যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে যে, তরঙ্গগুলো থামুক, তাহা হইলেই আমি স্নান করিয়া লইব। সমুদ্রে তরঙ্গ-থামা হইতেই পারে না। সুতরাং তাহাতে স্নান কিরূপে হইবে? যিনি তরঙ্গের মধ্যে স্নান করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারই স্নান করা হইবে। সেইরূপ যিনি সুখ অসুখ, রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যেই ভগবান্ ভজন করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারই ভজন হইবে, নচেৎ যিনি

বলিবেন যে, আগে সুযোগ আসুক, তবে ভগবান্‌কে ডাকিব, তাঁহার আর ভগবান্‌কে ডাকা হইবে না। কারণ, জীবনে সম্পূর্ণ সুযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা ত জীবনে লাগিয়াই থাকিবে। তাঁহাকে যে কোন অবস্থাতেই হ'ক না কেন, যে ডাকিতে পারিবে, তাহারই তাঁহাকে ডাকা হইবে। নচেৎ হওয়া বড়ই সুদুষ্কর।

আমার শরীর সেইরূপই চলিতেছে। মধ্যে একটু অধিক দুর্ব্বল বোধ করিয়াছিলাম। এখন সেটা একটু কমিয়াছে এই মাত্র। শরীর, সকলে বলিতেছে, অনেক কৃশ হইয়া গেছে। এখানকার জল বায়ু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। বিশেষ এখানে গরম আদৌ মনে হইতেছে না। সে একটা পরম লাভ বলিতে হইবে। ৺কাশী হইতে মহারাজ আমার নিকট একজন ব্রহ্মচারী পাঠাইয়াছেন। এক পত্রও লিখিয়াছেন যে, আমি যেন দেরাদুনে একটী ছোট বাটী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করি। ইহাতে যাহা খরচ হইবে, তাহার জন্য চিন্তা নাই—তিনি স্বয়ং সে সমস্ত বহন করিবেন। আমার প্রতি তাঁহার খুবই স্নেহ ও ভালবাসা। কিন্তু কিরূপ হইয়া উঠিবে, এখনও ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রভুর যেমত ইচ্ছা, সেই রূপই হইবে। আমি এখানে

যাঁহার নিকট রহিয়াছি, তিনি অনেককে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করেন। আমাকে অনুরোধ করায় আজ ৫।৬ দিন হইতে আমি তাঁহার ঔষধ সেবন করিতেছি। উপকার কি হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমি বুঝিতেছি না। যাহা হউক, আরও কিছুদিন খাইয়া দেখিব। তোমার শরীরের জন্য চিন্তিত রহিলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা, সুস্থ শরীরে তাঁহার ভজনাদি করিতে পার, এইরূপ করুন। তবে তিনি মঙ্গলময়—সর্ব্বদা মঙ্গলই করিতেছেন। আমরা ইহা বুঝি আর নাই বুঝি—এ বিশ্বাস যেন তিনি অচল অটল রাখেন, এই তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯)

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

২৫শে ভাদ্র

শ্রীমান্—

তোমার ১৮ই ভাদ্রের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। তোমার শরীর বেশ ভাল ছিল না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা

করি, ভগবৎকৃপায় এখন তুমি ভাল আছ এবং তোমার মাতা ঠাকুরাণী ও অপর সকলে সুস্থবোধ করিতেছেন। আমার শরীর সেইরূপই আছে, অনিদ্রা বা অন্যান্য উপসর্গের বিশেষ কোন উপশম হইতেছে না। আমি কখনও আফিম ব্যবহার করি নাই। আমার ডাক্তার বন্ধুরা অনেকেই উহার সেবনে উপকার হইবে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন বটে কিন্তু আমি আফিমের বশবর্ত্তী হইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। শরীর চিরস্থায়ী নয়, অকারণ কেন একটা কুৎসিৎ অভ্যাসের প্রশ্রয় দিব? গত দ্বাদশীর দিন আমাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমি এক্ষণে পুনরায় বেদান্ত দর্শন শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তুমি গীতার সারমর্ম্ম, কি, আমাকে লিখিতে বলিয়াছ। আমাদের ঠাকুর পরমহংসদেব যাহা বলিতেন, তুমি জান বোধ হয়। তিনি বলিতেন, গীতা দুচারবার উচ্চারণ করিলেই গীতার অর্থ উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ গী-তা-গী-তা-গী-তা, কি না, ত্যাগী ত্যাগী অর্থাৎ ত্যাগই গীতার সারমর্ম্ম। বাস্তবিক গীতা পাঠ করিয়া ইহাই বোঝা যায় যে, সমুদয় ভগবানে সমর্পণ—এই হচ্ছে গীতার নিশ্চিত শিক্ষা। কেহ বলেন, নিষ্কামভাবে সকল কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান—এই-ই হচ্ছে গীতার মত। আমি বলি,

পারলে এর অধিক আর আছে কি? শ্রীভগবান্‌ই ত বলিতেছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌॥

অর্থাৎ তুমি যা কিছু কর, হে কৌন্তেয়, সব আমাকেই অর্পণ কর। অর্থাৎ নিজের জন্য কিছুই রাখিও না। কিন্তু তাহা পেরে উঠা কি সহজ কাজ? অনেক কাঠ খড় চাই, অমনি হয় না। তবু নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। ভগবান্‌ বলছেন,—

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্‌।" *

এক জন্মে না হয় অন্য জন্মে হবে; উদ্দেশ্য ভুল না হয়। অভ্যাস করে যেতে হবে। এইরূপে একদিন হবেই হবে। শেষ জন্মে মানুষ দৈবী সম্পদ্‌ নিয়ে জন্মাবে, সকল সংস্কার ভাল থাকিবে—সেই জন্মে ঈশ্বর লাভ নিশ্চয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ—নিজ অহং অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ—এই-ই ইচ্ছে গীতার সার মর্ম্ম। ইহাই আমার অভিমত। সম্পূর্ণ তাঁর হয়ে যাওয়া, একটুও আপনার বা অন্যের উপর নির্ভর না করা—এই-ই হচ্ছে গীতার সার উপদেশ। যেরূপে হয় এইরূপ করিতে

* অনেক জন্মে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া পরে পরমাগতি লাভ করে।
—গীতা—৬।৪৫

পারিলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। তিনি বড়ই দয়ালু, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে তিনি আর সমস্ত আপনিই করিয়া লন, গীতায় এ প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছেন। গীতার সারমর্ম্ম—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। * "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" †—ইহাও একটী গীতার সার তথ্য। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে ও বী—ও হে—কে দিবে। হে—র বিলাত যাত্রার কি হইল ?—এখন কি করিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ২৭।৯।১৩

প্রিয়—

তোমার ৪ঠা আশ্বিনের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তোমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। দুর্ব্বলতার জন্য অল্প অল্প ব্যায়াম অভ্যাস

---

* আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

—গীতা—৯।৩১

† হে তাত, কল্যাণকারী কেহ কখন দুর্গতিলাভ করে না।

—গীতা ৬।৪০

করিলে কেমন হয়? আমার বোধ হয় উপকার পাইবে। বেশী নয়, অল্প অল্প ওঠ-বস্ ও ডন প্রাতঃ-সন্ধ্যা নিয়মিত অভ্যাস করিলে শরীরে বলাধান হইবার সম্ভাবনা। করিয়া দেখিবে কি? হরি বা কালী পাওয়া কি লিখিয়াছ, আমি উহার কিছুই জানি না। তবে আন্দাজে বুঝিতেছি, একরকম ভর হওয়া আছে, দেবতা বা উপদেবতার আবেশ—সেই রকম কিছু হবে বোধ হয়। সব সময় উহা ঠিক হয় না, তবে কখন কখন উহারা আশ্চর্য্য রকম বলা কওয়া করে বটে শুনিয়াছি, আমি কখনও কিছু দেখি নাই। ও সবে বিশ্বাস করে কি হবে? ভগবানে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আসল। গীতার মর্ম্ম যাহা লিখিয়াছি, তাহা পড়িয়া তোমার আনন্দ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোকের ভাব যাহা তুমি লিখিয়াছ, তাহাই বটে। আপনাকে যন্ত্র ও তাঁহাকে যন্ত্রী ভাবে দেখা—এ এক ভাব। আর অন্য ভাবও আছে। যেমন তিনিই সব হইয়াছেন এবং সকলের ভিতর থাকিয়া তিনিই এই সকল খেল খেলিতেছেন, এ আর এক ভাব। এইরূপ আরও অনেক ভাব আছে। তবে সকল ভাবেই এই ক্ষুদ্র অহংএর অভাব বোধ দরকার। এই ক্ষুদ্র অহংই যত অনর্থ ও অজ্ঞানের মূল জানিবে।

শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ তিনি যেরূপ রাখেন তাহাতেই শুভবুদ্ধি করিয়া সন্তুষ্ট থাকা অভ্যাস করা, আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় মিশাইয়া দেওয়া, সুখ দুঃখ লাভালাভ প্রভৃতিতে সম বুদ্ধি রাখার অভ্যাস করা— এই আর কি। অর্থাৎ মুক্ত হলেই ঠিক ঠিক শরণাপন্ন হওয়া হয়। তার পূর্ব্বে অভ্যাসযোগ। ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরের নামই মুক্তি। সরলভাবে নিষ্কপটে ঐ ভাব অভ্যাস করিলে তাঁহার কৃপায় একদিন উহা আসিয়াই যায়। ত্যাগের কথা যাহা লিখিয়াছ, ঠাকুর সে সম্বন্ধে বলিতেন যে—"ঘরের বৌ প্রথমে কত কর্ম্ম করে যাতে খুব পরিশ্রম, কিন্তু যখন সে সসত্ত্বা হয়, তখন শাশুড়ী তাহার কর্ম্ম ক্রমেই কমিয়ে দেয়, আর তত কাজ করতে দেয় না। পরে যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখন একেবারে কর্ম্ম নাই। কেবল সন্তানকে লইয়াই থাকা, তারই লালন পালন করা, তার আনন্দেই আনন্দ বোধ—এইমাত্র কাজ হয়।" সসত্ত্বা হওয়া কি না ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করা আর প্রসব হওয়া কি না সাক্ষাৎকার করা। তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকা—ইহাও এক ভাব, ঠিক ঠিক হইলে তাঁহার কৃপা হইবেই। ইহাকে ঠাকুর বলিতেন, বেড়াল ছানার ভাব, মা যেখানে যেমন ভাবে রাখে, সেইরূপই

থাকে, অন্য ইচ্ছা অন্য চেষ্টা নাই। কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক হলেই হলো আর কি। তিনি অন্তর্যামী—সব জানেন, যেমন ভাব তেমনি লাভ হবেই হবে। আমার ভালবাসাদি জানিবে ও জানাইবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

অদ্বৈতাশ্রম

২০।২।১৩

প্রিয় সু—,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। শরীর তত ভাল না থাকায় ও অন্যান্য নানা কারণে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ। সাঁ—মান্দ্রাজে গিয়াছে শুনিয়া সকলেই খুব সুখী হইয়াছেন ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সাঁ—র দৃঢ়তা আছে, প্রভু তাহার সহায়। এখন সে যেরূপ সঙ্কল্প করিবে, সেইরূপ করিতে পারিবে। বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা বাহির হইতে আর বড় হইবে না। সকলই সময়ের অপেক্ষা করে। বোধ হয় সাঁ—র সুসময়

আসিয়াছে। প্রভুর কার্য্যে প্রাণ মন অর্পণ করিয়া ধন্য হউক, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তে—বেশ কাজ করিতেছে দেখিয়া আমরা মহাসুখী—বলাই বাহুল্য। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

মানুষ যন্ত্র মাত্র, প্রভুই যন্ত্রী, ধন্য সেই যাহার দ্বারা তিনি আপন কার্য্য করাইয়া লন। সকলকেই এ সংসারে কার্য্য করিতে হয়, না করিয়া কাহারও যাইবার যো নাই; তবে যে আপনার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পাশ হইতে মুক্ত না করিয়া বন্ধন ঘটায়। আর তাঁহার জন্য কাজ করিয়া কুশলী পুরুষ কর্ম্ম-পাশ ছিন্ন করিয়া থাকে। আমি নই, তিনিই কর্ত্তা—এই বোধে পাশ ছিন্ন হয়। আর ইহাই অতিশয় সত্য। আমি কর্ত্তা বোধ ভ্রান্তি মাত্র। কারণ, আমিকে খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। কে আমি, বিচার করিলে ঠিক ঠিক আমি তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হয়। দেহ মন বুদ্ধি এ সকলে আমি বোধ অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তি মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত টেকে কৈ? কেহই ত আর বিচারে থাকে না। সব চলে যায়, থাকে মাত্র এক সত্তা—যাঁহা হইতে সমস্ত নির্গত হইতেছে, যাঁহাতে সমস্ত স্থিত এবং অন্তে যাঁহাতে সব লীন। সেই সত্তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অহংপ্রত্যয়-সাক্ষী, আবার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী অথচ নির্লিপ্ত বিভু।

তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এই জগৎযন্ত্র তাঁহার শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লীলাময় তাঁহার লীলা দেখিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন। যাহাকে ইহা বুঝাইতেছেন, সেই বুঝিতেছে। অন্যে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না—আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছে। এই তাঁহার মায়া। তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্ত্তা বোঝে যে, সে কর্ত্তা নহে—যন্ত্রমাত্র। ইহার নাম—করিয়াও না করা, ইহাই অকর্ত্তানুভূতি—ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তি সুখ ভোগ করিবার জন্যই আত্মার দেহ ধারণ; নতুবা নিত্যমুক্ত আত্মার সংসার কামনা করিয়া জন্মধারণ, কোন রূপেই সঙ্গত হয় না। এই দেহ থাকিতেও অদেহ-বোধ লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ। প্রভুর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই জীবনেই যেন আমরা তাঁহার কৃপায় সেই জীবন্মুক্তি সুখ লাভ করিতে পারি। এই জীবনই যেন আমাদের শেষ জীবন ধারণ হয়, অর্থাৎ আর যেন আপনার স্বার্থ সাধন জন্য দেহ ধরিতে না হয়। তাঁহার জন্যই যেন আমাদের জীবন, অন্য কিছুর জন্যই নহে—এই ধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতি এই জীবনেই বদ্ধমূল হয়। প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। জয় শ্রীগুরুমহারাজকি

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

জয়! তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে ও আর আর সকলকে জানাইবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২)

শ্রীহরিঃ শরণম্

অদ্বৈতাশ্রম

২৭।১১।১২

প্রিয় সু—,

অনেক দিন পরে তোমার এক পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আজ প্রাতেই তোমাকে লিখিতে ইচ্ছা হইল—তাই লিখিতেছি। কিন্তু তোমার প্রশ্ন সকলের যথাযথ উত্তর দেওয়া পত্রদ্বারা বড়ই কঠিন। এ সব প্রশ্নের উত্তর সম্মুখে হইলেই ভাল হয়। তথাপি চেষ্টা করিতেছি।

যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুল-ফলাদির আবির্ভাব নিহিত থাকে, সেইরূপ যে শব্দসহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায়, তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বলিয়াছেন—

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে
ফল্‌তো সোনা॥

গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।

আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে তছরূপ হবে না।

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে
যম ঘেঁসে না॥"

মানব-জমি, গুরুদত্ত বীজ, বীজরোপণ, ভক্তিজল সেঁচন আর কালী নামের বেড়া দেওন—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্য্যন্ত নিবেদন –এই হ'ল সঙ্কেত। ঠাকুর বল্‌তেন, "রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা" এর মানে অহংবুদ্ধি—আমি রামপ্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্য্যন্ত ভুলে যাওয়া। একেবারে তন্ময়ত্বলাভ করা—এই হল সাধনের পর্য্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশিত মূর্ত্তি মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত—সাধকের অভীষ্ট পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশিত সুতরাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

সমস্ত হিন্দুমত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া স্থিত আছে সুতরাং কোনমতই অর্থাৎ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি

কিছুই অবৈদিক নহে। ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধনপদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন—এই মাত্র। শাস্ত্রপ্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমস্ত বেদ না পড়িয়া 'ওসব বেদে নাই' এইরূপ বলিলে অন্যায় করিব, সন্দেহ নাই। শব্দ মাত্রই যেমন প্রণবসম্ভূত, তখন সমস্ত বীজই যে প্রণবাত্মক, তাহাতে আর কথা কি? অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় শুনিয়াছি, বীজমন্ত্রও জ্যোতিঃ-অক্ষরে দৃষ্ট হয় ও কখন কখন শ্রুতও হইয়া থাকে। বীজ প্রণবে মিলিত হইয়া যায় কিনা জানি না। তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ—ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র যেন দেবতার শরীরের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। এ সব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না, সাধন করিতে হয় এবং গুরুকৃপায় ক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাঁটিতে হয়, তৎপরে পান করিলে তবে নেশা হয়। তখন জয় কালী, জয় কালী বলে আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে কিন্তু

সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল প্রশ্ন আপনি উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিরাম অসম্ভব ।

প্রশ্নও যেমন ভিতর হইতে হয়, সেইরূপ সাধন দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় হইলে, তবে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শান্তি বা বিশ্রান্তি লাভ। ভগবৎকৃপায় যাহার হয়, সেই জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোন কালে কাহারও সে অবস্থা লাভ হয় না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।"* ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব—প্রভুর কৃপা হবেই। তখন জয় কালী, জয় কালী বলিয়া কেবলই আনন্দ করিবে। সম্প্রতি এখানে রাসে খুব আনন্দ হইয়া গেল। রাসধারীরা লীলা করিয়াছিল। মা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ধন্য নৃপেনবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ—মনের আনন্দে চুটিয়ে সেবাভক্তি করিয়া লইতেছেন। মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। মা বোধ হয় দুএক মাস থাকতে পারেন।

* এই আত্মাকে বেদ অধ্যাপনা দ্বারা লাভ করা যায় না। ইত্যাদি

—কঠোপনিষৎ—১।২।২৩

বা মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৩

মহারাজ ও আমরাও সেইরূপ। এখন প্রভুর ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। এখন এই পর্য্যন্ত। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩)

শ্রীহরিঃ শরণম্

১৪।৫।১৩

কনখল

প্রিয় সু—

তোমার ৬ই তারিখের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সাঁ—মান্দ্রাজেই আছে ও ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তাহাকে আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥" *

---

* আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কখনও অবসাদগ্রস্ত করিবে না, যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।

—গীতা—৬।৫

তাহাকে মনে করাইয়া দিবে,—

"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।
ন পুত্রো দারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥" *

ইহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে বলিবে। প্রভু তোমাদের সহায়, কোন চিন্তা নাই, সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে। খুব দৃঢ়, খুব অনুরক্ত থাকিবে—কোন ভয় নাই। তে— এখন কোয়ালা লামপুর গিয়াছে জানিয়া প্রীত হইলাম। তোমরা সকলেই আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪)

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,
কনখল
২৫।৩।১২

প্রিয় সু—,

তোমার ৮ই মার্চ্চের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও নানা কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই।......তুমি আপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, আমার

* পিতামাতা স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি—ইহারা কেহই পরলোকে সহায়ার্থ থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

বোধ হয়, রোগ নির্ণয়ে তাহা ঠিক হইয়াছে। শুধু যে উহা তোমারই পক্ষে সত্য তাহা নহে, উহা সকলের পক্ষেই একরূপ। গণ্ডি কাটিয়াই আমরা আপনাদের উন্নতিপথ প্রতিরোধ করি। অবশ্য গণ্ডির আবশ্যক নাই, এরূপ কহিতেছি না। তবে কখন আবশ্যক আছে ও কখন নাই, ইহা জানা খুব আবশ্যক,—

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" * ইত্যাদি

যাহা একবার যত্ন করিয়া আবাহন করিতে হয়, তাহারই আবার সময়ান্তরে বিসর্জ্জন অত্যাবশ্যক, অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থাভেদ এই আর কি। তবে ইহা ঠিক করা বড়ই কঠিন সন্দেহ, নাই। প্রভুর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আর কিছুরই জন্য অনুশোচনা করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। প্রভুর কৃপায়

* যে মুনি যোগাবস্থায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই কারণ বলিয়া কথিত হয়, আবার তিনিই যখন যোগাবস্থায় আরোহণ করেন, তাঁহার পক্ষে শম অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ উহার কারণ বলিয়া কথিত হয়।

—গীতা—৬।৩

সকলই ঠিক হইয়া যাইবে—ভাবনা নাই। ভগবচ্ছরণম্ ভগবচ্ছরণম্। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫)

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

২।১।১৩

প্রিয় স্থ—,

তোমার ২৯শে ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পাইলাম। ৩০শে ডিসেম্বর এখানে খুব ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব হইয়া গেছে। সকলে বলিল যে, এরূপ আনন্দ এ আশ্রম হইয়া অবধি আর কখনও পূর্ব্বে হয় নাই।......বাস্তবিকই সে দিন যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়াছিল। সকল বিষয়ই অতি পরিপাটিরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল।......এবার কোনও প্রশ্ন কর নাই। ঠিক বলিয়াছ—যত দিন না সমাধি হয়, ততদিন সম্পূর্ণ সন্দেহের অবসান হয় না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিনা, পড়িয়া বা শুনিয়া ঠিক ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে বিচারের দ্বারা অনেক উপলব্ধি হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্র-

পাঠ অনেক সাহায্য করে। সৎসঙ্গে ত কথাই নাই। আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬)

শ্রীহরিঃ শরণম্।

কনখল

১৭।৬।১৪

প্রিয় সু—,

তোমার ৮ই তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি।......এখানকার সংবাদ একরকম ভালই বলিতে হইবে। তবে সম্প্রতি এখানে আগুন লাগিয়া আমাদের এখানকার আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী একটী চামারদের পল্লী একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আহা! বেচারাদের যে অবস্থা, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। মহা গরীব লোক, দিন আনে দিন খায়, তাহাদের এই বিপৎপাত যে কত কষ্টকর ও ভয়াবহ, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পার। তাহাদের সাহায্যের জন্য আমরা এখানে চাঁদা করিয়া যদি কিছু করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এখানকার লোকদের যেরূপ ভাব

অর্থাৎ তাহারা এই নীচ জাতিদের যে প্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাতে বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক এরূপ কার্য্যে মিশন হইতেও সাহায্য করা হয়—সেইজন্য শরৎ মহারাজকেও লেখা হইয়াছে, যদি তিনি ফণ্ড হইতে কিছু সাহায্য করেন। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগকেও সাহায্যের জন্য লিখিতেছি। আন্দাজ চারিশত টাকা যোগাড় করিতে পারিলে এই দুঃস্থ নিরুপায় ও আশ্রয়হীন দরিদ্রদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ-কল্পে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারিবে। দেখা যাক্, প্রভু কতদূর করিয়া দেন। ইহাদের কষ্ট দেখিলে মহা নিষ্ঠুরেরও দয়ার উদয় হয়। একেবারে আকাশের তলে থাকিয়া ইহারা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতেছে ও কতদিন যে এইরূপ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কারণ, ইহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে, শীঘ্র আবার পূর্ব্বের ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। আমরাও চেষ্টা করিতেছি, এখন সফল হওয়া না হওয়া প্রভুর হাত।.........তোমরা সকলে আমাদের ভালবাসাদি জানিবে। খুব মন লাগাইয়া প্রভুর কার্য্য কর—তিনিই সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭)

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

৩১।১০।১৫

প্রিয় বি—বাবু,

আপনার ২খানি Rough sketch সম্বলিত ২৭শে মে তারিখের একখানি পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। পূর্ব্বেও আমি Theosophical society হইতে প্রকাশিত এবং আরও দুএক জনের নির্ম্মিত এইরূপ ধরণের চক্র দেখিয়াছি। কিন্তু সকলের অপেক্ষা সেরা এই দেহচক্র—যাহাতে পড়িয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুও খাবি খাচ্ছেন। তাই ঠাকুর গাইতেন,—

"কালী মা কি কল করেছে, শ্যামা মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপোয়া কলের মধ্যে কতই রঙ্গ দেখাতেছে॥"
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘোরায় ধরে কলের ডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে হবে না তারে।
কোনও কলের ভক্তির ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥"

এই দেহকলের ভিতর তিনি রয়েছেন, তাঁরে জানতে

পারলেই তবে কল হতে বাঁচা যাবে। নতুবা ঘোরপাক—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"র মধ্যে থাক্‌তেই হবে। তাই রামপ্রসাদ বল্‌চেন—

"খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি হেরি মা তোর ওই অভয় পদ।"

মা কৃপা করে আমাদের চখের ঠুলি খুলে দিন—এই তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।......ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮)

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

৭।৭।১৫

প্রিয় বি—বাবু,

...............আপনি শান্তি আসার কথা লিখেছেন। আপনি ত জানেন, পূর্ণশান্তি তাঁহারই—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমান্ চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ॥" *

---

* যে পুরুষ সমুদয় কামনা ত্যাগ করিয়া আমি আমার ভাব শূন্য হইয়া নিঃস্পৃহভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন।
—গীতা ২।৭১

এবং

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী" ॥ *

তবে পূর্ণ না হউক, আংশিক শান্তি অবশ্যই আপনার আছে। প্রভুকৃপায় যত তাঁহাকে হৃদয়ে আনিয়া মমাহঙ্কার ভাব দূর করিতে পারিবেন, ততই অধিকতর শান্তির অধিকারী হইবেন, অন্যথা নাই। তিনিই সকল করিতেছেন, আমরা তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলি, যত এই ভাব তাঁহার কৃপায় আয়ত্ত হইবে, ততই আমি ও আমার বোধ তিরোহিত হইয়া যাইবে, বিশ্রাম ও শান্তির উদয় হইয়া হৃদয় শীতল হইবে। পঞ্চদশী জ্ঞানপ্রধান গ্রন্থ, তাই উহাতে নির্গুণ সাধনের উপদেশ বিহিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

---

* যেমন পরিপূর্ণ অচল সমুদ্রে জলরাশি প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামনাসমূহ যাঁহাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ কামনাসমূহ যাঁহার অন্তরে বিলীন হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন, কিন্তু যিনি কাম্যবস্তুসমূহ কামনা করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন না।

—গীতা—২।৭০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥" *

কি সরস! কি সুখালয়! কি মধুর!! আর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সংসারী লোকের কি সমাধি হয়? তা যদি না হইবে, তবে ভগবদ্বাক্য সত্য হইবে কিরূপে?

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ ॥" †
"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥ ‡

পরাগতি—বিনা-সমাধি হইতে পারে কি? আর

---

* আমাতেই মন ধারণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর—তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে আমাতেই বাস করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—গীতা—১২।৮

† অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কারণ, তাহার চেষ্টা যথার্থ পথেই প্রধাবিত হইয়াছে।

—গীতা—৯।৩০

‡ হে অর্জ্জুন, আমাকে আশ্রয় করিয়া পাপযোনিসম্ভূত যে সকল স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র—তাহারাও পরাগতি লাভ করে।

—গীতা—৯।৩২

যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিয়াও সমাধি হয়, পাতঞ্জল যোগসূত্রের "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" * সূত্রেই ইহা ব্যক্ত আছে। অপি চ "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" † এই সূত্রেও ইহা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাত্যভিধ্যানমাত্রেন। তদভিধ্যানমাত্রাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং চ ভবতি ইতি"। ‡ অতএব যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও সমাধি হইতে পারে, এ বিষয়ে ইহাই বিশিষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতে দশম স্কন্ধে বর্ণিত কাচিৎ গোপীর গুণময় দেহ ত্যাগে ভগবদ্গতি লাভও স্মরণ করিবার বিষয়।

---

* ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া ও তৎফল সমর্পণ করিলে সমাধি হয়।

—পাতঞ্জল যোগসূত্র—সাধনপাদ—৪৫

† অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও (সমাধিলাভ হয়)।

—পাতঞ্জল যোগসূত্র—সমাধিপাদ—২৩

‡ ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। তাঁহার ইচ্ছাদ্বারাও যোগীর সমাধিলাভ ও তাহার ফল খুব শীঘ্র হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল যোগসূত্র—সমাধিপাদ, ২৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেব বা।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥" *

তন্ময়ত্বলাভ এবং সমাধিতে কি কিছু ইতরবিশেষ আছে? তাৎপর্য্য এই—ভাব ও উপায়ের ভিন্নতা, নচেৎ বস্তুলাভ ও তাহার ফল একই।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"॥ †

দ্বাদশ অধ্যায়েও ঠাকুর সগুণ নির্গুণ উপাসনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া সগুণ উপাসনাই যে সহজ ও সুখকর এবং তিনিই যে ভক্তকে স্বয়ং উদ্ধার করেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এমন দয়াল প্রভুকে ছাড়িয়া অন্য আবার কাহার শরণ লইব এবং কেনই বা লইব, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইত্যোম্

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* যেহেতু মনুষ্যগণ শ্রীহরির প্রতি সর্ব্বদা কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ ও ভক্তি প্রয়োগ করিলে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়।
—শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ, ১৫

† জ্ঞানযোগের দ্বারা যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেই স্থান লাভ হয়। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে এক বলিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। —গীতা—৫।৫

(১৯)

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

১৪।৮।১৫

প্রিয়—

.........শরীর এইরূপই হইয়া থাকে—"শীর্য্যতে বয়োভিঃ কৌমারং যৌবনং বার্দ্ধক্যাদিভিঃ"। (অর্থাৎ বয়সদ্বারা বাল্যকাল এবং বার্দ্ধক্যাদির দ্বারা যৌবন ক্ষয় হইয়া যায়।) দিন দিন শীর্ণই হইতেছে। "চিরস্থায়ী কভু নয় মানবের কায়।" "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?" ইত্যাদি। তবে শরীরের সহিত সন্তপ্ত না হইতে পারিলে অহো ভাগ্য বটে। আপনাকে শরীর হইতে ভিন্ন জানা কম কথা নয়। প্রভুর কৃপায় তাহা হইলে পরমানন্দ।

আপনি কেন স্ত্রী পুত্রের ভাবনাতে ব্যস্ত হইবেন ? প্রভুর কৃপায় আপনি তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন, আমি এই বলিয়াছি। স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি সকলই তাঁর। আপনার উপর কেবল তাহাদের পালনের ভার— এই মাত্র। ঠাকুর ত বলিয়াছেন—বড় মানুষের বাড়ীর দাসী, বাবুর ছেলেকে "ওযে আমার হরি" ইত্যাদি জ্ঞানে লালন পালন করিতেছে কিন্তু নিশ্চয় জানে যে, তাহার

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

বাটী বর্দ্ধমানে। আপনাদের অন্তরে ত্যাগ। ভগবানের জানিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থান। প্রতিবন্ধ আপনাদের জন্য নাই। উহা বিচারপন্থার। আপনাদের জন্য প্রভু বলিতেছেন—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" *
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" †
"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।" ‡ ইত্যাদি।

আপনাদের জন্য প্রভু স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আপনারা ভাগ্যবান্। আপনি যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জ্ঞান-

---

* তাহাদের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আমি তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করিয়া দিই।

—গীতা, ১০।১১

† হে অর্জ্জুন, যাহারা আমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুপূর্ণ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। —গীতা, ১২।৭

‡ আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

—গীতা, ১৮।৬৬

মার্গীদিগের জন্য—যাহারা জন্মগ্রহণে ভীত। প্রভুর ভক্তেরা ভক্তির প্রার্থনা করে। তাহারা বলে,—

"কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব ত্বৎপ্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ" ॥ *

ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—"যাহারা নির্ব্বাণ প্রার্থনা করে, তাহারা হীনবুদ্ধি—কেবল ভয়ে ভয়ে সারা। যেমন দশ পঁচিশ খেলায়—কেবলই চিক খুঁজচে, কিসে ঘরে উঠে যায় সেই চেষ্টা। পাকালে, ঘুটি আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুটি কাঁচিয়ে দেয়। আবার তখনই কচে বারো বলে পাশা ফেল্‌লেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে, তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই—নির্ভয়ে খেলে।" আমি বল্‌লুম, "এমন সত্যি কি হয়?" প্রভু বল্‌লেন, "হয় বই কি—মার কৃপায় ঠিক হয়। মা, যে খেলে, তাকে ভালবাসেন।

* হে কেশব, কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ, মানুষ—যে শরীরেই আমার জন্ম হউক, তোমার কৃপায় তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।
—প্রপন্নগীতা—দ্রুপদোক্তি।

যেমন চোর চোর খেলায়। বুড়ী, যে দৌড়ে খেলে, তার উপর খুসি। হলো কখন কখন তাকে হাতটা এগিয়ে দেয়। তাকে ছুঁলে আর চোর হয় না। কিন্তু যে কাছে কাছে থাকে, তার উপর বুড়ি তত খুসি নয়। সেইরূপ যারা নির্ব্বাণ চায়, খেলা ভেঙ্গে দিতে চায়, মা তাদের উপর তত খুসি নন। মা খেলতে ভালবাসে। তাই ভক্তরা নির্ব্বাণ চায় না। তারা বলে—চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।”

ঠাকুর আরও কতবার বলেছেন—এ কথা সকলেই জানে—বল্‌তেন যে, শাস্ত্র ফাস্ত্র কি? কেবল হাতচিঠির ফর্দ্দ বই ত নয়। মিলাইয়া দেখিবার জন্য—জিনিষ এসেছে কি না। ইহাদের আর কোন অধিক প্রয়োজন নাই। জিনিষ এসে গেলে ফর্দ্দ ফেলে দেয়। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে একখানা কাগজ পেয়ে বল্লে, দেখি দেখি। ছ্যাখে তাতে লেখা আছে, পাঁচসের সন্দেশ, একখানা কাপড় ইত্যাদি। তাই দেখে বল্লে, “ও সব পাঠান হয়ে গেছে—ফেলে দে।” শাস্ত্রও সেইরূপ—জ্ঞান হলে, ভক্তি হলে কিরূপ হয়, তাই তাতে লেখা আছে। তাই দেখে মিলিয়ে নিতে হয়। যদি জিনিষ না এসে থাকে, তা হলে বস্তু লাভের চেষ্টা করতে হয়। আর যদি এসে গিয়ে থাকে, ত ফেলে দিতে হয়। তাই বলেছেন—“ব্রহ্মজ্ঞানে

তৃণং শাস্ত্রং।” ঠাকুর বলতেন, মা তাঁকে বেদ শাস্ত্র পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকাদিতে কি আছে, তা সব দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই ত তিনি নিরক্ষর হয়েও মহা মহা পণ্ডিতদেরও জ্ঞান-গর্ব্ব খর্ব্ব করে দিতেন। বল্‌তেন—মা বাগ্‌বাদিনীর এক বিন্দু রশ্মি এলে আর সকল জ্ঞান ফিকে হয়ে যায়। তার কোন জ্ঞানের অভাব থাকে না।

জ্ঞাননিধি লাভের জন্য প্রাণান্তপরিচ্ছেদ কর্‌ছেন। আর ভক্তিনিধি সংগ্রহ করে তাঁকে ভাল বাস্‌ছেন। নিধিও—আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে অথবা তাঁহার অহেতুক দয়া প্রভাবে যেরূপেই হক, নিধিও—আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের সেই নিধিতেই এখন প্রাণ মন অর্পণ ক'রে ভালবাসা চাই। তা হলেই সমস্ত আপনি হয়ে যাবে। তাঁকে ভালবাস্‌তে পারলে জগৎ ত ভুল হয়েই যাবে। আবার তাঁহার কৃপায় দেহবুদ্ধিও চলে যাবে। বিচার তপস্যা দ্বারা কিছু হওয়া (যার হয় তার হ'ক) আমরা ত সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করেছি। এখন তিনি যা করেন, তাই সার ভেবে তাঁর দ্বারে পড়ে আছি। আমি জানি, আপনারও তিনিই শরণ্য, সুতরাং কোন ভয় নাই। মহাপুরুষ ভাল আছেন এবং সী—ও ভাল। অন্যান্য সংবাদ কুশল। আপনার কুশল প্রার্থনা

করিতেছি। আপনি আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০)

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

২৯।৯।১৫

প্রিয়—

আপনার ২১শে তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট দয়া, তজ্জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার শরীর এখন একটু ভাল যাইতেছে। কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নাই। কাল আবার হঠাৎ যেমন খারাপ তেমনি খারাপ হইতে পারে। এইরূপই অনবরত হইতেছে দেখিতেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হয় হউক, আমি আর কি করিতে পারি। অহিফেন সেবন করিতে অনেক দিন হইতে ডাক্তার বন্ধুগণ পরামর্শ দিতেছিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আমার আর অধিক কোন ব্যসনের অধীন হইবার ইচ্ছা হয় না। তাই উক্ত বন্ধুদিগের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। এখন প্রভু যা করেন, সেই ভরসা। দেহ চিরস্থায়ী নয়। একদিন ইহার অবসান

হইবেই। সুতরাং ইহার জন্য কেন আবার একটা কুৎসিত অভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়া। প্রভুপদে ঐকান্তিকী মতি থাকাই এখন একমাত্র প্রার্থনীয়। তাঁহার কৃপায় ইহা যদি হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হই। অন্য বাসনা আর বড় নাই।

আমি বেদান্ত উড়িয়ে দেই নাই। বেদান্ত কি উড়াইয়া দিবার জিনিষ? বেদান্ত ত আমাদের প্রাণ। কিন্তু সেই বেদান্ত কি—সেই হ'চ্ছে কথা। আপনি সুন্দর বিচার করিয়াছেন। ইহাতে আমার বলিবার কিছুই দেখি না। তবে কোন উপাসকই জড়ের উপাসনা করে না। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই সকল উপাসকের ইষ্ট ও উপাস্য—এই মাত্রই আমার বক্তব্য। স্বর্গাদি ভোগ-সামগ্রী সকাম কর্ম্মিগণই প্রার্থনা করিয়া থাকে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥" *

* তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী সকামিগণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে।
—গীতা—৯।২১

এ হল যজ্ঞাদি কর্ম্মকারীদিগের জন্য। সুতরাং স্বর্গ আদি উপাসকের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানীর ত নয়ই। এখন কথা হচ্ছে আত্মা সম্বন্ধে—যিনি সচ্চিদানন্দঘন, চৈতন্যময়। উপাসকেরা এই আত্মাকে অথবা ব্রহ্মকেই নিজেদের সংস্কার মত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাস্যরূপে দেখিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে পূর্ণ ও আপনাকে অংশ, কেহ বা আপনাকে তাঁহার সহিত অভেদ দেখেন। আর কেহ তাঁহাকে মহান্ প্রভু এবং আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবেন। কিন্তু তিনিও আপনাকে জড় ভাবেন না, পরন্তু চেতনই ভাবিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা গেল, উপাসক সম্বন্ধে জড়ের প্রসঙ্গ কুত্রাপি নাই। উপাসক ও উপাস্য উভয়ই চেতন, কেবল সংস্কারানুসারে উহাদের ভাব ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান্ সম্বন্ধে একটী অতি উপাদেয় উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এ স্থানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না। সেটী এই—কোন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ঋষি-মুনি-সেবিত সভামধ্যে হনুমান্‌কে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার সকল প্রকার ভক্তদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন—হনুমন্, তুমি আমাকে কি ভাবে অবলোকন করিয়া থাক? 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠ' হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, প্রভু সর্ব্বান্তর্যামী সমস্ত

অবগত থাকিয়াও যখন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান্ বলিলেন—

"দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥" *

ইহাদ্বারা হনুমান্ সকল উপাসকদিগের ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত। ইহাতে কাহাকেও নিরাশ করা হয় নাই। প্রত্যুত সকলকে তাহাদের ঠিক ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থান দান করা হইয়াছে। যাহারা আমি দেহ এই ভাব হইতে উচ্চে উঠিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য দাস ভাব—তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। যাহারা আপনাকে জীব ভাবে দেখিয়া থাকে, দেহ ভাব হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে কিন্তু পূর্ণভাব আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য অংশাংশী ভাব—তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। আর যাঁহারা আপনার আত্মভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অভেদ ভাব—ত্বমেবাহং—তুমি আর আমি এক, সেখানে আর ভিন্নতা নাই। এই হচ্ছে তিন ভাব—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত।

* যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে, তখন আমি তোমার দাস, নিজেকে জীবাত্মা বলিয়া বোধ হইলে আমি তোমার অংশ এবং আত্মস্বরূপ বোধ হইলে আমি তুমিই—ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সভায় উপস্থিত সকল ভাবের ভক্তদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীহনুমানের মুখ দিয়া এই তিন ভাবের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করাইলেন। ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্তের চরম ব্যাখ্যান।

কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। যে যেমন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সকলেই সেই একের উপাসনা করিতেছে এবং তাঁহার সহিতই সম্বন্ধ আছে।

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥"*

সেই এক চেতন সত্তা পরম পুরুষ সর্ব্বময় সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। তিনিই সকল বেদের বেদ্য, তিনিই বেদান্তকর্ত্তা, তিনিই বেদজ্ঞ। এই জানতে পারলেই বেদান্ত জানা হয়। আর যদি এ অনুভব না হয়, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র গুলে খেলেও বেদান্তের ঠিক ঠিক সত্য কিছুই জানা হয় না। আমি এইরূপই

* আমি সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং তদুভয়ের অভাব হইয়া থাকে। সমুদয় বেদের দ্বারা আমিই বিদিত হই। আমিই বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা।
—গীতা ১৫।১৫

বুঝিয়াছি। ঠাকুরের "আমি আছি আর আমার মা আছেন"—ইহার অর্থও আমি এই ভাবে বুঝিয়াছি যে তিনি জড় চেতনের কথা বলেন নাই। সব চেতনের কথাই বলিয়াছেন—"উপাস্য চেতন, উপাসকও চেতন। সন্তান ভাব। ছেলে মা বই আর জানে না—অনন্যভক্তি।" তিনিই সব।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" *

তিনিই তাঁহার এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন আর তাঁহার তিনপাদ নিত্যমুক্ত সর্ব্বাতীত। বেদও গাহিয়াছেন ঃ—"পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" †

এই হলো ব্রহ্ম সম্বন্ধে। আর জীব সম্বন্ধে—জীবের

* অথবা হে অর্জ্জুন, এই সকল বহু জানিয়া তোমার কি ফল? আমি আমার একাংশ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।

—গীতা ১০।৪২

† সমুদয় ভূত তাঁহার এক পাদ আর তিন পাদ স্বর্গে নিত্যমুক্তভাবে অবস্থান করিতেছে।

—ঋগ্বেদসংহিতা, পুরুষসূক্ত ১০ম মণ্ডল,
৭ম অনুবাক, ৯০সূক্ত, ৩ শ্লোক।

দেহবুদ্ধি থাকিলে তিনি প্রভু, আমি দাস। জীব বুদ্ধি হলে তিনি পূর্ণ আর আমি তাঁর অংশ। আর যখন জীবের আপনি আত্মা এই বুদ্ধি হয়,—যা হলে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন সে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া বলে ত্বমেবাহং—তাঁহাতেই জীবের পর্য্যবসান। ইহাই সর্ব্বসম্মত বেদান্তজ্ঞান। তিনিই সব। প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। আত্মা জীব জগৎ সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। যে বলে তিনি ছাড়া আর কিছু আছে, তাহার মোহ বিগত হয় নাই। সে "নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ"—ঘুমের ঘোরে কি বল্‌ছে যেমন সে অবগত নহে, সেইরূপ।

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।" * এই ভাবে শ্রুতি "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" † ইত্যাদি বলিয়াছেন। নতুবা বাস্তব সৃষ্টির জন্য নহে।

---

* অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা যে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের লেশমাত্র নাই, তাহা প্রপঞ্চস্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। (অধ্যারোপ অর্থে যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে তাহার আরোপ। অপবাদ অর্থে তাহার বিপরীত।)

† এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ১।

"ন নিরোধো নচোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।

ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তো ইত্যেষা পরমার্থতা॥" *

ইহাই হইতেছে সিদ্ধান্ত পক্ষ। সালোক্য সামীপ্যের কথা শঙ্কর আর কি বলিবেন? আপনি ত জানেন ভগবান্ ভাগবতে "দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি" † বলে আপনার ভক্তের নিঃস্পৃহভাব ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাধ্যায় জপতপ ধ্যান ধারণা সমাধিকে কেহই goal (চরমলক্ষ্য) বলে না।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" ‡

---

* প্রলয় বা উৎপত্তি নাই, বদ্ধ কেহ নাই, সাধকও কেহ নাই, কেহ মুমুক্ষু নাই, মুক্তও কেহ নাই,—ইহাই পারমার্থিক সত্য।

—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্—গৌড়পাদীয় কারিকা।

বৈতথ্য প্রকরণ, ৩২ শ্লোক।

† সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমি দিতে চাহিলেও আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য (ভগবানের সহিত একলোকে বাস,) সার্ষ্টি (ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য,) সামীপ্য, সারূপ্য (একরূপতা) ও সাযুজ্যও প্রার্থনা করে না।

‡ তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৩য় অধ্যায়, ৮।

ইহাই বেদান্তবাক্য। আর গীতামুখে প্রভু বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" *

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" †

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" ‡ ইত্যাদি

সুতরাং তিনিই যে জীবের সর্ব্বস্ব, তা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। আঁব খেতে এসে আঁব খাওয়াই ভাল। অন্য খপরে বিশেষ প্রয়োজন কি? প্রভু যাহাদের আচার্য্যের কার্য্য দিবেন, তাহারাই অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। কোন্ ধর্ম্মদ্বারা কার ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইবে? আমরা আম খাইতে পারিলেই ধন্য হইয়া

---

* হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও লোক পুনরায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।
—গীতা ৮।১৬

† হে নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন, আমি সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত আত্মা। আমি প্রাণীগণের আদি মধ্য ও অন্ত।
—গীতা ১০।২০।

‡ আমি ফলস্বরূপ, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও অবিনাশী বীজস্বরূপ।
—গীতা, ৯।১৮।

যাইব। প্রভু আপনাকে "বাগানের বাবুর" সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দিন, এই তাঁহার নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

গড়মুক্তেশ্বর

শ্রীমান্—

গত কল্য তোমার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। শিবানন্দস্বামী অসুখে বড় কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—এই প্রার্থনা। মঠে যাইয়া ভাল করিয়াছেন, আশা করি—সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। যখন তাঁহাকে পত্র লিখিবে, তখন আমার প্রীতি সম্ভাষণাদি জানাইবে।

তোমার কথা আমি শিবানন্দস্বামীর নিকট হইতে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম এবং তুমি যে সাংসারিক সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ভগবানের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিয়াছ, ইহা শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতি

অনুভব করিয়াছি। ভগবানের লাভের জন্য ব্যাকুলতা খুব ভাল ও নিতান্ত আবশ্যক, তবে চিত্তবৃত্তি শান্ত হইল না বলিয়া উতলা ও নিরাশ হওয়া ভাল নহে। তাঁহার দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকিতে পাইলেও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করা উচিত। তিনি যে সংসার হইতে টানিয়া আনিয়া আপনার ভজন করাইতেছেন, ইহা কি কম দয়া? এখন চিত্তবৃত্তি শান্ত করিয়া দেওয়া না দেওয়া তাঁর হাত, ভজন করাইতেছেন এই ঢের। যাহাতে তাঁহার ভজনে নিযুক্ত রাখেন, এই প্রার্থনা করিবে। চিত্তশান্তি আদি প্রার্থনা করিবে কেন?

ঠাকুর খানদানি চাষা হইতে বলিতেন। যে খানদানি চাষা, সে চাষ করাই চায়, হাজা শুকো মানে না। চাষ ছাড়া আর কিছু করেও না। সেইরূপ প্রভুর ভজন করিয়া যাও, এবং ভজন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে শিখ। তাঁর পায় সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি ফেলিয়া দাও। তিনি যেমন রাখেন, তাহা মঞ্জুর করিয়া লও। তিনি যেন তাঁর ভজন করান—এই মাত্র প্রার্থনা করিতে শিখ, তাহা হইলেই শান্তি আপনি আসিবে। শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে না। প্রার্থনা কেবল ভজনের জন্য। ভগবান্ কি শাক মাছ যে, দাম দিয়া লাভ করিবে? তাঁহার সাধনের কি ইতি

আছে যে, এইরূপ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কেবল তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাক তাঁর দিকে চাহিয়া—এই করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তার দয়া আপনা আপনি হইয়া থাকে। নাক টিপে কিম্বা অন্য কোন সাধনে কেউ তাঁহাকে পায় না। যে পেয়েছে, সে তাঁর দয়াতেই পেয়েছে। তিনি যদি দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দেন, তবে অসীম কৃপা জানিবে। সাধন ভজন আর কি? মন মুখ এক করে তাঁকে ডেকে যাওয়া। ভাবের ঘরে চুরী হতে দিওনা। ব্যাস্। অন্য সাধন তিনি করাইয়া দিবেন—যদি দরকার হয়। ব্রহ্মচারীদের আমার শুভেচ্ছা দিবে। বসন্ত কে—আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তিন জন যুবককে আমার সম্ভাষণাদি জানাইবে। আমি এখন এখানেই শীতকালে থাকিব, পরে প্রভু যেমন করিবেন তেমন হইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

(২২)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ৫।৫।১২

প্রিয় সু—

তোমার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়াছি।......বেদান্ত

সম্বন্ধে উপনিষদ্, গীতা ও শারীরক ভাষ্যই প্রস্থানত্রয়। ইহাতেই বিশেষ গতি থাকার প্রয়োজন, এ কারণ গ্রন্থও অনেক। সকল পুস্তক দেখা কঠিন। পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী বেশ ভাল করিয়া পড়িলে অদ্বৈত মতের মোটামুটি তথা বেশ ভাল জানা যায়। সর্ব্বোপরি সাধনার বিশেষ অপেক্ষা। বেদান্ত—অনুভূতিই আসল। তাহা সাধনসাপেক্ষ। পঠন তাহার সহায়ক মাত্র। তে—কে আমার ভালবাসা। রা—কেও জানাইবে। তুমিও জানিবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—

ভগবৎকৃপায় তোমার উত্তরোত্তর আরও উন্নতি হইবে এবং তাঁহাকেই জীবনের সার সর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহাতেই প্রাণ মন সমস্ত অর্পণ করিয়া মানবজীবন সফল করিতে পার, ইহাই আমার সার কথা। প্রভু তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। তুমি যে ঈশ্বরের পথে থাকিয়া তাঁহারই

আরাধনায় জীবনাতিপাত করিতেছ ও তাঁহারই বিশেষ ভাবে সেবা করিবার ইচ্ছা রাখ, ইহা কম আনন্দ ও ভাগ্যের কথা নহে। তিনি যে তাঁহার আরাধনা করিতে অধিকার দেন, ইহাই পরম লাভ।

... ..প্রভু যেমন করিবেন, সেইরূপই হইবে। তাঁহার শরণাগত হওয়াই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তাই করিতে পারিলেই শান্তি, অন্য কিছুতেই শান্তি নাই। প্রভু তোমায় আশ্রয় দিন, তাঁর শ্রীচরণেই শান্তি, অন্যত্র নাই। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৪)

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

১৪।৬।১৪

শ্রীমান্—

তোমার ৯ই তারিখের পত্র প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়াছি। শরীর ঐরূপই হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য মহাপুণ্যফলে লাভ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"রোগশোকপরিতাপোবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষানাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্।"*

এই শাস্ত্রকথা। তবে ভগবানের শরণাগত হয়ে "দুখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো" বলে তুড়ি দিতে পারলে অনেক বেঁচে যাওয়া যেতে পারে। কারণ হা হুতাশ করে ত কোন ফল হয় না, কেবল কষ্ট ভোগই সার, আর পরমার্থ ভুলিয়ে দেয়— এই উপরি লাভ। ভোগের ইচ্ছা ভেতরে থাকলেই শরীর ভাল না থাকলে বড়ই কষ্ট বোধ, নচেৎ ভজনের জন্য মন ভাল থাকবার প্রয়োজন, শরীর ভালর তত দরকার নেই। মন দিয়ে ভজন করতে হয়। যদি শুদ্ধ কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলেই মন ভাল থাকে। তা শরীর যেমনই থাকুক না। সেই জন্য কর্ম্ম যাতে শুদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শরীর ত একটু একটু করে রোজই নাশের দিকে চলেছে, তা ত আর কেউ

* রোগ, শোক, দুঃখ, বন্ধন ও ব্যসন—এই সকল মনুষ্যের নিজের অপরাধরূপ বৃক্ষের ফল।

—হিতোপদেশ

বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু মন অনন্তকাল স্থায়ী অর্থাৎ শরীর কত যাবে হবে, মন কিন্তু যতদিন না পূর্ণজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ততদিন থাকবে আর বারম্বার শরীর ধারণ করাবে। অতএব মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করাই হচ্ছে আসল কাজ।

দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি যাই বলনা কেন, সব এই মনকে নিয়ে। আত্মভাব অর্থাৎ আমি আত্মা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে অদ্বৈত আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। আর শরীর মন থাকলেই দ্বৈত। যদি আপনাকে আত্মা জ্ঞান হয় তখনই দ্বৈত চলে যায়। তখন এক চৈতন্যসত্তা বিরাজ করেন। যত গোল উপাধি নিয়েই ত? আমি অমুক, অমুকের ছেলে, অমুক জাতি, আমার এই গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি ত দ্বৈত ভাব উদ্দীপন করে? আর আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি আত্মা শুদ্ধমপাপবিদ্ধং সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ, এইরূপ ভাবতে পারলে আর দ্বৈত কোথায়? কিন্তু খালি মুখে বললেই ত হবে না, উপলব্ধি করা চাই, তবে ত হবে। এখন যেমন নিজের নামে দৃঢ় বুদ্ধি আছে যে, এই নাম আমি বা আমার, সেইরূপ দৃঢ় বুদ্ধি যখন আত্মাতে হবে, তখনই অদ্বৈত প্রতিভাত হবে। সেই অদ্বৈতভাব আনিবার জন্যই দ্বৈত ভাবের উপাসনা। কারণ, দ্বৈতভাব আমাদের অভ্যস্ত আছে। ইহাকে ক্রমে

শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিতে হইবে, ভগবানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করিয়া। এখন সম্বন্ধ আছে জগতের সঙ্গে, এইটে ভেঙ্গে সম্বন্ধ করতে হবে ঈশ্বরের সঙ্গে। আর সেইটি পূর্ণভাবে করতে পারলেই দ্বৈত আপনি ছুটে যাবে। কেবল ঈশ্বর, কেবল পরমাত্মা থেকে যাবেন। এই ক্ষুদ্র আমির তিরোধান হবে। এই হলো উপাসনা দ্বারা দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতলাভ।

আর এক রকম আছে, নেতি নেতি বিচারের দ্বারা অদ্বৈতভাবে পৌছান। এখনই এক মুহূর্ত্তে সব অস্বীকার করা। যেমন আমি শরীর নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। শরীর নাশ হইলে আমি নাশ হই না। সুখ দুঃখ সব মনের ধর্ম্ম, আমার নয়। আমি অবাঙ্‌মনসগোচরঃ, পরিপূর্ণ, আত্মা, এক, দ্বিতীয় রহিত। ইহা নিশ্চয় করিতে পারিলে অদ্বৈত ভাব হয়। কিন্তু একি সোজা কথা? বললেই হল? তা নয়। ঠাকুর বলিতেন "কাঁটা নয় খোঁচা নয়, কাঁটা নয় খোঁচা নয়, চোখ বুজিয়ে বললে কি হবে, হাত দিলেই কিন্তু বেঁধে। আমি "খ" বললে কি হবে? টেক্‌স দেবার বেলা প্রাণ বেরোয়।" সুতরাং একেবারে অদ্বৈতভাব লাভ সকলের জন্য নয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

বলছেন যে, "অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"* অতএব

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"†

তাঁর উপর ঠিক ঠিক নির্ভর করতে পারলে এই সাহায্য মেলে যে, তিনি আপনি সব ঠিক করে দেন। কিন্তু এও কি সোজা? এও কি অমনি যে সে পারে? তা নয়। এও সেই ভগবানের কৃপা হলে, কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গ হলে তবে হতে পারে। নচেৎ নয়। সুধু বকলে কি হবে? আপনার মনের ভিতর দেখতে শিখতে হবে—কি ভাব রয়েছে। আর সেই ভাব শুদ্ধ করে নিরন্তর ভগবানে অর্পণ করতে হবে। একি

* যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তি অতিকষ্টে অব্যক্ত (নিগুর্ণ ব্রহ্ম) বিষয়িনী নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

—গীতা ১২।৫

† হে পার্থ, যাহারা কিন্তু সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করে, সেই আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

—গীতা ১২।৬,৭

সোজা ? সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও যদি কারুর এরূপ ভাব হয়ে উঠে, তা হলেও সে ধন্য হয়ে যায়। মোট কথা হচ্ছে, তামাসা নয়। দ্বৈত বল আর অদ্বৈত বল, কোন ভাব ঠিক ঠিক আদায় আয়ত্ত করা অতীব কঠিন। ভগবান্ শঙ্কর বলছেন যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ে প্রভেদ কি না—

"তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্‌বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ ॥" *

অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন, আমি তোমার, আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আমি তুমিই, এই অল্প বিশেষ থাকিলেও উভয়ের পরিণাম একই অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখের নাশ উভয়েরই হইয়া থাকে। তাহাতে কোন ভিন্নতা নাই। তা যার যে ভাব ভাল লাগে, সে সেই ভাব অবলম্বন করতে পারে।

তবে ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। "হরিও বলবো আর কাপড়ও গুটাবো" তা হলে হবে না। যদি আমার অদ্বৈতভাব হয়, তা হলে শরীর মন বুদ্ধি সব অস্বীকার করতে হবে। যেমন বলবো যে "আমি আত্মা" অমনি সুখ দুঃখ বোধ সব চলে যাওয়া চাই। একেবারে

* বোধসার, ভক্তিযোগ, ৬।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।"* তখনই হয়ে যাবে, আর যদি আমি বলি যে, আমি তাঁর সন্তান বা তাঁর দাস, তা হলে তিনি যেমন করেন যেমন রাখেন তাই আমার সম্পূর্ণ কল্যাণের জন্য এই বিশ্বাস দৃঢ় স্থির রেখে একমাত্র তাঁর দিকেই চেয়ে পড়ে থাকতে হবে। দুই বড় কঠিন। দুইই সাধন করতে হয়। তবে দুইয়েরই ফল এক—সংসার নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যার পক্ষে যেটা অনুকূল, সে সেইটা অবলম্বন করুক কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে করতে হবে। মনঃপ্রাণ এক করে করতে হবে। তা নইলে কোনটাই হবে না।

ভগবান্ উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে যোগের উপদেশ করবার সময় কে কোন্ যোগের অধিকারী তাহা বেশ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তোমার অবগতির জন্য এখানে তাহাই লিখিতেছি।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥

* যিনি অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয় ও নির্ম্মল।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥*"

অর্থাৎ মনুষ্যের কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া আমি জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই তিন প্রকার যোগ উপদেশ করিয়াছি। যাহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হয়। আর যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, তাহাদের জন্য কর্ম্মযোগ প্রয়োজন। আর যাহারা বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত নহে অথচ ভগবৎকথায় যাহাদের শ্রদ্ধা আছে বলিয়া বিষয়ে অতিশয় আসক্তিও নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। ইহা আপন মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিলে কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহা অনায়াসে স্থির করিয়া লইতে পারিবে। বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক নয়। সুতরাং জ্ঞানযোগের অধিকারীও বড়ই কম। অত্যন্ত বিষয়পরায়ণ যাহারা, তাহাদের কর্ম্ম না করিলে চলিতেই পারে না। অতএব যাহারা মধ্যপন্থী অর্থাৎ একেবারে বিরক্ত নহে কিম্বা খুব বিষয়ে লিপ্তও নহে ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্রই জ্ঞান উৎপন্ন

---

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়, ৬।৭।৮ শ্লোক।

হইবার সম্ভাবনা। এই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই অধিক সহজসাধ্য ও আশুফলপ্রদ। আর দ্বৈতভাবেই উহার সাধনারম্ভ। পরে প্রভুর কৃপায় ইহা পরিপক্ক হইলে অদ্বৈত বোধ আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজ এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। আমার শরীর সেইরূপই আছে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৫)

শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—

তোমার প্রেরিত ১৮ই তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছি, আশা করি তোমরা সব ভাল আছ এবং বেশ মনের সুখে ধ্যান ভজন করিতেছ। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়, মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। ইহারই জন্য সমুদয় যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতে হয়। তাহা হইলেই যথাসময়ে প্রভুর কৃপা হইয়া থাকে এবং মানুষ তাঁহার কৃপা পাইয়া ধন্য হয়। তাঁহার দ্বারে কৃপাভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকাই কাজ এবং ঐরূপ করিতে পারিলেই একদিন না একদিন সকল মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে, সন্দেহ

নাই। খুব প্রাণ ভরিয়া তাঁকে ভালবাসিতে পারিলেই অন্য সাধনার আবশ্যক নাই। "প্রীতিঃ পরমসাধনম্" ইহা অতিশয় সত্য। তাঁহাতে প্রীতি করিতে পারিলেই অন্য সকলে আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হয়। হৃদয়ে প্রীতি আসিলে আর কি বাকী থাকে? অতএব কায়মনোবাক্যে যাহাতে ভগবানে প্রীতি হয় সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।—কে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। শরীর তত ভাল নাই। ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বোধ হয়। বড় বেদনা হইয়াছে। আজ এই পর্য্যন্ত। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং অন্য সকলকে জানাইবে। কিমধিকম্। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৬)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—

তোমার ১৯শে অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়াছি, ইতি-পূর্ব্বেই স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতেও এক পোষ্টকার্ড পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে সমস্ত শীতকাল মঠে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছি। তাঁহার শরীর মঠে যাইয়া অনেক সুস্থ হইয়াছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। সেখানে

বিশ্রাম করিলে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাইবে আশা করা যায়।—কে মনে হইল না, হয়ত কখন তাহাকে চিঠি লিখিয়া থাকিব। যাহা হউক আশ্রমের সকলকেই আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবে। প্রভুর কৃপায় তোমরা সকলেই তাঁ'র দিকে অগ্রসর হও, এই আমার তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।

তুমি দেখিতেছি, আমার গত পত্রের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হও নাই। কোন সাধনা করিবে না, এরূপ আমার বলার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু ভগবান্ যে সাধন-লভ্য নহেন, কেবল তাঁহার কৃপাই যে তাঁহাকে পাইবার উপায়—ইহাই সকল শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সাধনের অভিমান যেন মনে স্থান না পায়—এই মাত্র বলাই উদ্দেশ্য। আর তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করা চাই। পাছে চিত্ত অশান্ত হইয়া তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এরূপ ভীতির প্রয়োজন নাই। ঠাকুর বলিতেন, "পূর্ব্বদিকে যত অগ্রসর হইবে, পশ্চিম ততই পিছে পড়িয়া থাকিবে।" যত ভজনে মন দিবে, অন্য ভাব ততই দূর হইয়া যাইবে। যে বিপদ্ উপস্থিত নাই, তাহাকে কল্পনা করিয়া ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ভবিষ্যতে মরণ হইবে নিশ্চয়—তাহা বলিয়া কেহ কি ভয়ে আত্মহত্যা করেন? পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই চিন্তায় চিন্তিত

থাকিলে কার্য্যহানি মাত্র, কোন লাভ নাই। বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে যে, আমি ভগবানের শরণ লইয়াছি। আমার বিঘ্ন বিপদ্ সব দূর হইয়া যাইবে। আমার আবার বিপদ্? সবল দুর্ব্বল অধিকারী যেই হউক না, নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমি ত এই জানি, ইহা ছাড়া যদি কিছু থাকে তুমি জান, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা করিতে পার। ভগবানের দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন—এই কথাই ত আজীবন শুনিয়াছি ও জীবনে কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি। তুমি কিন্তু উল্টো লিখিয়াছ। এরূপ বড়ই বিসদৃশ। ভগবান্ অন্তর্যামী—তিনি সকল কথাই বুঝিতে পারেন। সকলেই জানেন, এই বিশ্বাস না থাকিলে সাধন ভজন কি করিবে? আমি ত বুঝিতে পারি না। চিত্ত তাঁহাকে পাইবার জন্য খুব অশান্ত হউক কিন্তু আর কিছুর আশায় যেন অশান্ত না হয়, দেখিতে হইবে। খানদানি চাষা চাষ হইতে আপনার গুজরাণ করে, অন্য ব্যবসা করে না।

"আর কারে ডাকিব শ্যামা ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে মা বোলবো যাকে তাকে॥
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা ক'রে,
গলা ধরে ফেলে দিলেও তবু মা মা ব'লে ডাকে॥"

এই ভাবই আমার মনঃপূত। জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"প্রভুর ভজন করিয়া যাওয়া কি আয়ত্তাধীন?" আমার উত্তর—কিছুই নিজের আয়ত্তাধীন নহে। এইটি বুঝিলে নির্ভর ভিন্ন, কৃপা ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকে না। তুমি বড়ই সব অসংলগ্ন বকিয়াছ, একটু চিন্তাশীল হইবে। পালতোলা ব্যাপার আর কিছুই নহে, কেবল ভজন করিয়া যাওয়া। মন যদি মুখের পানে তাকাইতে না চায় মনের কান মলিয়া দিবে অথবা অধিকতর দণ্ড দিবে। অভ্যাস মানে একটি ভাব পুনঃ পুনঃ চিত্তে রাখিবার চেষ্টা, এই চেষ্টা শ্রদ্ধা ও আদর সহকারে হওয়া চাই। নির্জ্জনবাসে আপনার মনকে চিন্‌তে পারা যায়, সুতরাং উপায় অবলম্বনে সুবিধা হয়। সন্ন্যাস মানে তাঁহাতেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইবে, ভাবের ঘরে চুরি থাকিবে না; ইহাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

(২৭)

শ্রীহরিঃ শরণম্।

৺কাশী ৬।১।১৫

শ্রীমান্—

........এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই :—

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥" * ইত্যাদি

শ্রীভগবান্ গীতায় জীবের এই স্বরূপ বলিয়াছেন। জীব তাঁহার অংশ, এই শরীরে থাকিয়া বিষয় ভোগ করেন এবং মৃত্যুকালে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্গে করিয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যান। পরে যথাকর্ম্ম যথাজ্ঞান ভোগ অন্তে আবার শরীর ধারণ করেন—কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য। এইরূপে যাবৎ জ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন জন্ম মরণ ভোগ। মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, ইহার সাহায্যেই সকল ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করিয়া থাকে, আর প্রাণ জাগ্রত থাকিয়া, মন নিদ্রিত হইলেও শরীরকে ধারণ করিয়া থাকেন। প্রাণ হইলেন দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁহার অবর্ত্তমানে এই শরীর মৃত এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জীব, মন, প্রাণ ইহারা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন, সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য দর্শনে ব্যাখ্যাত আছে, মহাভারতে অনেক স্থানে দেখিতে পাইবে, বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতিতে ত আছেই।

---

* আমারই অংশ জীবস্বরূপ হইয়া নিত্য (সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ আছেন)। (তিনি সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে) প্রকৃতিতে অবস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এবং ষষ্ঠস্বরূপ মনকে পুনরায় জীবলোকে (সংসার উপভোগার্থ) আকর্ষণ করেন।

—গীতা, ১৫।৭

গীতাতেও আছে, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই দেখিতে পাইবে। সৃষ্টির ক্রম সকলের মতে একরূপ নহে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মূলে সকলেরই ঐক্য-মত্য আছে। যোগবাশিষ্ঠে সকল কথা খুব স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পড়িয়া দেখিলে অনা-য়াসে বোধগম্য হইবে। স্বামিজীর উৎসব আগতপ্রায়, অন্যান্য সংবাদ কুশল, আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৮)

শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্ শ—

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। এমনই উৎসাহ ও ব্যাকুলতা তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে। উন্নত হইবার জন্য, জীবন বিশুদ্ধ রাখিয়া ভগবানে ভক্তি লাভ ও মনুষ্য জীবন সার্থক করিবার জন্য সকলেরই একান্ত আগ্রহ থাকার প্রয়োজন। তোমার যে এইরূপ প্রাণের টান ইহা জানিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। প্রভু তোমাকে হৃদয়ে বল দিন, তাঁহার নিকট এই সানুনয় প্রার্থনা। জিতেন্দ্রিয় হওয়া অতীব কঠিন, কিন্তু না হইলেও উপায়ান্তর নাই। কোন্ ইন্দ্রিয় প্রথম জয় করিতে

হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, সকল ইন্দ্রিয়ই বশে আনিতে হইবে। "তানি সর্ব্বাণি সংযম", * ইত্যাদি। মনু বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটীও অবশে থাকে, তাহা হইলে যেমন কাঁচা মাটীর কলসী হইতে অজ্ঞাতসারে সমস্ত জল বেরিয়ে যায়, সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান ঐ ইন্দ্রিয় হরণ করিয়া লয়।

"ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাম্ যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥" ইতি †

সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিতেই হইবে। তবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বলবান্ হইলেও জিহ্বা ও উপস্থই সর্ব্বপ্রধান, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে যে, সকল ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যিনি রসনা জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে না, যথা—

"তাবৎ জিতেন্দ্রিয়ো নস্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয় পুমান্।
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।" ‡

* তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলি সংযম করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। —গীতা, ২।৬১

† মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়, ৯৯।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৮ম অঃ ২১ শ্লোক।

সুতরাং রস জয়ই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু ভগবান্ আর একভাবে বলিয়াছেন যে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" *

অর্থাৎ কঠোর করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া উপাসনাদি করিলে বিষয় সকল নিবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা দূর হয় না। বিষয়াসক্তি কেবল ভগবদ্দর্শন হইলেই নিবৃত্ত হয়। যেমন আমাদের ঠাকুর বলিতেন, "যে জন মিছরিরপানা খেয়েছে, তার চিটে গুড় ছ্যা হয়ে যায়।" অর্থাৎ ভগবানে ভালবাসা হইলে আর মানুষের ভালবাসাদি ভাল লাগে না। তাঁ'তে ভালবাসা হওয়া চাই। তাহা হইলে বিষয় আর ভাল লাগ্‌বে না। সব তুচ্ছ বোধ হয়ে যায়। 'যেমন যত পূর্ব্ব দিকে এগুবে ততই পশ্চিমদিক পেছনে পড়ে থাক্‌বে,' সেইরূপ যত ভগবানের দিকে এগুবে বিষয়ও ততই পেছিয়ে পড়বে আপনা হতে, বিষয় ছাড়বার চেষ্টা কর্‌তে হবে না। এই হলো সঙ্কেত। ভগবানের

* যে দেহী ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, বিষয় সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। পরমাত্মাকে দর্শন করিলে তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয়।

—গীতা, ২।৫৯।

ভজন করাই সার। লালসা আর ইন্দ্রিয় জয়ের চেষ্টা করতে হবে না, তারা আপনিই জিত হয়ে যাবে।

ভগবানের ভজন মানে মন প্রাণ সব তাঁ'তে অর্পণ করা। তিনিই হবেন সকলের চেয়ে বেশী প্রাণের জিনিষ। তাঁর জন্যই হবে প্রাণের ষোল আনা টান। তাঁকে পেলুম না, তাঁ'তে ভালবাসা হলো না বলে কাঁদতে হবে, তবেই তিনি তাঁর প্রতি ভালবাসা দিবেন। তাঁর কৃপা চাই, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হবে না। তবে ঠাকুর বল্‌তেন যে "তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন, তিনি পরম দয়ালু।" এই যা ভরসা। প্রাণ মন সব তাঁকে দিয়ে ভালবাস্‌তে চেষ্টা কর। দেখ্‌বে তাঁর কত কৃপা। খাওয়া পরার জন্য বড় কিছু আসে যায় না। অল্প স্বল্প ইচ্ছার জিনিষ সেরে নিলে দোষ হয় না, তবে বিচার চাই। যেন বিশেষ আসক্তি ভগবানে ভিন্ন আর কিছুতে না হয় এইটি দেখতে হবে। সৎসঙ্গ, সৎপুস্তক, যাতে ভগবদ্বিষয়ক কথা আছে সেইরূপ পুস্তক পাঠ, অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকা, এই সব হলো প্রয়োজন ভক্তি হবার পক্ষে। এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আছেন—তাঁর কাছে যাবে আর.........আছেন, তাঁহার সহিত খুব আলাপ করবে। তাঁহারা তোমাকে যাহা ভাল তা'ই উপদেশ দেবেন। এইরূপে প্রভুর দিকে অগ্রসর হইতে

চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই কোনও ভয় থাকবে না। তাঁহার শরণ লইলে সকল চিন্তা বিপত্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্বাক্য—"তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানম্ প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"* অতএব অধিক আর কি লিখিব। তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, সর্ব্বানন্দ লাভ করিবে। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

(২৯)

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল

১।১১।১৩

শ্রীমান্—

গত কয়েক দিবস হইতে তোমার কথা আমার খুব মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলাম যে গত বারে তুমি পত্র পাইবার আশায় বোধ হয় দুইখানি এক পয়সার টিকিট পাঠাইয়াছিলে, আমি কিন্তু একখানি পোষ্টকার্ড মাত্র লিখিয়াছিলাম—তাই হয়ত বিরক্ত হইয়া এতদিন আর পত্র লিখিতেছ না। আমি আজ নিশ্চয় পত্র লিখিব স্থির

---

* তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি—অক্ষয় স্থান পাইবে।
—গীতা, ১৮।৬২।

করিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমার কুশল সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। আমার লিখিত পত্রে যে তোমার যথেষ্ট উপকার হইতেছে, ইহাতে আমি অতিশয় সুখী এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেছি। ধর্ম্মরাজ্যে শ্রদ্ধাই একমাত্র কল্যাণের কারণ।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ *"

ইহা গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। কঠোপনিষদে নচিকেতার শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় সত্যলাভ ঘটিয়াছিল। যোগশাস্ত্রেও শ্রদ্ধার বহুল প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' সর্ব্বত্র এ কথা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং তোমার শ্রদ্ধাই যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহার কারণ জানিবে।.........সর্ব্বদা স্মরণ মনন করিবার চেষ্টা করিবে এবং ভিতর হইতে প্রার্থনা করিবে যেন তাঁহার চরণে মন থাকে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিবেন। জীবনে সুখ দুঃখ ত আছেই, যদি তাঁর চরণে ভক্তি থাকে, তবেই মনুষ্যজন্ম সার্থক, নতুবা কর্ম্মভোগ মাত্র। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

* শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

—গীতা—৪।৩৯

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

আলমোড়া

২৪।৭।১৫

প্রিয়—

আমার ইচ্ছায় বড় কিছু হয় না—"দেব ইচ্ছা প্রবর্ত্ততে।" আপনার আমার নিরাময় প্রার্থনায় আমি আপ্যায়িত। তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার ভগবদ্দর্শনের সাধ অতীব সমীচীন।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥" *

এই শরীরেই তাঁকে লাভ করিতে পারিলে মঙ্গল নচেৎ মহান্ অনর্থ সন্দেহ নাই। যে তাঁকে চায় সেই পায় "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ" † খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।" প্রভুকে অতি সহজে পাওয়া যায়। তিনি তিনি বড়ই দয়ালু। তাঁকে চায় কে—সেই হচ্ছে কথা।

* মানুষ যদি ইহলোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সত্যলাভ হইবে, আর যদি না জানিতে পারে তবে মহা অনিষ্ট হয়।

কেনোপনিষদ্ ২।৫

† যিনি ইঁহাকে বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন।

কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"খোঁজোগে তো আমিলুঙ্গা পলভরকি তল্লাসমে" তাঁকে ঠিক খুঁজলে এক পলের মধ্যে আসিয়া দেখা দিবেন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কিন্তু খোঁজে কে? এমনি মহামায়া। তার আর সব জিনিষের জন্য এমন ব্যস্ত করে রেখেছেন যে, তাঁকে খোঁজবার প্রবৃত্তি আর হয় না। ঠাকুরের সেই চালের গোলায় ঠেকের কথা—"বাইরে কুলোর ওপর খই মুড়কি রাখা আছে; ইঁদুর তারই সোঁদা গন্ধ পেয়ে তাই খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলে, বড় বড় ঠেকে যে চাল আছে তার সন্ধান পায় না—অথচ সেই খানেই চাল রয়েছে।" সেইরূপ জীব স্ত্রী পুত্রাদির সুখেই মত্ত। ভগবৎসুখের অনুসন্ধান নেই। অথচ তিনি অন্তরেই রয়েছেন। এম্নি মহামায়া!

"এম্নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জান্তে পারে॥
বিল করে, ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাওয়া আসার পথ খোলা তবু মীন পলাতে নারে॥
গুটি পোকায় গুটি করে কাটলে সে ত কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার নালে আপনি মরে॥"

এম্নি মহামায়ার মায়া! এম্নি মহামায়ার মায়া!!
তবে অভয়বাণী আছে এই যে,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" *

"তমেব শরণম্ গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" †

শ্রদ্ধা চাই—প্রভুর কৃপায় শ্রদ্ধার উদয় হইলে আর ভয় থাকে না।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানম্ লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" ‡

লোকের কথায় কি আসে যায়—এযে স্বানুভূতি। ভিতরে যে বোধ হয়। স্বসংবেদ্য—পরের কথায় কি ইহার ইতর বিশেষ হয়? ভিতর আনন্দে পূর্ণ থাকে। "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" প্রভুর কৃপায় ইহা লাভ হওয়া কিছুই

---

* যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে।

গীতা ১৮।৬২

† হে ভারত (অর্জ্জুন), সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণ লও, তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।

গীতা ১৮।৬২

‡ শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করে।

গীতা ৪।৩৯

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

আশ্চর্য্য নহে। এক হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্ত্তে একটা দেশ্‌লায়ের আলোয় আলোময় হইয়া যায়। ঠাকুর বলিতেন, "সব শিয়ালের এক রা।" অর্থাৎ জ্ঞান হলে সকলেরই সমান অনুভূতি। তাহাদের উক্তিতে বিরোধ থাকে না। তাহারা সকলেই মার সন্তান। নানা মত নানা পথ কিন্তু সকলে যায় এক জায়গায়। গন্তব্য এক।

"রুচীনাম্ বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" *

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা"—এতে কি আর ভুল আছে? আপনি কেন দুর্ব্বলচিত্ত হতে যাবেন? মার সন্তান আপনি অনন্তশক্তি সম্পন্ন। "ওরে মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?" প্রসাদ বলেছেন ঃ—

কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে।
কটূ কবি সাজা পাবি শমন মাকে দিব কয়ে॥

---

* জল যেমন নানা পথে গমন করিলেও এক সমুদ্রেই আশ্রয় লাভ করে, সেইরূপ লোক সরল বা কুটিল যে কোন পথেই গমন করুক—সাক্ষাৎরূপে তোমাকেই প্রাপ্ত হয়।

মহিম্ন স্তোত্র।

কৃতান্ত দলনী শ্যামা বড়ই খ্যাপা মেয়ে।
শোনরে শমন তোরে কই আমি ত আটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে ॥
এযে ছেলের হাতের মোয়া নয় তুই খাবি
ভোগা দিয়ে।"

মার ছেলের বলের অভাব? তাঁর কৃপায় আপনার অনন্তশক্তি বাঁধা আছে। ঠাকুর বলতেন, "এতো পাতান মা নয়, এ সত্যিকারের আপনার মা।"

মা "ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গয়া গঙ্গাকাশী।"
"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্তবীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥" *

এই ব্রহ্মময়ী আমাদের মা, আমাদের কিসের ভয়, আমরা কেন দুর্ব্বল হতে যাবো। যে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে সে দুর্ব্বল হয়ে যায়; আপনি মার সন্তান—কেন দুর্ব্বল হতে যাবেন? আপনি মহা শক্তিধর। মার কৃপায়

* তুমি অনন্ত বীর্যাশালিনী বৈষ্ণবী শক্তি, সংসারের কারণ স্বরূপা, পরমা মায়াস্বরূপা, হে দেবি, তুমি সমস্ত মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, তুমি প্রসন্ন হইলে এই জগতে মুক্তির কারণ হও।
৮চণ্ডী ১১।৫

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

আপনার অসাধ্য কি? আপনার 'আমি আমার' জ্ঞান যেতে কতক্ষণ লাগে? মার কৃপায় এক মুহূর্ত্তে তিনি চৈতন্য করে দিতে পারেন। দেন সত্য।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

৩।৬।১৫

প্রিয়—

আমাকে দুএক লাইনে পত্রের উত্তর দিতে লিখিয়াছেন। কথিত আছে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী য—রী র—লা ই—রং ন—য় এই কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের হস্তে তাঁহার ভ্রাতা সনাতনকে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতেই সনাতন তাঁহার ভ্রাতা রূপের হৃদ্গতভাব অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার সে প্রকার শক্তি কোথা? য—রী র—লা ই—রং ন—য় ইহার সমস্ত অর্থ এই :—

য—রী—যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী

র—লা—রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।

ই—রং—ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন—য়—ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥ *

এই কয়েক ছত্রই অবশ্য রূপের ভ্রাতার পক্ষে যথোচিত ও পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। কারণ তিনি বিষয়মদে মত্ত থাকিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু আপনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে সংসারটা ছেলেখেলা মাত্র। ইহাতে সার কিছুই নাই। কেবল প্রভুই ইহার সার সর্ব্বস্ব। আর তাঁহার ভজন করাই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ইহাও তাঁহার কৃপায় আপনার স্থির ধারণা হইয়াছে। অতএব "ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।" আর আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবেনা। "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" † একথা যে মাথার দিব্য দিয়া যেন ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ইহা আপনি বিশেষই অবগত আছেন। তবে—

* শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী এখন কোথায়, রামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায়, ইহা চিন্তা করিয়া নিজের মনস্থির কর, এই জগৎ নিত্য নহে, ইহা নিশ্চয় কর।

† (অতএব তুমি) অনিত্য অসুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর।

গীতা ৯।৩৩

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"অশ্বত্থমেনম্ সুবিরূঢ়মূল
মসঙ্গ শস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং॥" *

এইটা প্রাণভয়ে করতে পারছেন্ না বলে যে এই আক্ষেপ ও অনুযোগ তাহা বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক মার সন্তানেরা যে এরূপ করিতেন, তাহা শ্রীরামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি মহাজনদিগের গীত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাও আবার দেখিতে পাই যে, মা যেমন রাখেন সেই ভাল একথাও তাঁহারা বারম্বার বলিয়াছেন। তাঁহারা চাহিতেন কেবল মাকে মনে রাখিতে—তা যে অবস্থাতেই মা তাঁদের রাখুন না কেন। ঠাকুর গাহিতেন :—

"যখন যে ভাবে কালী রাখ মা আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
ভস্মবিভূতিভূষণ, কিম্বা মণিকাঞ্চন।
তরুতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাসনোপরে॥"

বলিতেন "বেড়ালছানাকে তাহার মা কখন ছাইগাদায় কখনও বা গদির উপর রাখে; ছানার কিন্তু মা মা

* তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা এই দৃঢ়মূল সংসার বৃক্ষকে ছেদন করিয়া তাহার পর সেই পরমপদকে অন্বেষণ করিবে।
গীতা ১৫।৩, ৪

ভিন্ন অন্য বোল নাই।" আরও বলিতেন, 'মা জানেন কোথা রাখলে ছানার ভাল হবে'। মঙ্গলময় তিনি যা করেন সব ভালরই জন্য। ভক্ত কিছু চান না। তাঁহারা সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি 'দীয়মানম্ ন গৃহ্নন্তি'। * পরন্তু তাঁহারা কেবল প্রভুর সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। একথা আপনার ভালই জানা আছে। আমাদের ঠাকুর 'পাপ' কথাটা সহ্য করিতে পারিতেন না। কাহাকেও পাপী ভাবিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেন। বরং এইরূপ শিক্ষা দিতেন ভাব্‌তে যে আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার কিসের ভয় কিসের ভাবনা। "ওরে মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয় ভীত?" আপনি ঐটি আসল কথা বলেছেন যে, এক মুহূর্তে তিনি ভেঙ্গে চুরে সব নূতন করে গড়ে নিতে পারেন। পারেন কি—নিয়েছেন—নিচ্ছেন। ইহা আপনি নিজ হৃদয়ের

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।২৩

* (কপিলরূপধারী শ্রীভগবান্ তাঁহার মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন, যথার্থ ভক্তগণকে) আমি সালোক্য (অমর একলোকে বাস), সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি, একত্ব দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছু চাহেন না।

অন্তস্তল থেকে উত্তমরূপ অনুভব কর্‌ছেন। ইহা পাগলের খেয়াল নয়। ইহা অতিশয় সত্য। তাঁর কাছে কি যেন আছে? অনন্ত করুণাসিন্ধু তিনি। সকল কেনর বাইরে। আর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তিনিই আমাদের ভূত ভাবী ও বর্ত্তমান। অন্য ভাবী কিছু আমরা কেন মানিব?

"অহমাত্মা গূড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" *

এই ভগদ্বাক্যই আমাদিগের প্রমাণ আশ্রয় ও এক অবলম্বন। সুতরাং কেন না বলিব—

জানি তুমি মঙ্গলময়। প্রতি পলকে পাই পরিচয়॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ যে বিধান হয়, তুমি মঙ্গলময়॥
আর যাহা কর প্রভু, মোরে ত্যজিবেনা কভু,
এই ভরসা আছে। এস প্রভু এস প্রভু
হৃদয় মাঝে, শুভ হইবে নিশ্চয়॥

তিনি যেমন রাখেন সেইই ভাল—ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। তবে আমাদের তরফ হইতে প্রার্থনা এই যেন তাঁর পাদপদ্মে ষোল আনা, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

* হে অর্জ্জুন, আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে চৈতন্য স্বরূপে রহিয়াছি, আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ স্বরূপ।
গীতা ১০।২০

মন থাকে। আর আমরা যদি ভুলি, তিনি যেন আমাদের না ভুলেন। আর আমাদের পূর্ণ বিবেক বৈরাগ্য দিন, কারণ "একং বিবেকম্ প্রৌঢ়ং আদায় সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি।"* ইত্যোম্......

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া
১২।৯।১৫

প্রিয়—

এবার আপনার চিঠি একগঙ্গা। কিন্তু অত লিখ্‌লে কি হবে, আমার পক্ষে ও ঠিক সেই ঠাকুরের 'পাঁজি নিঙ্গড়ুনর' মত হইয়াছে। 'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা থাকলে কি হবে, নিঙ্গড়ুলে এক ফোঁটাও পাওয়া যায় না।' শাস্ত্রে ত জীবন্মুক্ত পরমহংস প্রভৃতি নানা অবস্থার কথা বহুত লেখা আছে। জীবনে তাহা অনুভূত বা পরিলক্ষিত না হইলে—

---

* একমাত্র দৃঢ় বিবেক অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিলে সংসার সঙ্কটে আর মুগ্ধ হয় না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥" *

—বইত নয়। নিধি লাভ হ'লে কি আর আমার এই দশা হ'তো। তবে হাঁকু পাঁকু করে কিছু হয় না—এটা একটু যেন বুঝতে পেরেছি। তাঁর দয়া তাঁর কৃপা বিনা তাঁকে লাভ অসম্ভব এইটা যেন স্থির সত্য এই মনে হয়। পরমহংস অবস্থা বলে' কেন, কোন অবস্থায়ই তাঁহার পাদাম্বুজ ছাড়া যে আর কোনও গত্যন্তর আছে—একথা ত কেহ কোন স্থানে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

রামং চিন্তয় চিত্তবর্ব্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্
কিং মিথ্যা বহুজল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ।
কর্ণ ত্বং শৃণু রামচন্দ্রচরিতম্ কিং গীতবাদ্যাদিভিঃ
চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম্॥"†

* যে বিদ্যা কেবল পুস্তকেই আবদ্ধ এবং যে ধন পরহস্তগত, কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে সেই বিদ্যা বা ধনে কোন ফলই হয় না। —চাণক্য শ্লোক

† রে বর্ব্বর চিত্ত সর্ব্বদা রামকে চিন্তা কর, অন্য শত শত চিন্তাতে কি ফল? রে মুখ, সর্ব্বদা রামনাম কর, মিথ্যা বহু অনর্থক কথায় কি ফল? রে কর্ণ, তুমি রামচন্দ্রচরিত শ্রবণ কর, গীতবাদ্য শুনিয়া কি হইবে? চক্ষু, তুমি সকল জিনিষ রামময় দেখ, রাম ভিন্ন অন্য সব ত্যাগ কর।

এই হচ্ছে আসল খাঁটি কথা। এ কথা ধারণা করতে পারলে বাঁচা যাবে। নইলে নিরন্তর জন্মমরণ দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। 'চাঁদা মামা সকলেরই মামা।' 'খুঁজি খুঁজি নারি যে পায় তারি।' তাঁর ভজনে সকলেরই অধিকার। তিনি সকলেরই আপনার মা, "পাতান মা" নন। কেউ বানের জলে ভেসে আসেনি। আপনি 'ছাগল গরু' কেন হতে যাবেন? আপনি মার সন্তান। আপনারা আসল সন্তান। তা ছাড়া আর কিছু নয়। সতাই মার ছেলেদের কোন ভয় নাই। অতএব আপনারও কোন ভয় নাই, আমারও না। তিনি যেমন রাখবেন তেমনি আমরা থাকবো এই পর্য্যন্ত—ভাল মন্দ বুঝি না, বুঝতে পারি না—এ বুদ্ধিতে কুলায় না। 'তুমি ভাল মন্দর পার, আমাকেও উহাদের পারে লইয়া যাও'—এই আমার প্রাণের প্রার্থনা। কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে নে'যাবে তা জানি না, কিন্তু নিশ্চয় বিশ্বাস আছে—তুমি নিয়ে যাবে। প্রভু বলেছেন, 'কেউ অভুক্ত থাকবে না—সকলেই খাবে। তবে কেউ সকালে কেউ দুপুরে কেউ সন্ধ্যায়।' তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইত্যোম্। ব্রহ্মবিৎ দূরের কথা,—অতশত বুঝি না। আমি ত আপনাকে বলেছি—

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।" * ইহাই আমার অবলম্বন।

"অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" †

মূঢ় আমি—দেহাত্মবুদ্ধি যায় না; সুতরাং আমার পক্ষে অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান নিতান্তই দুরূহ। তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলেও যে একেবারে নিরুপায় তাহা নয়। প্রভুবাক্যে এ বুদ্ধি নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া মনে আশা হয়। একদিনের কথা বলি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছি। আরও অনেকে আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন বেদান্তে খুব পণ্ডিত, তিনিও আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, কিছু বেদান্ত শুনাও। পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া উত্তম বেদান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া খুব প্রীত! সকলেই আশ্চর্য্য। পরে কিন্তু ঠাকুর তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন "আমার কিন্তু বাপু অত শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন আর আমি আছি।—তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান—জ্ঞেয়—

---

* আমি তাহাদিগকে মৃত্যু পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

—গীতা ১২।৭

† দেহাভিমানীর পক্ষে নিগুর্ণব্রহ্ম লাভ করা, অত্যন্ত কষ্টকর।

—গীতা ১২।৫

জ্ঞাতা, ধ্যান—ধ্যেয়—ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটি প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে 'কিন্তু মা আর আমি' আর কিছু নাই।" এই কটি কথা এমনি করে বল্‌লেন যে, 'মা আর আমি' যেন সকলের হৃদয়ে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল। যেন বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমস্ত ফিকে বোধ হল। বেদান্তের ঐ সব ত্রিপুটীর চেয়ে যেন ঠাকুরের "মা আর আমি" অতি সহজ সরল ও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। সেই অবধি বুঝিলাম "মা আর আমি" ইহাই অবলম্বনীয়।

পুঃ উপাসনা জপ তপ সব মানসা ক্রিয়া, একথা অতিশয় সত্য। কিন্তু অনুভব মানসী ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে বৈষয়িক মন নহে। ঐ উপাসনা, জপ তপ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ মনের ক্রিয়া এই মাত্র। "উপাসনাদির তাৎপর্য্য বস্তুলাভে" মানে আর কিছু নয়, মনকে শুদ্ধ করা এবং শুদ্ধ মন হইলেই বস্তুর দর্শন হয়। বস্তুলাভ মানে বস্তুকে কোথাও হইতে আনা নহে। বস্তু ত আছেই, কেবল আবৃত আছে সেই আবরণ দূর হওয়া। আবরণও মনের। বস্তুকে কেহ আবরণ করিতে পারে না। বস্তু স্বয়ংপ্রকাশ—নিত্যসিদ্ধ। তাই চমীকর ন্যায়ের দৃষ্টান্ত। গলায় হার রহিয়াছে, মাত্র ভুল হইয়াছে, মনে নাই—তাই ইতস্ততঃ অন্বেষণ। পরে কোনও উপায়ে জানিতে

পারিলেই উহার লাভ। যখন বস্তুর জ্ঞান ছিল না তখনও বস্তু ছিল। কেবল উহার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হইলে বলা গেল বস্তু লাভ হইল, নতুবা উহা নিত্যপ্রাপ্ত। শুদ্ধ মনেই ইহা জানা যায়। শুদ্ধমনও আর কিছু নয়:—

"বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসোমল উচ্যতে।
তেষ্বেবহি বিরাগোঽস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্॥" *

এই মন বিষয় ছেড়ে ভগবানে অনুরক্ত হলেই শুদ্ধমন হয়।

এই বেড়াল বনে গেলে বনবেড়াল হয়। এই imagination (কল্পনা) পাকা হলেই realisation (সাক্ষাৎকার) হয়। আজকার imagination কালকের realisation। স্বধু দৃঢ় হওয়া চাই। আগে imagine করলে পরে realisation হতে পারে। imagination না থাকলে realisation কোথা থেকে হবে? আত্মা প্রথমে শ্রোতব্য পরে মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য তৎপরে সাক্ষাৎকৃত হলে † realisation এই আর কি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* বিষয়ে অতিশয় আসক্তিকেই মানস মল বলিয়া থাকে, আবার সেই সকল বিষয়ে বৈরাগ্য হইলেই তাহাকে মনের নৈর্ম্মল্য বলা হয়।

† আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। —বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।৫ বা ৪।৫।৬

হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে এবং তাহার উপায়

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

২৯।৭।১৫

শ্রীমান—

......যেখানে থাক খুব প্রাণ ভরিয়া ভজন কর, তাহা হইলেই প্রভুর কৃপায় চিত্ত স্থির হইয়া যাইবে, নহিলে যেথায়ই যাও সব সমান, বিনা ভজনে কোথাও শান্তি পাইবে না, ইহা স্থির জানিবে। রিলিফ কার্য্য যদি চলে তাহা হইলে তোমাদের যাত্রা নিষ্ফল হইবে না। * * * তাহাকে আমার শুভেচ্ছা জানাইয়া বলিবে যে প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। মানুষ আর কি করিবে, তবে তাঁহার ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা অর্পণ করিয়া শরণাগত ভাবে থাকতে পার্‌লে কোন ভয় ভাবনা থাকে না। সমস্ত মঙ্গলই হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই * * কিমধিকমিতি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বরূপ সদ্‌গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, উহার বিচার এবং সর্ব্বদা উহার ধ্যান করিতে হইবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া
২৫।১১।১৫

প্রিয়—

আপনার ১৮ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। ছুটিতে ৺কাশীবাস, সাধু সঙ্গ করিয়া আবার নিজের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের কথা। এখানে আপনাকে দেখিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হইতাম। সকলই প্রভুর ইচ্ছামত হইয়া থাকে, ৺কাশীতে শ্রীযুত লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতেন, শিবানন্দ স্বামীকেও অল্প সময়ের জন্য দেখিয়াছেন এবং অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন, এই সংবাদে আমিও অতিশয় প্রীত। মগ্নু ব্রহ্মচারী এখন আর ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—বিদ্বৎসন্ন্যাস। তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিয়াছি। ৺কাশীতে বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন, গতবার যখন ৺কাশীতে ছিলাম তাঁহার অসুখ হওয়ায় দুর্গাচরণ বাবুর সহিত তাঁহাকে দু-তিনবার দেখিতেও গিয়াছিলাম, বেশ উত্তম সাধু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কায়স্থ শুনিয়া বিদায় দেওয়া উদারতার পরিচায়ক নহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম খুব ভাল যদি ব্রহ্মজ্ঞানে

নিষ্ঠা থাকে, নচেৎ "দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ" * যদি হরিভক্তিবিহীন হয়। ভগবানে ভক্তি প্রীতি থাকিলে "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং" † এই কথাই শাস্ত্রসঙ্গত এবং এই ভাবই আমরা প্রভুর নিকট দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়াছি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় নাই বলিয়া ব্রহ্ম আপানার নিকট sealed book (অনধিগম্য গ্রন্থের তুল্য) এ কথা স্বীকার করিতে রাজি নহি। বরং যাঁহারা ব্রাহ্মণেতরের ভগবান্ লাভ হয় না বলেন তাঁহারা শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত নন এই কথাই মনে হয়! সাধুসঙ্গ ছাড়া কিছু আপনার ভাল লাগে না শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। ইহা যদি অহঙ্কার হয় তাও ভাল, কেন না ইহাকেই ত "ভবার্ণবতরণে নৌকা" ‡ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল তপস্যা এক দিকে এবং একক্ষণ সাধুর সঙ্গের ফল একদিকে রাখায় তুলাদণ্ড

---

* দ্বিজও চণ্ডালের অধম।

† স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র—তাহারাও পরমগতি লাভ করে।

—গীতা ৯।৩২

‡ ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

শঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর।

এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গই ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

সাধুসঙ্গফলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াছি।

Brainএর (মস্তিষ্কের) অন্য জিনিস receive (গ্রহণ) করিবার ক্ষমতা decline করিবে (কমিয়া যাইবে) কেন? ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা বরং বাড়িয়াছে, তাই যাহা মন্দ তাহা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনার বিনয় প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখন ঠিক তেমনি আছেন, এ কথা সমীচীন মনে করি না। তবে আত্মা সম্বন্ধে মনে করিয়া যদি বলিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য ঠিকই বলিয়াছেন, কারণ আত্মা একরকম। সাধুর লৌকিক ও ঐশ্বরিক উভয় বিষয় ব্যবহারযোগ্য হইলেও লৌকিক তাঁহার শোভাদায়ক নহে, সাত্ত্বিক ভাবই সাধুর পক্ষে ভাল দেখায়। আপনার ঐ impatience (অধৈর্য্য) ভাব বরাবর থাকিবে না। একটু অধিক অন্তর্ম্মুখ হইলে উহা চলিয়া যাইবে, অভ্যাস ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ হওয়াই ভাল। আপনার তাই হইবে। ঠাকুর বলিতেন, 'সংসারে আসিয়া ভগবান্ চিন্তা, কেল্লা থেকে লড়াই করার মত। ওখানে অনেক সুবিধা আছে। আর অন্যের ময়দানের লড়াই, সকলের পক্ষে উহা নহে।' কথাটা হচ্ছে—মনটা

ভগবানে রাখ্‌তে হবে, তা যে উপায়েই হউক। তা হইলেই জীবন সফল হবে, বৃথা যাবে না। খাওয়া-পরা ত আছেই, উহা ত "আশরীরধারণাবধি।"* কিন্তু প্রসাদ বলেন, "আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।" এঁদের যুক্তিই শুন্‌তে হবে। তা হলে অনায়াসে প্রভুপদে মতি হবে, গানটী এই :—

"মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥
যত শোনো কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্রবটে।
কালী পঞ্চাশত বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
তুমি নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ দেই শ্যামা মারে॥"

এর অধিক ব্রহ্মজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে কি? সর্ব্বত্র, সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভাবে ব্রহ্মদর্শন। কেবল

---

* ওঁ লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি।
—নারদ ভক্তিসূত্র, ১।১৪

(ভক্তিতে যতদিন না সিদ্ধ হওয়া যায়, ততদিন যেমন শাস্ত্রীয় শাসন মানিয়া চলিতে হয়, তদ্রূপ লৌকিক নিয়মও ভক্তিতে সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্তই মানিতে হয়, ভোজনাদি করা কিন্তু যতদিন শরীর ধারণ করিতে হইবে, ততদিন চলিবে)।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি কেন, অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে ঐ কথা দেখিতে পাইবেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র গৃহস্থদিগের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রামাণিক গ্রন্থ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রহ্মসমাজ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌ই গুরু তিনিই আবশ্যক মত সকল উপায় করিয়া দেন। আপনি তাঁহাকে অন্তরের কথা জানান, তিনি যাহা প্রয়োজন তাহা করিয়া দিবেন।

ঠিক বলিয়াছেন, কৃপা ব্যতিরেকে সাধন দ্বারা কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তবে আন্তরিক ভাবে সাধনাদি করিলে তাঁহার কৃপার উদয় হইয়া থাকে। ভগবানই গুরু। তিনি অন্তঃর্য্যামী, তাঁহার নিকট অকপট-ভাবে প্রার্থনা করিলে যথাসময়ে সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যত ব্যাকুলতা বাড়বে ততই তাঁর কৃপা সন্নিকট হবে। খুব ব্যাকুলতা হোক আপনার, এই আমার তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা। উপস্থিত আমার শরীর একরূপ চলিতেছে, উপসর্গ সবই রহিয়াছে, বিশেষতঃ * * * বড়ই কষ্ট দিতেছে, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ব্রহ্মচারী কা—ও—সী উভয়েই ভাল আছেন। আপনি তাঁহাদের শুভেচ্ছাদি জানিবেন। আপনার চিঠি পড়িতে আমার আনন্দ হয়, কষ্ট কেন হইবে? মধ্যে

মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিবেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবেন। কিমধিকমিতি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্।

আলমোড়া
২৫।১০।১৫

শ্রীমান্… ..

……বাঁকুড়ার দুর্দ্দশার কথা পড়িয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি।—তাহার পত্রে ইহার হৃদয়বিদারক বর্ণনা করিয়াছে। কোথায় তোমরা এই সময়ে প্রাণ ভরিয়া সাধ্যমত দুঃখিতদের সেবা করিয়া ধন্য হইবে, তা না হইয়া তুমি এক বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ। আমি পড়িয়া অবাক ও মহা দুঃখিত হইয়াছি। এই কাজ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছ, কিন্তু এ কাজ হইতে মুক্ত হইয়া কি কাজ করিবে? ঈশ্বর সেবা? "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" * এ কথা কি ভুলিয়া গেলে? স্বামিজী তোমাদের

---

* স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার' প্রতি নামক কবিতা হইতে।

জন্য মুক্তির এমন সহজ উপায় করিয়া গেলেন, তোমরা ইহারই মধ্যে তাহা বিস্মরণ হইতে লাগিলে—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?" "ন কর্ম্মণা-মনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্মং পুরুষোঽশ্নুতে।"* কর্ম্ম না করিয়া কিরূপে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে। এরূপ বিপরীত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া তমোগুণের অধীন হইতে চেষ্টা করিও না। বরং প্রাণ ভরিয়া কাজ করিয়া—কাজ কেন—পূজা করিয়া—(কারণ, জীবসেবা কাজ নহে, যথার্থ ঈশ্বরপূজা—এই প্রকৃত পূজা করিয়া) আপনাকে ধন্য কর। এমন অবসর সর্ব্বদা হয় না, সত্য জানিবে। কিমধিকমিতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

৩।১১।১৫

শ্রীমান—

—ওখানে ভয়ানক অন্নকষ্ট পাঠ করিয়া ব্যথিত হইতেছি। প্রভুর ইচ্ছা কি তিনিই জানেন, তবে তোমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া যাও, কার্য্যে ত্রুটি না হয়।

---

* নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। —গীতা ৩।৪

তোমার যুক্তি তর্ক আমার ভাল লাগে নাই, কোন কর্ম্মেরই যুক্তি নয়—'Cut the coat according to the cloth—(কাপড় যতটা আছে, সেই বুঝিয়া জামা কর অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় কর) একটা কথা আছে জান ত? যেমন তোমাদের কাছে মাল থাকিবে, সেইরূপই দান করিবে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না, কিন্তু সেই দান শ্রদ্ধার সহিত এবং সহৃদয় ভাবে হওয়া না হওয়া তোমাদের হাতে এবং তাহাতেই তোমাদের ভাব প্রকাশ পাইবে। তোমরা কারুর চাকর নও যে Official duty (অফিসের কর্ত্তব্য কাজ) করবে, তোমরা ধর্ম্মকার্য্য করিতেছ ইহা মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইবে। অবশ্য উপরিওয়ালারাও যথা আয় তথা ব্যয় করিতে বাধ্য, তাহাদের যথেষ্ট ফণ্ড না থাকিলে কি করিবে! অতএব তোমরাও যেমন পাইবে সেইরূপ খরচ করিবে, ইহাতে ত কোন গোল নাই, গোল খালি ভাবের, যা আছে তাই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার জানিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেই সার্থকতা, নতুবা যাহা নাই তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া কি ফল? পড়িয়া থাকিবে হয়ত—

কোন Generalএর (সৈন্যাধ্যক্ষের) পুত্র তাহার পিতাকে তরবারি ছোট বলিয়া শত্রু নিপাত করিতে পারিতেছে না বলিয়া অনুযোগ করায় তিনি বলিয়াছিলেন

"add a step to it" (ইহার উপর কতকটা যোগ দাও) ইহাই হচ্ছে আসল উপদেশ, নয় ত 'দেশে নাই যা ছেলে চায় তা,' উঠানের দোষ তারাই দেয়, যারা নাচ্‌তে জানে না, যারা খেলতে জানে তারা কানা কড়িতে খেলে ইত্যাদি। প্রভু—ভাব কি ভুখা? বিদুরের ক্ষুদ খেয়ে ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে কলার খোসা খেয়েছিলেন এসব মধুময় (প্রসিদ্ধ) কথা সকলেই জানে ও বলে। কথা হচ্ছে ভাব লইয়া, মন ষোল আনা লাগাতে হবে, তবে ত হবে, অন্যে যা করুক না কেন, তা দেখতে হবে না, আপনাকে দেখতে হবে—নিজে কিরূপ কর্চ্ছি, আপ ভালা ত জগৎ ভালা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

১৯।১২।১৫

প্রিয়—

আপনার ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। দিন কয়েক হইতে আপনার কথা মনে হইতেছিল। ছুটির পর খুব কাজ পড়িয়াছে। আবার ছুটি হইবে, ফের কাজ করে আবার বিশ্রাম পাবেন,

এইরূপ প্রভুর কাজও চলিতেছে। আমার শরীর সেই পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। ভালয় মন্দয় একরূপ কাটছে, রোগের উপশম হইতেছে না। এই ভাবেই বোধ হয় যাবে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন সেইরূপই হবে। আপনার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া অতিশয় আনন্দ হইতেছে, ঠাকুর বল্‌তেন, এই ব্যাকুলতা যত বাড়বে ততই তাঁহার কৃপা অধিক হইতে অধিকতর হইবে। তাঁ'তে প্রেম ভক্তি ভালবাসা হলেই সব হ'ল। ভক্ত অধিক আর কিছু প্রার্থনা করেন না। দর্শনের ইচ্ছা হয় বটে, সে কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অর্জ্জুন বলিলেন,

"দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।" *

বলিয়াই কিন্তু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিতেছেন,—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং।" †

---

* হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

† হে প্রভো, আমাকে যদি তোমার রূপ দর্শনের যোগ্য মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অবিনাশী নিত্যরূপ দেখাও।

গীতা ১১।৩।৪

এই হ'চ্ছে কথা। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবেই দেখান, নহে ত মুস্কিল। কারণ, দেখিয়াও স্বস্তি নাই। মহা ব্যাকুল হয়ে আর দেখ্‌তে চাই না বলে কাতর হয়ে ফের প্রার্থনা করতে হচ্ছে যে, তোমার স্বাভাবিকরূপ দেখাও প্রভু, এবং তাই দেখে তবে প্রকৃতিস্থ হয়ে বাঁচেন।

"দৃষ্ট্বেদং মানুষম্ রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥" *

অতএব দর্শনাদির ইচ্ছা না করিয়া ভক্ত তাঁহার প্রেম ভক্তি ভালবাসারই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রেম ভক্তি ভালবাসা থাকলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।

"মৎকর্ম্মকৃন্মমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ ॥" †

---

* হে জনার্দ্দন, তোমার এই প্রশান্ত মানুষরূপ দেখিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

গীতা ১১।৫১

† হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আমিই যাহার পরম পুরুষার্থস্বরূপ, যে আমার ভক্ত, সর্ব্বপ্রকার আসক্তিশূন্য ও কোন প্রাণীর প্রতি যাহার বৈরভাব নাই, সে আমাকে পায়।

গীতা ১১।৫৫

তাঁহার প্রীত্যর্থ কর্ম্মকরা, তাঁহাকেই এক প্রাণের জিনিষ বলিয়া জানা, তাঁকেই ভালবাসা, অন্য সব আসক্তি ত্যাগ করা এবং কাহারও উপর কোন অসদ্ভাব না রাখা ; এই হচ্ছে তাঁকে প্রাপ্ত হবার বিশিষ্ট উপায়। কেবল এক —ভালবাসা, এক—ভালবাসতে পারলেই সব হয়ে যায়। ভালবাসতে আমরা জানি না এমন নয়। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, জন প্রভৃতিতে আমাদের ভালবাসা অভ্যাস আছে, সেইটে তাঁতে দিতে হবে কারণ তিনি ছাড়া আর সব এই আছে এই নাই, চিরস্থায়ী টেক্‌সই নয়। আর কেউই পরম প্রীতির আস্পদ নাই। সব পুরানো হয়ে যায়, তেতো হয়, একরূপ থাকে না। মাত্র তাঁতে যে প্রীতি, তাহাই প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান ও অনন্ত।

তদেব রম্যং রুচিরম্ নবং নবং। *

অন্য সমস্ত ভোগেরই পর অবসাদ, অরুচি। তাই ভক্ত বলেন

"যা প্রীতিরবিবেকানাম্ বিষয়েষ্বনপায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।"†

---

* তাহাই (সেই ভক্তিই) সুন্দর, মনোহর ও নিত্য নূতন।

† অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত প্রীতি হইয়া থাকে, তোমার স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে তদ্রূপ অবিচলিত প্রীতি যেন না দূর হইয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।২০

তাঁতে এই প্রীতি হলেই আর তাঁর দর্শনের অপেক্ষা থাকে না, আর তার পক্ষে আবশ্যক হলে প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়াও দেখা দিয়া থাকেন। "পরাবরের" যে দৃষ্টি তাহা চক্ষুর বিষয় নয় যাতে হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদ হয়, সে—

"হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্‌বিদুঃ" *

"সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য" †

তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি যে দর্শনের বিষয় হন না তেমনও নয়। অবশ্য উপনিষদ্ বলেন,

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনং
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। *

* হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যকদর্শনরূপ মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইহাকে জানেন তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহারা হৃদয় ও মনন দ্বারা ইঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।১৭ ঐ ৪।২০

† হে প্রিয়দর্শন, তিনি এই জন্মেই অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হন।

—মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।১০

সব হৃদয়ের কথা। প্রাণটা যত তাঁ'তে থাকবে তিনিও তত প্রাণে থাকবেন। তিনি 'সাচ্চা দিলকা মিতা' (খাঁটি হৃদয়ের বন্ধু) তিনি ত সর্ব্বদাই হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমরা দেখি কই, আমাদের দৃষ্টি যে অন্য সব জিনিষে আবদ্ধ রেখেছি। তা না হলে কি তাঁকে পেতে দেরী হয়? ভক্ত সত্যই বলিয়াছেন—

মৈকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে ময় তো তেরা পাসমো।
খোঁজোগে তো আমিলুঙ্গা পলভরকে তল্লাসমো॥
ন দেওলমে ন মসজিদমে ন কাশী কৈলাসমে।
ন ছায় মে আউধ দ্বারকা মেয়া ভেট বিশ্বাসমো॥ *

তিনি সঙ্গেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে কোথায়ও খুঁজতে যেতে হয় না। 'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি,'—একক্ষণ তল্লাস করলেই তিনি এসে হাজির হন। তল্লাস করে কে? আমাদের সব মুখের কথা বই ত নয়, অন্তরের হলেই তবে হবে। তিনি যে অন্তর্য্যামী, আমরা শাস্ত্র পড়ি কিন্তু বিশ্বাস করি কই? "সর্ব্বস্য চাহং

* আমাকে কোথা খুঁজিতেছ—আমি ত তোমার নিকটেই রাহিয়াছি। আমাকে যদি খুঁজ ত এক পলমাত্র খুঁজিলেই পাইবে। আমি দেবমন্দির বা মস্‌জিদে নাই, অথবা কাশী বা কৈলাসেও নাই, অথবা আমি অযোধ্যা দ্বারকাতেও নাই, বিশ্বাসেই আমার সহিত মিলন হয়।

—কবীর

হৃদি সন্নিবিষ্টো।" * একি মিথ্যা কথা? "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" † এ কথাত মিথ্যা নয়, কিন্তু আমাদের কাছে যেন মিথ্যার মতই হয়ে রয়েছে। কারণ কি? আমরা ইহা পড়ি মাত্র, ইহাতে বিশ্বাসও নাই, ইহার তল্লাসও নাই, সুতরাং আমাদের এই দশা। একটা কথা ঠাকুর বলিতেন—

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল॥

অর্থাৎ সকলের দয়া হলেও নিজের প্রতি নিজের দয়া হওয়া চাই।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
* * *
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥" ‡

তাই নিজের প্রতি নিজের দয়া না হলে অন্যের

---

* আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি।

—গীতা ১৫।১৫

† এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ।

—গীতা ১৫।৭

‡ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ সে আত্মাই বাহ্যশত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু।

—গীতা ৬।৫।৬

দয়া বড় কাজে আসে না। আপনার নিজের উপর দৃষ্টি পড়েছে—প্রভু আপনাকে কৃপা করিবেনই, খুব ব্যাকুল হউন। প্রভু আপনার সাধ পূর্ণ করুন। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা। * * * *

শ্রীতুরীয়ানন্দ।

শ্রীহরিঃ শরণম্

গড়মুক্তেশ্বর
৪।২।০৮

শ্রীমান্—

গত কল্য তোমার প্রেরিত এক বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে......র নিকট হইতে তোমাদের বিষয় কথঞ্চিৎ বিদিত হইয়াছি। তোমরা কাশীধামে থাকিয়া প্রভুর কৃপায় যথাসাধ্য সাধন ভজন করিতেছে ও বেশ ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছ সুতরাং আর ভয় কি? এখন আনন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। বন্ধনাদি বাহিরে কোথাও নাই, সমস্তই ভিতরে থাকে। আপনার মনে বন্ধন, ভ্রান্তি বশতঃ বাহিরে অনুমিত হয় মাত্র। আপনার সুকৃতিফলে এবং ভগবৎ

কৃপায় যখন মন নির্ম্মল হয়, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝিতে পারিলেও বন্ধনমুক্ত হওয়া সহজ নহে। গুরুর কৃপায় ও নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলেই তবে বন্ধনমুক্তি ঘুচে। যাহা হউক তোমরা ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। সংসারের অনিত্যত্ব বুঝিয়া যে নিত্যধন লাভ করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, ইহাই তোমাদের ভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। পুনরায় শ্রীশ্রীমার আশ্রয় লাভ করিয়াছ সুতরাং তোমরা যে মহা ভাগ্যবান্ তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার তীর্থভ্রমণ ও নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া সাধনের সংকল্প অতি উত্তম। মারও অনুমতি পাইয়াছ। তাঁর উপদেশ "স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে" কখনও ভুলিও না। প্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া যেখানেই যাও, কোন ভয় নাই। সব দেশই তাঁহার। এমন কোন দেশ আছে, যথায় তিনি নাই? সুতরাং চিন্তার অবসর নাই; অক্লেশে ইচ্ছামত তীর্থভ্রমণে ও নির্জ্জনবাসে সাধনের ও ভজনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পার। ইহাতে কোন ওজর আপত্তি থাকিতে পারে না তবে কর্ম্মে আবদ্ধ হইবার কথা যাহা লিখিয়াছ, আমার বোধ হয় ওরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই।

কর্ম্ম করিতে হইবে বৈকি। চিত্তশুদ্ধি হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম করিবার কালেই ত আপনার পরীক্ষা

হইবে। মনে কতটুকু ফলের আশা আছে, মন কতটুকু নিষ্কাম হইয়াছে, স্বার্থপরতা কত আছে ও কত কমিয়াছে, এ সকল জানিবার উপায় এক কর্ম্মেতেই আছে। যখন হৃদয়ে প্রেম আসিবে, তখন আর কর্ম্মেতে কর্ম্ম বোধ থাকিবে না; কর্ম্ম তখন পূজা হইয়া দাঁড়াইবে। সেই হলো ঠিক ভক্তি। প্রথম প্রথম দুইই চাই, কর্ম্মও করিতে হইবে এবং সাধন ভজনও করিতে হইবে। অবশ্য উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া, পরে ঈশ্বরের কৃপায় এমন সময় আসিবে যখন সাধন ভজন ও কর্ম্মে পার্থক্য থাকিবে না। সবই ত তখন সাধন হইয়া যাইবে। কর্ম্মে ও সাধন ভজনে কোন ভিন্নতা বোধ হইবে না। কারণ প্রভু সকলেতেই ওতপ্রোত। যাহা হউক তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া যেরূপ দৃঢ় বাসনা হইবে তাহাই করিবে, কারণ মঠে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করা অথবা তীর্থাদি নির্জ্জন স্থানে সাধন ভজন করা ইহাদের কোনটাই মন্দ নহে, উভয়ই উত্তম। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিও না। নিজে দুর্ব্বল হইলেও যাঁহার শরণ লইয়াছ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং তাঁর বলে আপনাকে বলী মনে করিবে। তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাই স্থির ধারণা হইলে হৃদয়ে মহাবল প্রবেশলাভ করিবে। প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক.

তাঁহাতে তোমরা একবারে মগ্ন হইয়া যাও এবং মানবজন্ম-ধারণ সার্থক কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। অধিক আর কি লিখিব। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ।

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

১৯।১১।১৫

প্রণয়াস্পদেষু,

আপনার ১৫ই তারিখের একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার সম্বাদ প্রায়ই পাইয়া থাকি। চিন্তা ত সর্ব্বদাই করিয়া থাকি।

"জল বিচ্ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ
যো যাকে হৃদ্ বসে সো তাকো পাস।"*

ভক্ত তুলসীদাস অতি সত্যই বলিয়াছেন। হৃদয় আপনাদের নিকট, সুতরাং এই সুদূর পর্ব্বতে থাকিয়াও আপনাদিগকে নিকটেই মনে করিতেছি।

* জলের মধ্যে কুমুদ বাস করে, চাঁদ আকাশে বাস করে, (তথাপি উভয়ের মধ্যে ভালবাসার হানি হয় না) তদ্রূপ যিনি যাহার হৃদয়ে বাস করেন, তিনি তাহার নিকটেই বাস করেন।

—প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। এ বিষয় অধিক আর কি বলিবার আছে। আপনি ভাল আছেন ও নারায়ণসেবায় অধিকতর চিত্ত নিবেশ করিয়াছেন জানিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। "নারায়ণ ভাবিয়া জড় হইবার ভয় নাই"—ইহাই স্বামীজির প্রতি ঠাকুরের ইঙ্গিত, যখন স্বামিজী তাঁহাকে জড়ভরতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশে অনুযোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার স্নেহাদির ভয়ে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। আপনি গোবিন্দ ভজন করিতেছেন। "ডুকৃঞ্ করণ" আপনার বহিরাবরণ মাত্র। কারণ ইহা "নহি নহি রক্ষতি"* আপনি তাহা বিশেষ অবগত আছেন। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"†

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে।
নহি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ করণে॥
শঙ্করাচার্য্য কৃত চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্র হইতে।

* মৃত্যু সন্নিহিত হইলে 'ডুকৃঞ করণে' রক্ষা করিতে পারে না। উদ্ধৃতাংশটীর অর্থ কৃ' ধাতুর অর্থ করা। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কৃ' ধাতুকে 'কৃ' না বলিয়া 'ডুকৃঞ' বলা হয়—কার্য্যকালে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অংশের লোপ হইয়া 'কৃ' অবশিষ্ট থাকে। তাৎপর্য্য এই, মৃত্যুকালে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞান অনর্থক—কোন কার্য্যকর নহে।

† হে বৎস, সৎকর্ম্মকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।
—গীতা, ৬.৪০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

ইহা ভগবদ্বাক্য, সুতরাং আপনার উল্টা বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথা? অন্যান্য সংবাদ কুশল আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীচরণ ভরসা

আলমোড়া

১০।২।১৬

প্রিয় ভূ—

আজ সকালে তোমার প্রেরিত এক রেজিষ্টার্ড পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভু তোমাদের আনন্দে রাখুন; তোমরা তিনটি বন্ধু এক প্রকৃতির হওয়ায় যে সকল প্রকার সুখের হইয়াছে ইহাতেই শ্রীঠাকুরের পরম দয়া তোমাদের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারে সকল জিনিসই পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রভুপদে মতি গতি হওয়া বড়ই দুর্লভ! এবং তাহা না হইলে আর যত কিছু লাভ হউক না কেন সবই বৃথা, কারণ, কিছুই কোন কাজে আসে না, একথা সকলেই জানে ও বুঝিতে পারে। তাঁহাতে ভক্তি হ'লেই জীবন মধুময় হইয়া যায়। নতুবা ভারবহন মাত্র।

কিন্তু প্রভু তোমাদের ভক্তিধনও দিয়াছেন—ইহাতে আমরা মহা সুখী। তাঁহার পদে মন রাখিয়া এবং তাঁহার জনদিগের সঙ্গ ও সেবা করিয়া কালাতিপাত করিতে পারিলেই জীবনধারণ সার্থক হয়। প্রভুর কৃপায় তোমাদের মতিগতি এইরূপই হইয়াছে, ইহা অল্প ভাগ্যের কথা নহে। পরম ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন, ধন জন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি পাপীরও হইয়া থাকে, কিন্তু হরিভক্তি ও ভক্তসঙ্গ যথার্থ ভাগ্যবানেরই হয়। সকল মহারাজরাই যে তোমাদের স্নেহ যত্ন করেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ যাহারা প্রভুর শরণাগত হয় তাহারা যে পরম প্রিয় ও আত্মীয়। তাঁহাদের সম্বন্ধ শ্রীভগবান্‌কে লইয়া, মায়িক সম্বন্ধ ত তাঁহাদের নাই। মঠে স্বামিজীর উৎসব বিবরণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। এখন সর্ব্বত্রই দিন দিন ইহার বৃদ্ধি হইতে চলিল। যত দিন যাইবে ততই লোকে ইঁহাদের প্রচার হইবে। যত ইঁহাদের বিষয় লোকে জানিবে বুঝিবে ততই অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে। ধন্য প্রভুর দয়া, ধন্য মহিমা।

* * প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা তাহাই মঙ্গল। তাঁহার পাদপদ্মে মন রাখিতে পারিলে আর ভয় ভাবনার কারণ

থাকে না। কৃপা করিয়া তাঁহার চরণে মন রাখিতে দিন এইমাত্র তাঁহার নিকট ঐকান্তিকী প্রার্থনা। * *

ইতি শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

রামকৃষ্ণ কুটীর
আলমোড়া
৮।৭।১৬

প্রিয়—

আজ সকালে আপনার প্রেরিত পাঁচ টাকার মণি-অর্ডার পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সময় মত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরের নির্ম্মাণ কার্য্য লইয়াই বড় ব্যস্ত থাকিতে হয়। একটী পায়খানা তৈয়ার হইতেছে। উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আবার কুটীরের সম্মুখে যে মঠ আছে, তাহাতে এইবার প্রাচীর তুলিতে হইবে। নহিলে বর্ষায় যদি উহা ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলে ইমারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সুতরাং উহা উপেক্ষা করিবার যো নাই। যত শীঘ্র হয় করিতেই হইবে। আরও কত কাজই বাকী রহিয়াছে।

প্রভুর ইচ্ছায় ক্রমে সে সব হইবে। শিবানন্দ স্বামী এবৎসর আর বোধ হয় আসিতে পারিলেন না। মহারাজের সহিত তিনি বাঙ্গালোর যাইবেন, এইরূপ আমাকে লিখিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছা যেমত আছে তাহাই হইবে। তিনি এখানে আসিলে আমার অনেক চিন্তার লাঘব হইত। প্রভু যেমন করেন তাহাই মঙ্গল। যদি এই কুটীর নির্ম্মিত হওয়ায় কাহারও উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে। স্থানটি ছোট হইলেও অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আপনার পত্রখানি পাঠ করিয়া কতই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আবার পূর্ব্ববৎ দীনা হীনা ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। আপনি "মা"র সন্তান, হীনবুদ্ধি হইতে যাইবেন কেন? এইরূপ ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। ঠাকুর শিখাইতেন বলিতে "আমি তাঁর নাম করিয়াছি, আমার আবার কিসের ভাবনা?" বাস্তবিক আপনার ঐরূপ আত্মগ্লানিসূচক প্রস্তাব শুনিলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। উহা আত্মোন্নতির অন্তরায়, প্রভুর নিকট ইহাও শুনিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে আপনাকে দৃঢ়সম্বদ্ধ জানিয়া তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমি তাঁহার সন্তান—একথা কখনই বিস্মৃত হইতে হইবে না। সংসারের অন্য সম্বন্ধ আকস্মিক

এবং ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য।

"জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন নতু সংসারকাম্যয়া॥" *

যখন শঙ্কারাচার্য্যের কৃত এই শ্লোক প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অদ্ভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তখন হইয়াছিল তাহা আর আপনাকে কি জানাইব। যেন জীবনের ইতিকর্ত্তব্যতা তখনই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, মনুষ্যদেহধারণের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—জীবন্মুক্তিসুখ প্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহ ধারণ করিয়াও যে তিনি মুক্ত এই ভাব লাভ করিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ। সেই নিত্যমুক্ত আত্মা আপনি, আপনার ঐরূপ অসঙ্গত কথা শোভা পায় না। উন্মুক্ত সূর্য্যকে দর্শন করিতে শক্তি না হইতে পারে কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দর্শন করিতে কষ্ট হয় না। সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে অহংরূপে নিশ্চয় করা দুরূহ

* নিত্যমুক্ত আত্মা যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জীবন্মুক্তিসুখ ভোগ করিবার জন্য, সংসারকামনায় নহে।

হইলেও আমি তাঁহারই (অংশ বা সন্তান) ইত্যাদি, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র একথা কিছুতেই চিন্তা করা উচিত নহে এবং তাহা শ্রেয়ঃপ্রদও নয়। আমি যেমনই হই না কেন আমি তাঁর। আর কাহারও নহে। সন্তান অত্যন্ত অযোগ্য হইলেও সন্তান বই আর কিছু নয়।

'কুপুত্র সুপুত্র যে হই সে হই, বিদিত ওচরণে সব।
'ওমা কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথা কাহারে কব॥'

আমি মার সন্তান। ভাল হই মন্দ হই আমি মার। আর কাহারও নয়। আপনি মার সন্তান, ভাল হন মন্দ হন আপনি মার সন্তান, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানবেন। ইতি

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

৭।৬।১৬

প্রিয়—

গত পরশ্ব আপনার ৩১শে মের পত্র পাইয়াছিলাম। আজ আপনার প্রেরিত পাঁচ টাকার মনিঅর্ডার পাইলাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

আপনার শরীর একটু ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি নিরাশভাব ত্যাগ করিতে যত্ন করিবেন জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। আশা পাইতেছেন বৈ কি, আরও নিরাশ ভাব ত্যাগ করিলেই খুব আশা পাইবেন। আমি ত ভগবানের নিকট সততই প্রার্থনা করিয়া থাকি। আপনিও প্রার্থনা করিবেন, তাহা হইলেই তিনি শুনিবেন। * * *

আলমোড়ায় প্রভুর স্থান ছিল না। স্বামীজির কৃপায় এ স্থানের এত প্রসিদ্ধি। একটী মিশনের নিজের জায়গা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর কৃপায় তাহা হইল। ইহাতে অনেকের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। আপনার বেদস্তুতির অনুবাদ পড়িলাম। অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। টীকার অনুবাদই বিশেষ বিস্তৃত। Suggestion (আভাসগুলি) অতি মনোরম। বিষয়ের কথা আর কি বলিব, উহাই সকল শাস্ত্রের এক সার সিদ্ধান্ত

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"*

* বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও মহাভারতে—আদি, অন্তও মধ্যে সর্ব্বত্রই হরি গীত হইয়া থাকেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

হরি বিনা গতি নাই। কারণ তিনিই একমাত্র সত্য ও নিত্য আর সব মিথ্যা, এই আছে এই নাই। সুতরাং সে সকলে আস্থা স্থাপন করিলে কোন ফলই নাই পরন্তু দুঃখ লাভই অনিবার্য্য। কিন্তু প্রভুর মায়া এমনই প্রবলা যে এই সহজ সত্যকে বুঝিতে দেয় না। তাই প্রভু উপায় বলিয়া দিয়াছেন যে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"।*

প্রভুর শরণাগতি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। "মামেকং শরণম্ ব্রজ †" প্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণে ধরিয়া রাখুন। এই তাঁহার নিকট আমাদের একমাত্র নিবেদন ও ঐকান্তিকী প্রার্থনা। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

* যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।

—গীতা, ৭।১৪

† একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।

—গীতা, ১৮।৬৬

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্

আলমোড়া

২০।৫।১৬

প্রিয়—

আপনার ১৩ই তারিখের পত্রখানি হস্তগত হইয়াছে। পাঠ করিয়া হর্ষ ও বিষাদে উভয় ভাবেরই উদয় হইয়াছে। হর্ষ—আপনার সাংসারিক ভোগসুখে উপেক্ষা ও অনাদর দেখিয়া, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মনিষ্ঠা ও তাহার পালনে আন্তরিক যত্ন জানিয়া, আর বিষাদ—আপনার অকারণ হতাশ ভাব ও আত্মাবমান এবং অবসাদ দেখিয়া। আত্মগরিমা অবশ্য ভাল নয়, তাই বলিয়া নিরন্তর "আমাদের জীবন বৃথা" "কিছু হলো না" প্রভৃতি অবসাদসূচক আলোচনাও শ্রেয়স্কর নহে। প্রভু আমাদের অভিমানদ্বেষী ছিলেন কিন্তু আবার দীনা হীনা ক্ষীণা ভাবও দেখিতে পারিতেন না। বরং আমাদের ভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অভিমান করিতে শিক্ষা দিতেন; বলিতেন, "আমি তাঁর সন্তান, আমার কিসের ভয়"। "তাঁর কৃপায় আমি অনায়াসে তরে যাব" ইত্যাদি বলিয়া খুব জোর করিতে বলিতেন। রামপ্রসাদের গানেও সতত এই ভাব বিদ্যমান "মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত।"

এমন কি সেই মার সঙ্গেও ঝগড়া করতে পশ্চাৎপদ

নন। "মা মা বলে আর ডাকিব না।" ইত্যাদি অনেক গান আছে যাহাতে সমস্ত আবদার মার উপর হচ্ছে। ঠাকুরও আমাদের এই ভাব খুব শিক্ষা দিতেন। সুতরাং আপনার এই অবসাদের ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। আপনি কি কম? এই মহাকার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ভগবদালোচনার সময় করিয়া লন। সমস্ত অবসরকাল তাহাতেই নিয়োগ করেন। মধ্যাহ্ন আর সন্ধ্যা কি? সকল সময়ই তাঁর। সমস্ত জীবনই তাঁহারই। তা ছাড়া অনন্যভাবে এক মুহূর্ত্ত তাঁর শরণ নিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়, পবিত্র হয়, সকল পাপ তাপ দূরে যায়, এরূপ বিশ্বাস চাই। বেদস্তুতি পড়িয়াছিলাম বহুকাল পূর্ব্বে, এখন বিশেষ মনে নাই। অত্যন্ত কঠিন ভাষা বলিয়া মনে আছে। কিন্তু যাহাই হ'ক দেবতা ও গুরুতে ভক্তি না হ'লে ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবেশাধিকার নাই—এ ত সত্যকথা কিন্তু দেবতা ত হৃদয়েই রহিয়াছেন, তিনি যদি হৃদয়ে না থাকেন ত আর কোথাও তাঁহাকে মিলিবার আশা নাই। গুরুও ত তিনিই—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরুঃ" * এ যদি না হয় ত এমন দেবতা বা গুরুর বিশেষ প্রয়োজনই বা কি? দেবতা গুরু নিরন্তর ভিতরে

---

* সেই জগতের নাথই আমার নাথ, সেই জগতের গুরুই আমার গুরু। —গুরুগীতা।

রহিয়াছেন। যদি না থাকিতেন, বাঁচিতাম কিরূপে? কে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন? কাহার কৃপায় প্রাণ ধারণ হইতেছে! তিনি সকলকেই অনুগ্রহ করিতেছেন। যে তাঁকে চায়, সেই দেখ্‌তে পায়। এই বেড়াল বনে গেলে বনবেড়াল হয়। এই নয়ন, এই ত্বক্, এই করই তাঁকে পেয়ে অপ্রাকৃত অতি প্রাকৃত হয়ে যায়। মিছে শব্দ শিখে ফল নাই কিন্তু তিনি সকল শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে আছেন বলিয়া শব্দ সকল সফল হইয়া থাকে। তাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে বলে শব্দের শব্দত্ব।

শ্রীধর স্বামী অতীব সত্য কথা বলিয়াছেন। সকল শেয়ালেরই এক কথা ঠাকুর বলিতেন।

যে মানবাঃ বিগতরাগপরাবরজ্ঞাঃ
নারায়ণম্ সুরগুরুং সততঃ স্মরন্তি,
ধ্যানেন বিগতকিল্বিশবেদনাস্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃপিবন্তি। *

তাঁহার চরণ পবিত্র এবং সর্ব্বতোবিস্তৃত। পাদোহস্য

---

* যে সকল আসক্তিশূন্য, সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেবগুরু নারায়ণকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, ধ্যানের দ্বারা তাঁহাদের পাপের বেদনা সমুদয় দূর হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে আর মাতৃস্তন পান করিতে হয় না।

প্রপন্ন গীতা—ব্রহ্মার উক্তি

বিশ্বা ভূতানি। * আমরা সেই চরণাশ্রয়েই রহিয়াছি। সেই চরণের উপাসনা ভিন্ন আর কাহার উপাসনা করিব? আমাদেরই চরণোপসনার সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি আমাদের 'প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ'।† আমরা জানি বা না জানি তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব আমরা যেন তাঁহাতেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়া পূর্ণভাবে তাঁহাতেই অবস্থান করিতে পারি। তিনি ছাড়া যেন আর কিছু দেখিতে না হয়। ইত্যোম্। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

* সমুদয় জগৎ তাঁহার একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশস্বরূপ।
-ঋগ্বেদ সংহিতা, (পুরুষসূক্ত) ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৩য়শ্লোক।

† প্রাণের প্রাণ, চক্ষের চক্ষুঃ—
কেনোপনিষদ্,—১।২